রিয়াকারী

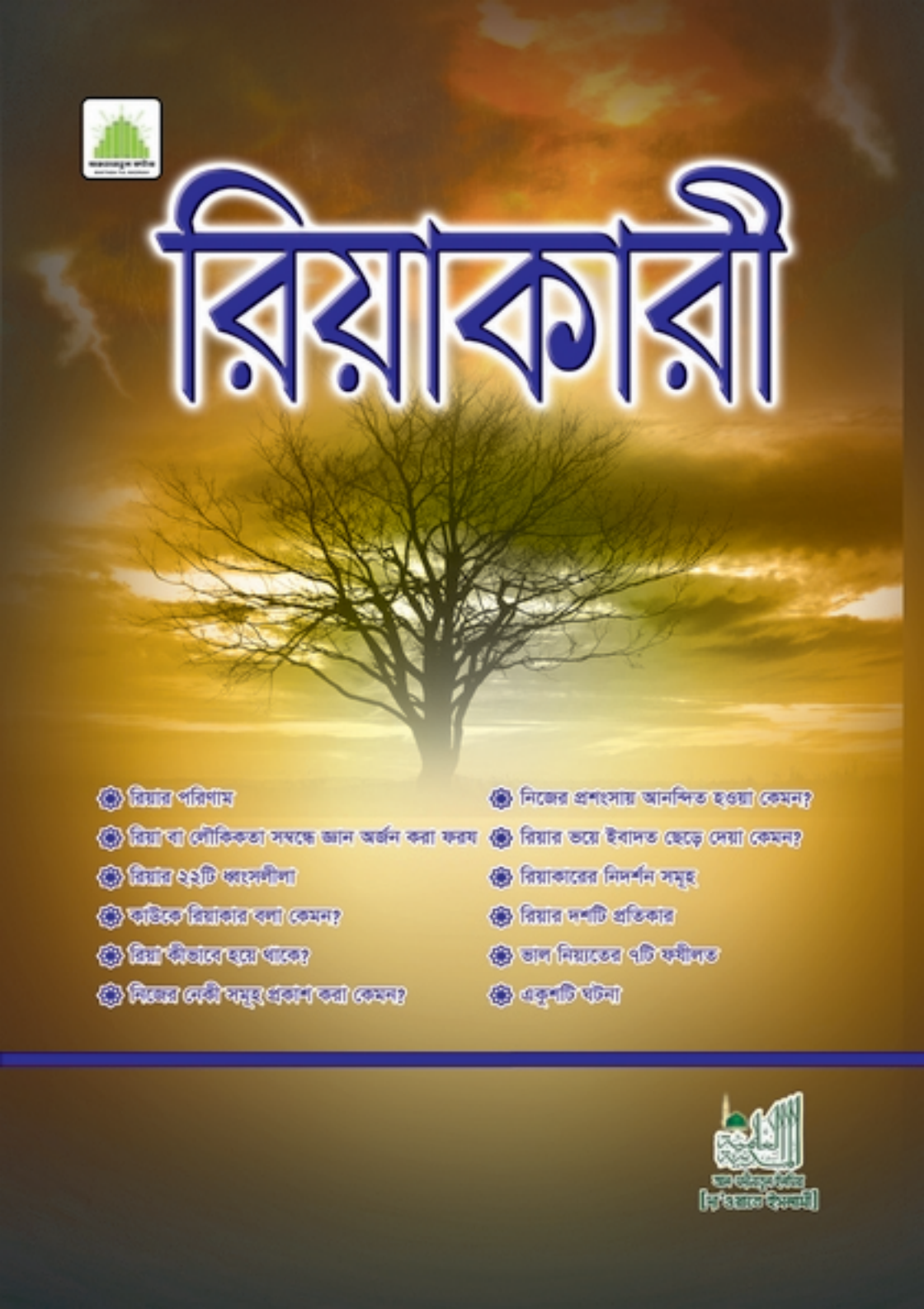

- রিয়ার পরিণাম
- রিয়া বা লৌকিকতা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা ফরয
- রিয়ার ২২টি ধ্বংসলীলা
- কাউকে রিয়াকার বলা কেমন?
- রিয়া কীভাবে হয়ে থাকে?
- নিজের নেকী সমূহ প্রকাশ করা কেমন?
- নিজের প্রশংসায় আনন্দিত হওয়া কেমন?
- রিয়ার ভয়ে ইবাদত ছেড়ে দেয়া কেমন?
- রিয়াকারের নিদর্শন সমূহ
- রিয়ার দশটি প্রতিকার
- ভাল নিয়্যতের ৭টি ফযীলত
- একুশটি ঘটনা

রিয়া বা লৌকিকতার ধ্বংসযজ্ঞতা এবং প্রতিকারের বর্ণনা

রিয়াকারী

উপস্থাপনায়
আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(সংশোধন মূলক কিতাব বিভাগ)

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল মদীনা (বাংলাদেশ)

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ الله

কিতাবের নাম : রিয়াকারী

উপস্থাপনায় : আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(সংশোধন মূলক কিতাব বিভাগ)

প্রকাশকাল : জ্বিলহজ্ব ১৪৪০ হিজরী। আগষ্ট ২০১৯ ইং।

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল মদীনা (বাংলাদেশ)

সত্যায়ন পত্র

তারিখ- ২ জ্বিলহজ্ব, ১৪২৯ হিজরী সূত্র:-১৬১

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحٰبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

সত্যায়ন করা যাচ্ছে যে,

“রিয়াকারী”

(প্রকাশনা মাকতাবাতুল মদীনা) কিতাবটির উপর কিতাব ও রিসালা পরীক্ষণ বিভাগের পক্ষ থেকে দ্বীতিয়বার পরীক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। মজলিশ এর আক্বীদা, কুফরী ইবারত, নৈতিকতা, ফিকহী মাসআলা এবং আরবী ইবারত ইত্যাদি সম্পর্কে যথাসাধ্য পর্যবেক্ষণ করেছে, তবে কম্পোজিং বা বাইন্ডিং এর ভুলের জন্য মজলিশ দায়ী নয়।

কিতাব ও রিসালা পরীক্ষণ বিভাগ
(দা’ওয়াতে ইসলামী)
(৩০-০৮-২০১৯)

Email:-Ilmia@dawateislami.net

মাদানী অনুরোধঃ অন্য কারো এই কিতাবটি ছাপানোর অনুমতি নেই

সনাক্তিকরণ

কিতাব পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন। ان شاء الله জ্ঞানের মধ্যে উন্নতি হবে।

নং	বিষয়	নং	বিষয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই কিতাবটি পাঠ করার ১৩টি নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ অর্থাৎ মুসলমানের নিয়্যত তার আমলের চেয়ে উত্তম। **(মু'জামুল কবীর, ৬/১৮৫, হাদীস নং- ৫৯৪২)**

দুইটি মাদানী ফুল:

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন ভাল কাজের সাওয়াব পাওয়া যায়না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশী, সাওয়াবও তত বেশী।

(১) প্রতিবার হামদ ও (২) সালাত এবং (৩) তাউজ ও (৪) তাসমিয়ার মাধ্যমে শুরু করবো। (এই পৃষ্ঠারই উপরে প্রদত্ত আরবী ইবারত পড়ে নিলে উপরোক্ত চারটি নিয়্যতের উপর আমল হয়ে যাবে) (৫) যথাসম্ভব তা অযু সহকারে এবং (৬) কিবলামুখী হয়ে অধ্যয়ন করবো। (৭) কোরআনের আয়াত এবং (৮) হাদীসে মুবারাকার যিয়ারত করবো। (৯) যেখানে যেখানে **আল্লাহ পাকের** পবিত্র নাম আসবে সেখানে عَزَّوَجَلَّ এবং (১০) যেখানে যেখানে **প্রিয় নবীর** নাম মুবারাক আসবে সেখানে صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পড়বো। (১১) শরয়ী মাসআলা শিখবো। (১২) যদি কোন বিষয় বুঝে না আসে তবে ওলামার নিকট জিজ্ঞাসা করবো। (১৩) কিতাবে কোন শরয়ী ভুলত্রুটি পাওয়া গেলে তা প্রকাশককে লিখিতভভাবে জানাবো। (লিখক ও প্রকাশক প্রমুখকে কিতাবের ভুলত্রুটি সম্পর্কে শুধুমাত্র মুখে বললে কোন উপকার হয়না)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আল মদীনাতুল ইলমিয়া

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী (دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه) এর পক্ষ থেকে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ وَ بِفَضْلِ رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতের পুণর্জাগরন এবং ইলমে শরীয়তকে সারা দুনিয়ায় প্রসারের সুদৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এসকল কার্যাবলীকে সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য কিছু মজলিশ (বিভাগ) গঠন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মজলিশ হলো **'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'**। যা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সম্মানিত ওলামা ও মুফতীগণের كَثَّرَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى সমন্বয়ে গঠিত। এটি বিশেষ করে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার ও প্রকাশনামূলক কাজের গুরু দায়িত্ব হাতে নিয়েছে। এতে নিম্নের ৬টি বিভাগ রয়েছে। যথা:

১. আ'লা হযরতের কিতাব বিভাগ (শোবায়ে কুতুবে আ'লা হযরত)
২. পাঠ্য পুস্তক বিভাগ (শোবায়ে দর্‌সি কুতুব)
৩. সংশোধন মূলক কিতাব বিভাগ (শোবায়ে ইছলাহী কুতুব)
৪. কিতাব অনুবাদ বিভাগ (শোবায়ে তারাজিমে কুতুব)
৫. কিতাব নিরীক্ষণ বিভাগ (শোবায়ে তাফতীশে কুতুব)
৬. উৎস নিরুপণ বিভাগ (শোবায়ে তাখরীজ)

‘আল মদীনাতুল ইলমিয়া’র সর্বপ্রথম প্রধান কাজ হচ্ছে আ’লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়ত, পীরে তরীকত, বাইছে খাইরো বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব, আল হাফেজ, আল ক্বারী, শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দুর্লভ ও মহামূল্যবান কিতাবাদিকে বর্তমান যুগের চাহিদানুযায়ী যথাসাধ্য সহজ সাবলীল ভাষায় পরিবেশন করা। সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার-প্রকাশনামূলক মাদানী কাজে সবধরনের সর্বাত্মক সহায়তা করুন আর মজলিশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কিতাবগুলো স্বয়ং নিজেরাও পাঠ করুন এবং অন্যদেরকেও পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন।

আল্লাহ তায়ালা দা’ওয়াতে ইসলামীর **‘আল মদীনাতুল ইলমিয়া’** মজলিশ সহ সকল মজলিশগুলোকে উত্তরোত্তর সাফল্য ও উৎকর্ষতা দান করুক আর আমাদের প্রতিটি ভাল আমলকে একনিষ্টতার সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত করে উভয় জাহানের মঙ্গল অর্জনের ওসিলা করুক। আমাদেরকে সবুজ গম্বুজের নিচে শাহাদাত, জান্নাতুল বক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রমযানুল মোবারক ১৪২৫ হিজরী।

অন্তরের সংশোধন প্রয়োজন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মনে রেখো! শরীরে এক পিন্ড মাংস রয়েছে, যখন তা পরিপাটি হয়ে য়ায় তখন পুরো শরীর পরিপাটি হয়ে যায়, যদি তা বিকৃত হয়ে যায়, তবে পুরো শরীরই বিকৃত হয়ে যায়। শোনো! তা হলো অন্তর।"

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং- ৫২, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৩)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উক্ত হাদীস শরীফের টীকায় লিখেন: অর্থাৎ অন্তর হলো রাজা আর শরীর হলো তার প্রজা। রাজার সংশোধন হয়ে গেলে যেমন সমস্ত রাজ্যই সংশোধন হয়ে যায়, তেমনিভাবে অন্তর পরিশুদ্ধ হয়ে গেলে সমস্ত শরীর ঠিক হয়ে যায়, অন্তর কোন কিছুর ইচ্ছা পোষণ করে আর শরীর তা বাস্তাবায়নের চেষ্টা করে, তাই সূফীগণ অন্তরের পরিশুদ্ধির প্রতি সমধিক জোর দিয়ে থাকেন।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৩১)

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: তোমাদেরকে এর নিরাপত্তা, এর সংশোধন এবং একে পরিশুদ্ধ রাখার চেষ্টা করা আবশ্যক, কেননা অন্তরের ব্যাপারটি অন্যসব অংগ-প্রত্যঙ্গের তুলনায় অধিক ভয়াবহ আর এর প্রভাব অন্যসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে বেশি। (তিনি আরও লিখেন) মানুষের জাহেরী আমলের সাথে বাতেনী বৈশিষ্ট্যাবলীর একটি বিশেষ সম্পর্ক অবশ্যই রয়েছে। যদি বাতিন খারাপ হয়ে থাকে, তবে জাহেরী আমলগুলোও খারাপই হবে, বাতিন যদি হিংসা, **রিয়া** এবং অহংকার ইত্যাদি দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র হয়ে থাকে, তবে জাহেরী আমলও পরিশুদ্ধ হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে কেউ যদি নিজের ভাল ভাল আমলগুলোকে **রব তায়ালার** দয়া ও অনুগ্রহ বলে মনে করে তবে ভাল কথা, পক্ষান্তরে সেগুলোকে যদি তার নিজের দক্ষতা ও অর্জন বলে মনে করে তবে আত্মপ্রশংসার কারণে তার আমল নষ্ট হয়ে যাবে, এ কারণেই যতক্ষণ পর্যন্ত বাতেনী ব্যাপারগুলোর সাথে জাহেরী আমলগুলোর সম্পর্ক, বাতেনী গুণাবলীর জাহেরী আমলে প্রভাব এবং বাতেনী

গুণাবলী দ্বারা জাহেরী আমলের নিরাপত্তার ধরন ইত্যাদি বুঝা না যায়, তবে জাহেরী আমলগুলোও পরিশুদ্ধ হতে পারে না। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা ৬৭,১৩)

বাতেনী গুনাহের মধ্যে একটি গুনাহ হলো **রিয়া** অর্থাৎ **লৌকিকতা, লোক দেখানো**। এটি এই বিষয়েরই কিতাব। **"রিয়াকারী"** কিতাবটি সংকলন করতে ইহইয়াউল উলুম, হাদীকাতুন নাদীয়া, যাওয়াজির, ফতোয়ায়ে রযবীয়া, বাহারে শরীয়ত এবং ফয়যানে সুন্নাত ইত্যাদি কিতাবের সাহায্য নেয়া হয়েছে। এই কিতাবে **রিয়ার** তথ্যাবলীকে অতি সহজ ও বিষয়ভিত্তিক ভাবে উদ্ধৃতি সহকারে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে স্বল্প জ্ঞানীরাও এর থেকে উপকৃত হতে পারে। তবুও জ্ঞান খুবই কঠিন বিষয়, এটা সম্ভব নয় যে, জ্ঞানের কঠিনত্যগুলো একেবারেই দূর হয়ে যাবে, সুতরাং যে বিষয়টি বুঝে আসবে না, বুঝার জন্য ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর নিকট থেকে জেনে নিন। **রিয়া** থেকে মুক্তির প্রেরণা পেতে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর ক্যাসেট বয়ান যেমন; **"নেকিয়াঁ চুপাও, ইখলাস, কবুলিয়্যত কে চাবি"**, শাহজাদায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত আলহাজ্ব মাওলানা আবু উসাইদ রযা আত্তারী আল মাদানী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এর বয়ান **"ইখলাস কেয়সে আপনায়ে?"** এবং নিগরানে শূরা **(দা'ওয়াতে ইসলামী)** হাজী মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এর ভিসিডি বয়ান **"রিয়াকারী অউর এই কা ইলাজ"** শ্রবন করাও অনেক উপকারী।

এই গুরুত্বপূর্ণ কিতাবটি নিজে পড়ুন বরং অপর মুসলমানকেও পড়ার উৎসাহ প্রদান করে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করার সাওয়াব অর্জন করুন। আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া হলো যে, আমাদেরকে **"নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা"** করার জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং মাদানী কাফেলার মুসাফির হতে থাকার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সংশোধন মূলক কিতাব বিভাগ

(আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ)

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রিয় নবী ﷺ এর নৈকট্য	১২	১৭. ধন-সম্পদ অর্জনের জন্য জ্ঞানার্জনকারীর পরিণাম	২৮
রিয়ার পরিণাম	১২		
একনিষ্ঠতার ভিক্ষা চেয়ে নিন	১৪	১৮. কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনার সম্মুখীন	২৯
হে একাগ্রতা! তুমি কোথায়?	১৫	১৯. আমল সমূহ বাতিল হয়ে যাবে	২৯
আসল সফলতা	১৬	২০. রিয়াকার ক্বারী সাহেবদের পরিণাম	২৯
রিয়া বা লৌকিকতা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা ফরয	১৬	২১. নিজের প্রতিদান তার নিকট চাও, যায় জন্য আমল করেছিলে	৩০
রিয়া বা লৌকিকতা কাকে বলে?	১৭	**২২. রিয়াকারের আখিরাতে কোন অংশ নেই**	৩১
রিয়ার স্তর সমূহ	১৭	আমাদের কি অবস্থা হবে?	৩১
রিয়া থেকে বিরত থাকো	১৭	জাহান্নামের সব চেয়ে লঘু শাস্তি	৩১
রিয়া শিরকে আসগর বা ছোট শিরক হওয়ার ব্যাপারে প্রিয় নবী ﷺ এর পাঁচটি বাণী	১৮	আমাদের দুর্বল অস্থিত্ব	৩২
		কাউকে রিয়াকার বলা কেমন?	৩৩
রিয়াকারের মূর্খতা	২১	নিয়্যত সম্পর্কে তিনটি শরয়ী বিধান	৩৩
রিয়ার ২২টি ধ্বংসলীলা	২২	এক বৎসর যাবৎ কান্না থেকে বঞ্চিত ছিলো	৩৪
১. আমল নষ্ট হয়ে যায়	২২	দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করবেন না	৩৫
২. শয়তানের বন্ধু	২২	হে রিয়াকার!	৩৫
৩. জাহান্নামের উপত্যাকা রিয়াকারের ঠিকানা হবে	২২	রিয়া কীভাবে হয়ে থাকে?	৩৫
		কথার মাধ্যমে রিয়ার ১৫টি অবস্থা	৩৬
৪. আমল নষ্ট হয়ে যাবে	২৩	কর্মের (আমলের) মাধ্যমে রিয়ার ১৫টি অবস্থা	৩৮
৫. রিয়াকারের আফসোস	২৩		
৬. আমল কবুল হয় না	২৪	অপরের উপস্থিতিতে কম খাওয়ার পদ্ধতি	৪০
৭. রিয়াকারের চারটি নাম	২৪	বরকত লাভের উদ্দেশ্যে দু'টি শে'র পড়তে দিন	৪২
৮. জাহান্নামও আশ্রয় প্রার্থনা করবে	২৫		
৯. লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি	২৫	রিয়া কোন বিষয়গুলোতে হয়ে থাকে?	৪৩
১০. রিয়াকারের জন্য জান্নাত হারাম	২৬	(১) ঈমানে রিয়া	৪৩
১১. জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না	২৭	(২) দুনিয়াবী কার্যকলাপে রিয়া	৪৫
১২. স্বীয় প্রতিপালককে অপমানকারী ব্যক্তি অপরাধী	২৭	প্রিয় নবী ﷺ চুল মুবারক আঁচড়াতেন	৪৬
		(৩) ইবাদতে রিয়া	৪৭
১৩. জমিন ও আসমানে অভিশপ্ত	২৭	১. আদায় করাতে য়িা করা	৪৭
১৪. রিয়াকারের ঠিকানা	২৮	২. আনুষাঙ্গিকতায় রিয়া করা	৪৮
১৫. আল্লাহ তায়ালার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া ব্যক্তি	২৮	রিয়া খাঁটি ও মিশ্রিত	৫০
		দ্বীনের খেদমতে পারিশ্রমিক নেয়া কেমন?	৫১
২৬. আপন রব তায়ালাকে অসন্তুষ্টকারী	২৮	পারিশ্রমিক গ্রহণকারী কি সাওয়াব পাবে?	৫২

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পারিশ্রমিক গ্রহণকারীর জন্য সাওয়াবের একটি পন্থা	৫২	নেকী ছেড়ে দিয়ে কি আমরা শয়তান থেকে পরিত্রাণ পাবো?	৮২
সাওয়াব অর্জনের সহজ উপায়	৫৩	রিয়ার ভয়ে নেক আমল পরিহারকারীর উদাহরণ	৮২
দ্বীনকে দুনিয়া উপার্জনের মাধ্যম বাবেন না	৫৪		
দ্বীনের মাধ্যমে দুনিয়া অন্বেষণকারীর পরিণাম	৫৫	লোকে কি বলবে?	৮৩
ইবাদতের পূর্বে নিয়্যত পরিশুদ্ধ করে নিন	৫৬	রিয়াকারের নিদর্শন সমূহ	৮৩
নিয়্যত পরিশুদ্ধ হওয়ার অপেক্ষা	৫৬	আমরা রিয়াকার নই তো?	৮৪
একটি কুমন্ত্রণা ও এর উত্তর	৫৭	রিয়া থেকে তাওবা করে নিন	৮৪
উত্তমদের অনুকরণও উত্তম হয়ে থাকে	৫৮	রিয়া থেকে তাওবা করার বরকত	৮৪
ইবাদতের সময় যদি মনে রিয়া এসে যায় তবে?	৫৯	রিয়া রোগের চিকিৎসা করুন	৮৫
		হতাশ হবেন না	৮৫
নিজের নেকী সমূহ প্রকাশ করা কেমন?	৬১	বিপদে ঘাবড়াবেন না	৮৫
উৎসাহ প্রদানার্থে নেকী প্রকাশ করার ২টি শর্ত	৬২	**রিয়ার দশটি প্রতিকার**	৮৬
মুখলিসদের অংশ	৬৩	**আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন**	৮৬
নফস ও শয়তানের প্রতারণা চেনার পদ্ধতি	৬৪	রিয়ার ক্ষতির প্রতি দৃষ্টি রাখুন	৮৭
নেকী গোপন করুন	৬৪	**লোকদেখানোর জন্য আমলকারীদের উপমা**	৮৮
রিয়া থেকে বেঁচে থাকা আমল করার চেয়ে অনেক কঠিন	৬৫	কারণ সমূহ নির্মূল করুন	৮৮
		প্রশংসাপ্রাপ্তির বাসনাকে কিভাবে দমন করবেন?	৮৯
তাহদীসে নেয়ামত কাকে বলে?	৬৬	পদলোভের ক্ষতি সম্বলিত ৫টি বর্ণনা	৮৯
১০১ বার মন থেকে ভেবে নিন	৬৬	এভাবে ফিকরে মদীনা করুন	৯০
পিপীলিকার চলাফেরার চেয়েও গোপনে ঘটে রিয়া	৬৭	ভূয়া প্রশংসা পছন্দ করা হারাম	৯০
		প্রশংসাকে পছন্দ করা কখন মুস্তাহাব?	৯১
রিয়ায়ে খফীর চারটি প্রকার:	৬৮	লোকনিন্দার ভয় কিভাবে দূর করবেন?	৯১
তোমাদের প্রয়োজনাদি কি পূরণ করার হয় না!	৭০	ধন-সম্পদের লোভ হতে কিভাবে মুক্তি অর্জন করবেন?	৯২
যেনো ক্ষতি না হয়	৭০		
আল্লাহ তায়ালার মুখলিস বান্দা	৭২	দুনিয়ার ভালবাসা থেকে পিছু ছাড়িয়ে নিন	৯২
নিজের প্রশংসায় আনন্দিত হওয়া কেমন?	৭৩	একনিষ্ঠতা অবলম্বন করে নিন	৯৩
খোদাভীতিতে কেঁপে উঠুন!	৭৬	একনিষ্ঠতার ৬টি ফযীলত	৯৩
রিয়াকারদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৭৭	মুখলিস মুমিনে উপমা	৯৭
গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাতেও রিয়া	৭৮	মুখলিস কে?	৯৮
ইখলাসের পরিচয়	৭৯	আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি সব নেয়ামতের চেয়ে বড় নেয়ামত	৯৯
রিয়ার ভয়ে ইবাদত ছেড়ে দেয়া কেমন?	৭৯		
রিয়ার কুমন্ত্রণা আসা গুনাহ নয়	৮০	নিয়্যতের হিফাযত করুন	৯৯
শয়তানকে নিষ্ক্রিয় ও নিষ্ফল করে দিন	৮০	নিয়্যত কাকে বলে?	১০০

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
নিয়্যত যত বেশি, সাওয়াবও তত বেশি	১০০	**একুশটি ঘটনা**	১২২
সদকা করার পূর্বে নিয়্যত নিয়ে ভাবুন	১০১	১. একনিষ্ঠতার পুরস্কার	১২২
প্রতিটি কাজের পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত করে নিন	১০১	**২. আমি আমার নিয়্যতকে উপস্থিত পাই না**	১২৪
		৩. লাগাতার চল্লিশ বছর রোযা	১২৫
ভাল নিয়্যতের ৭টি ফযীলত	১০২	৪. নেকী গোপনকালী গোলাম	১২৬
যেমনি নিয়্যত তেমন ফল	১০৩	৫. আল্লাহ তায়ালার জন্য ক্ষমা করলাম	১২৭
উত্তম নিয়্যতের চেয়ে মার খাওয়া অধিকতর সহজ	১০৪	৬. মায়ের আদেশ নফসের কেন কষ্ট অনুভুত হলো?	১২৮
জিহাদের সাওয়াব	১০৪	৭. প্রথম সারি না পাওয়াতে দুঃখ কেন?	১২৯
বিশুদ্ধ নিয়্যত	১০৫	৮. ইখলাস বিক্রেতা	১২৯
নেক আমলের নিয়্যত করে নিন	১০৬	মুবাল্লিগদের নষ্টকারী কতিপয় শয়তানি আক্রমন	১৩২
ইবাদতের সময় শয়তানি কুমন্ত্রণা হতে বাঁচুন	১০৬		
চেষ্টা করা সত্ত্বেও কুমন্ত্রণা দূর না হলে	১০৭	কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা পরে গেলো	১৩২
একাকীত্বে কিংবা জনসমক্ষে একই রকম আমল করুন	১০৯	মনের চোর ধরা খেলো	১৩৩
		আপাদমস্তক বিনয়ের প্রতীকে পরিণত হোন	১৩৩
নেকী গোপন করুন	১০৯	কেউ দাওয়াত দিলে বুযুর্গানে দ্বীনেরা বিনা দ্বিধায় বয়অনের জন্য পৌঁছে যেতেন	১৩৪
সবচেয়ে শক্তিধর সৃষ্টি	১১০		
গোপন আমলই উত্তম	১১১	**৯. পোশাক আল্লাহ তায়ালার জন্যই পরেছি**	১৩৫
হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عليه السلام এর বাণী	১১১	১০. নেকীর প্রতিদান	১৩৫
পূর্বসূরী নসীহীদের বাণী	১১২	১১. সাওয়াবই যথেষ্ট	১৩৫
ঘটনা	১১২	১২. গুনাহের ভয়াবহতা	১৩৬
রোযার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করো না	১১৩	**১৩. ভাল নিয়্যতের সুফল, মন্দ নিয়্যতের শাস্তি**	১৩৯
জিজ্ঞাসা করা হলে রোযাদার নিজের রোযার কথা বলে দিন	১১৩	১৪. বাক্যালাপের নিরীক্ষণ	১৪০
		১৫. আমার ঋণ কে আদায় করেছে?	১৪১
নিকৃষ্ট রিয়াকার	১১৪	১৬. আমার নাম প্রকাশ করবেন না	১৪২
সৎসঙ্গ অবলম্বন করুন	১১৪	১৭. ইন্তেকালের পরেই দানশীলতা সম্পর্কে জানা গেলো	১৪৩
দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ	১১৫		
اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি বদলে গেছি	১১৬	**১৮. আমি কার জন্য দেখানোর আমল করব?**	১৪৪
নেককার হওয়ার উপায়	১১৮	১৯. এখানে আবিয বিক্রি হয় না	১৪৪
মাদানী ইনআমাতের আমলকারীদের জন্য মহান সুসংবাদ	১১৮	২০. আমি ইলম বিক্রি করি না	১৪৫
		২১. ভক্তি বিক্রি করা যায় না	১৪৫
বিভিন্ন ওযীফার অভ্যাস গড়ে নিন	১১৯	দোয়া	১৪৬
চিকিৎসা করার পরও আরোগ্য না হলে?	১২০	তথ্যসূত্র	১৪৭
সারমর্ম	১২০		

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত: **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَوْلَى النَّاسِ بِیْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَیَّ صَلٰوةً অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার নিকটবর্তী ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে।"

(জামেয়ে তিরমিযী, আবওয়াবুল বিতর, হাদীস নং-৪৮৪, ২য় খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

রিয়ার পরিণাম

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে মুকাররম, নূরে মুজাসসাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম একজন শহীদের বিচার হবে[১] যখন তাকে আনা হবে, **আল্লাহ পাক** তাকে আপন নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন, তখন সে এই নেয়ামতের কথা স্বীকার করবে, অতঃপর **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: "তুমি এই নেয়ামত সমূহের বিপরীতে কী আমল করেছো?" সে আরয করবে: "আমি তোমার পথে জিহাদ করেছি, এমনকি শহীদ হয়ে গেছি।" **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: "তুমি মিথ্যুক, তুমি জিহাদ এই কারণেই করেছিলে যে, লোকেরা যেনো তোমাকে বাহাদুর বলে আর তা তোমাকে বলা হয়েছে,[২] অতঃপর তাকে

---

১. **অর্থাৎ রিয়াকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম রিয়াকার শহীদের বিচার হবে, সুতরাং এই হাদীস শরীফ সেই হাদীসের পরিপন্থি নয়, যে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, সর্বপ্রথম বিচার হবে নামাযের অথবা অন্যায়ভাবে হত্যা করার হিসাব হবে। ইবাদতের মধ্যে নামাযের, কার্যবলীর মধ্যে হত্যার, রিয়ার মধ্যে শহীদের বিচার হবে। (মিরআতুল মানাজীহ্, ১ম খন্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)**

২ **অর্থাৎ তোমার জিহাদ এবং শাহাদত এর বদলা এটা ছিলো যে, লোকেরা তোমাকে বাহবা দিয়েছে, কেননা এই নিয়্যতেই জিহাদ করেছিলো, ইসলামের খেদমতের জন্য নয়।**

(মিরআতুল মানাজীহ্, ১ম খন্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)

জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হবে, তখন তাকে টেনে হেঁচড়ে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[১]

অতঃপর ঐ ব্যক্তিকে আনা হবে, যে জ্ঞানার্জন করেছিলো, শিখিয়েছে এবং কোরআনে করীম পড়েছিলো, সে আসবে, তখন **আল্লাহ পাক** তাকেও আপন নেয়ামতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন তখন সেও সেসব নেয়ামতের কথা স্বীকার করবে, অতঃপর **আল্লাহ পাক** তাকে জিজ্ঞাসা করবেন: "তুমি এসব নেয়ামতের বিপরীতে কী আমল করেছো?" সে আরয করবে: "আমি জ্ঞানার্জন করেছি এবং অপরকে শিখিয়েছি আর তোমার নিমিত্ত কোরআনে করীম পাঠ করেছি।" **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: "তুমি মিথ্যুক, তুমি এ কারণেই জ্ঞানার্জন করেছিলে যে, যেনো লোকেরা তোমাকে আলিম বলে আর কোরআনে করীম এ কারণে পাঠ করেছিলে, যেনো লোকেরা তোমাকে কারী সাহেব বলে আর তা তোমাকে বলা হয়েছে।"[২] অতঃপর তাকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ দেয়া হবে, তখন তাকে টেনে হেঁচড়ে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর একজন সম্পদশালী ব্যক্তিকে আনা হবে, যাকে **আল্লাহ পাক** প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছিলেন, তাকে এনে নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে, সেও সেসব নেয়ামতের কথা স্বীকার করবে, তখন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: "তুমি এসব নেয়ামতের বিপরীতে কী আমল করেছো?" সে আরয করবে: "আমি তোমার পথে যেখানে প্রয়োজন অনুভব করেছি সেখানে ব্যয় করেছি।" **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: "তুমি মিথ্যুক, তুমি তা এই জন্যই করেছিলে, তোমাকে যেনো দানবীর বলা হয় আর তা বলাও হয়েছে।" অতঃপর

---

১. **অর্থাৎ খুবই অপমান ও অপস্তভার সহিত মরা কুকুরের ন্যায় পা ধরে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। জাহান্নামেন গভীরতা আসমান ও জমীনের দূরত্ব থেকে কোটি গুণ বেশি। আল্লাহর পানাহ!** (মিরআতুল মানাজীহ্, ১ম খন্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)

২. **তোমার এই সকল পরিশ্রম দ্বীনের খেদমতের জন্য ছিলো না, বরং ইলমের মাধ্যমে সম্মান এবং সম্পদ উপার্জনের জন্য ছিলো, তা তুমি পেয়ে গেছো, (এখন) আমার নিকট কি চাও? এই হাদীস শরীফ অবলোকন করে অনেক ওলামায়ে কিরাম নিজেদের কিতাবে নিজের নামও লিখেননি এবং যাঁরা লিখেছেন, তা প্রসিদ্ধির জন্য নয় বরং মানুষের দোয়া অর্জনের জন্যই লিখেছেন।**

(মিরআতুল মানাজীহ্, ১ম খন্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)

তার সম্পর্কে জাহান্নামে আদেশ হবে, অতএব তাকেও টেনে হেঁচড়ে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" (اَلْاَمَانُ وَالْحَفِيْظ)

(সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, বাবু মন্ কা-তালা লির্ রিয়া ..., হাদীস নং- ১৯৫, পৃষ্ঠা ১০৫৫)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উক্ত হাদীস পাকের আলোকে লিখেন: বুঝা গেলো যে, একনিষ্টতা সমৃদ্ধ নেকী জান্নাত প্রাপ্তির মাধ্যম, তদ্রূপ **রিয়া** সমৃদ্ধ নেকী জাহান্নাম ও অপদস্ততা অর্জনের কারণ। এখানে **রিয়াকার** শহীদ, আলিম ও দানবীরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এই জন্যই যে, তারা অতিশয় উত্তম আমল করেছিলো, যখন এসব আমল **রিয়া**র কারণে নষ্ট হয়ে গেলো, তখন অন্যান্য আমলের কথা তো বলাই বাহুল্য! **রিয়া** সমৃদ্ধ হজ্ব, যাকাত এবং নামাযেরও একই অবস্থা। **(মিরআতুল মানাজীহ্, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৩)**

একনিষ্টতার ভিক্ষা চেয়ে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা, **রিয়া**র বাতেনী রোগ এসব দূর্ভাগাকে এতটুকুও ছাড় দেয়নি! ভাবুন তো যে, জিহাদের ন্যায় উত্তম আমল, শাহাদাতের ন্যায় মহান নেয়ামত, শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ন্যায় পবিত্র ব্রত ও সদকা-খয়রাতের ন্যায় হিতকর কর্মকাণ্ড সব মাটি হয়ে গেলো, কেননা আমলকারীর নিয়্যত **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির পরিবর্তে খ্যাতি ও সুনাম অর্জনই ছিলো। আপন পরিবার-পরিজনকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে জিহাদের ময়দানে নিজের প্রাণ উৎসর্গকারীও জান্নাতের নেয়ামত পেলো না, কেননা তার অন্তরে বাহাদুর বলানোর সখ ছিলো, সম্পদশালী ব্যক্তি তার প্রিয় জিনিস অর্থাৎ সম্পদ ব্যয় করেও ক্ষতি পোহাল, কেননা তার দানবীর বলানোই কামনা ছিলো, রাত-দিন এক করে ইলমে দ্বীন ও কিরাত শিক্ষা গ্রহণকারী আলিম এবং ক্বারীরও হাতেও কিছু এলো না, কেননা তার সুখ্যাতির আকাঙ্ক্ষা ছিলো। আফসোস! তাদের এই প্রচেষ্টাগুলো বিফলে গেলো এবং নিজের বাহবা কুড়ানোর অসৎ নিয়্যতই তাদের জান্নাতী আমল করা সত্বেও জাহান্নামের আগুনে জ্বালিয়ে দিলো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের অমুখাপেক্ষীতাকে ভয় করুন এবং **তাঁর** দরবারে কেঁদে কেঁদে একনিষ্টা ভিক্ষা করে নিন।

মেরা হার আমল ব্যস তেরে ওয়াস্তে হো
কর ইখলাস এয়সা আতা ইয়া ইলাহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে একাগ্রতা! তুমি কোথায়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একে তো নফস ও শয়তান আমাদেরকে নেকী করতে দেয় না এবং যদি আমরা যদি একান্ত চেষ্টার মাধ্যমে নেক আমল করতে সফলও হয়ে যাই তবে নফস ও শয়তান আমাদের আমলগুলো কবুল হওয়া থেকে বাঁদা দেয়ার জন্য তার সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে থাকে, এই লক্ষ্যে আমাদের ইবাদতে এমন কোন ভুল-ভ্রান্তি করিয়ে দেয়, যা একে নষ্ট করে দেয় অথবা ইবাদতের পর আমাদের অন্তরে খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির বাসনা বাসা বাঁধে, কেউ আমাদের নেক আমলের কথা বলুক না বলুক শরীয়তের বিনা অনুমতিতে নিজেরাই নেকী সমূহ প্রকাশ করে "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল" হওয়া থেকে বিরত থাকি না আর এমনিভাবে নফস ও শয়তানের পাতানো ফাঁদে অর্থাৎ **রিয়ায়** ফেঁসে যাই। যেমন; কেউ বলে: আমি প্রতি বৎসর রজব, শা'বান ও রমযানের রোযা রাখি (অথচ রমযানুল মুবারকের রোযা তো এমনিতেই ফরয, তা সত্বেও সেই **রিয়াকার** যে কিনা দুই মাসের নফল রোযা রেখে থাকে, নিজের **রিয়া**র ওজন বাড়ানোর জন্য বললো: আমি প্রতি বৎসর তিনমাস অর্থাৎ রজব, শা'বান ও রমযানের রোযা রাখি। (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ) কেউ বলে: আমি এত বৎসর যাবৎ প্রতি মাস আইয়ামে বীযের (অর্থাৎ চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের) রোযা রাখছি, কেউ নিজের হজ্বের সংখ্যা বর্ণনা করে, কেউ জীবনে কতবার ওমরা করেছে তা প্রচার করে। কেউ বলে: আমি প্রত্যেহ এতোবার দরূদ শরীফ পাঠ করি, এতো বছর ধরে দালায়িলুল খায়রাতের অযীফা পাঠ করছি, এতো তিলাওয়াত করি, প্রতি মাসে অমুক মাদরাসায় এতো টাকা চাঁদা দিই। মোটকথা অযথা নিজের নফল নামায, তাহাজ্জুদ নামায, নফল রোযা ও ইবাদতগুলো প্রকাশ করা হয়। হে একাগ্রতা! তুমি কোথায়?

(আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **এর বাণীসমূহ থেকে)**

নফসে বদকার নে দিল পে ইয়ে কিয়ামত তুড়ি
আমলে নেক কিয়া ভি তো চুপানে না দিয়া (সামানে বখশীশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আসল সফলতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে নেকীর তৌফিক অর্জন কলা অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়, তবে **আল্লাহ পাকের** দরবারে তা কবুল হয়ে যাওয়াই হলো আসল সফলতা। এমন যেনো না হয় যে, আমরা অনেক কষ্ট সহ্য করে ইবাদত করলাম, যেমন; প্রচণ্ড শীত ও গরমে মসজিদে গিয়ে জামাআত সহকারে নামায আদায় করলাম, রাতের ঘুমকে কোরবান করে নফল নামায আদায় করলাম, ক্ষুধা-পিপাসা সহ্য করে রোযা রাখলাম, অধিকহারে সদকা করলাম, নিজে কষ্ট সহ্য করে অপরের সুবিধাদির প্রতি প্রাধান্য দিলাম, কিন্তু **রিয়ার** কারণে আমাদের নেকীসমূহ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা বুঝতেও পারছি না, আমাদের উচিত নিজেদের নেকী সমূহ নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য জানা যে, **রিয়া** কাকে বলে? এর পরিচয় কিভাবে হবে? আমরা কিভাবে কিভাবে **রিয়ায়** লিপ্ত হয়ে যেতে পারি? আমরা কি কাউকে **রিয়াকার** বলতে পারবো নাকি পারবো না? **রিয়ার** প্রকারভেদ এবং এর শরয়ী বিধান কি? **রিয়া** রোগের প্রতিকার কি? ইত্যাদি।

রিয়া বা লৌকিকতা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা ফরয

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রিয়া বা লৌকিকতা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা এবং এর প্রতিকার সম্পর্কে শিখা ফরয ইলমের অন্তর্ভুক্ত। আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিলাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **'ফতোয়ায়ে রযবীয়া'** এর ২৩তম খন্ডের ৬২৪ পৃষ্ঠায় লিখেন: "মুহর্‌রমাতে বাতেনীয়্যা (অর্থাৎ বাতেনী নিষিদ্ধাবলী যেমন;) অহঙ্কার, লৌকিকতা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি এবং এর প্রতিকার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করাও প্রত্যেক মুসলমানের উপর গুরুত্বপূর্ণ ফরয।"

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রিয়া বা লৌকিকতা কাকে বলে?

"**আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি ব্যতিত অন্য কোন নিয়্যত বা ইচ্ছায় ইবাদত করা হলো **রিয়া**।" যেমন; মানুষের সামনে নিজের ইবাদত গুজারীর কথা প্রকাশ করার উদ্দেশ্য হওয়া, যেনো লোকেরা তার প্রশংসা করে, সম্মান করে এবং তার খেদমতে সম্পদ ব্যয় করে। **(বাহারে শরীয়ত, ১৬তম অংশ, পৃষ্ঠা ২৩৩। আয্যাওয়াজির, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রিয়ার স্তরসমূহ

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: **রিয়ার** অনেক স্তর রয়েছে, প্রতিটি স্তরের বিধানও ভিন্ন, কতিপয় **রিয়া** শিরকে আসগর (ছোট শিরক), কতিপয় **রিয়া** হারাম, কিছু **রিয়া** মাকরূহ, কিছু সাওয়াব। কিন্তু যখন সাধারণ ভাবে **রিয়া** বলা হবে, তখন তা দ্বারা নিষিদ্ধ **রিয়াই** উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১২৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রিয়া থেকে বিরত থাকো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রিয়া থেকে বিরত থাকার আদেশ স্বয়ং আমাদের **প্রতিপালক** অর্থাৎ **রব তায়ালাই** দিচ্ছেন, যেমনটি **১৬তম** পারার সূরা কাহাফে ইরশাদ হচ্ছে:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا ﴿۱۱۰﴾

(পারা ১৬, সূরা কাহাফ, আয়াত ১১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং যার আপন **রবের** সাথে সাক্ষাৎ করার আশা আছে তার উচিত যেন সে সৎকর্ম করে এবং সে যেন আপন **রবের** ইবাদতে অন্য কাউকেও শরীক না করে।

এ আয়াতের তাফসীরে মুফাসসীরগণ লিখেন: অর্থাৎ **রিয়া** না করা, কেননা তা এক প্রকারের শিরক। **(তাফসীরে নঈমী, ১৬তম খন্ড, পৃষ্ঠা ১০৩)**

রিয়া শিরকে আসগর বা ছোট শিরক হওয়ার ব্যাপারে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাঁচটি বাণী

(১) হযরত সায়্যিদুনা মাহমূদ বিন লাবিদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যেই বিষয়টি তোমাদের জন্য অধিক ভয়ের, তা হলো শিরকে আসগর বা ছোট শিরক।" লোকেরা আরয করলো: শিরকে আসগর কি জিনিস? ইরশাদ করলেন: "**রিয়া**"।

(মুসনাদে লিইমাম আহমদ বিন হাম্বল, হাদীস নং- ২৩৬৯২, ৯ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটি প্রথম হাদীস, যাতে **রিয়া**কে শিরকে আসগর ঘোষণা করা হয়েছে। মুশরিকেরা নিজেদের ইবাদতের মাধ্যমে তাদের অলীক উপাস্যকে সন্তুষ্ট করার নিয়্যত করে থাকে, (আর) **রিয়াকার** (মুসলমান) নিজের ইবাদতের মাধ্যমে নিজের মিথ্যা মনষ্কামনার অর্থাৎ মানুষকে সন্তুষ্ট করার নিয়্যত করে থাকে। তাই **রিয়াকার** ছোট স্তরের মুশরিক আর তার এই আমল ছোট স্তরের শিরক। যেহেতু **রিয়াকারে**র আকীদা মন্দ নয়; আমল ও উদ্দেশ্য মন্দ হয়ে থাকে এবং প্রকাশ্য মুশরিকদের (আমল ও উদ্দেশ্যের পাশাপাশি) আকীদাও মন্দ হয়ে থাকে, সেহেতু **রিয়া**কে ছোট শিরক বলা হয়েছে।

(মিরাতুল মানাজীহ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪৪)

(২) হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদুরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমরা সবাই দাজ্জালের[১] আলোচনা করছিলাম, এমন সময় **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ আনয়ন করলেন এবং ইরশাদ করলেন: আমি কি তোমাদের এমন বিষয়ের সংবাদ দিবো না, যা দাজ্জালের চেয়েও বেশি আমার নিকট তোমাদের জন্য ভয়ঙ্কর?[২] আমরা আরয করলাম: "অবশ্যই **ইয়া**

---

১. দাজ্জাল প্রকাশ্যে আসা কিয়ামতের নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন। বিস্তারিত জানার জন্য বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ১ম অংশ, ১২০ পৃষ্ঠা (মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত) অধ্যয়ন করুন।

২. অর্থাৎ দাজ্জালকে তো কোন মানুষেরা পাবে, তাও কিয়ামতের সন্নিকটে, অতঃপর মানুষ তা থেকে বাঁচতেও পারবে যে, তার নিকট না গিয়ে বা তার ফাঁদে না ফেঁসে! কিন্তু রিয়ার বিপদে সবাই প্রতি মুহূর্তেই লিপ্ত থাকবে, তাই এই আপদ দাজ্জাল থেকেও বেশি বিপদজনক।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৭/১৩৪)

রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ইরশাদ করলেন: "তা হলো অদৃশ্য শিরক, লোক নামায পড়তে দাঁড়াবে আর এ উদ্দেশ্যে তা দীর্ঘায়িত করবে যে, অন্য লোকেরা তাকে নামায পড়তে দেখছে।"

(সুনানে ইবনে মাজাহ, আবওয়াবুয যুহুদ, হাদীস নং- ৪২০৪, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৭০)

অর্থাৎ যদি একাকী নামায আদায় করে তবে সামান্য ও তাড়াহুড়া করে কিন্তু যখন কারো সামনে নামায আদায় করে, তখন অধিকহারে নফল নামায পড়ে এবং তা দীর্ঘায়িত করে। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪৩)**

(৩) হযরত সায়্যিদুনা শাদ্দাদ বিন আওস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছেন: "যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য রোযা রাখলো, তবে সে শিরক করলো, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য নামায পড়লো, তবে সে শিরক করলো আর যে ব্যক্তি **রিয়া** করে সদকা করলো, তবে সে শিরক করলো।"

(শু'আবুল ঈমান, বাবু ফিল ইখলাসিল আমলু লিলহুওয়া তরকুর রিয়া, হাদীস নং- ৬৮৪৪, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শিরক দুই প্রকার: (১) শিরকে জলী বা প্রকাশ্য শিরক এবং (২) শিরকে খফী বা গোপন শিরক। শিরকে জলী তো প্রকাশ্যভাবে মুশরিক ও মূর্তিপূজারীরা করে থাকে আর শিরকে খফী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো **রিয়া**। বরং এভাবে বলা যেতে পারে যে, শিরকে এ'তেকাদী হলো প্রকাশ্য শিরক আর আমলী শিরক হলো **রিয়া**। উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা গেলো যে, রোযাতেও **রিয়া** হতে পারে। কিছু লোক রোযা রেখে অন্যের সামনে অনেক কুলি করতে থাকে, মাথায় পানি ঢালতে থাকে আর বলতে থাকে: "আহ! রোযায় ধরেছে, অনেক পিপাসা পেয়েছে ইত্যাদি।" এটাও রোযার **রিয়া** এবং এই হাদীস শরীফের অন্তর্ভুক্ত। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪১)**

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আলামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **বাহারে শরীয়ত** ১৬তম অংশের ২৪০ পৃষ্ঠায় লিখেন: "ফরয যদি **রিয়া** হিসেবে আদায় করা হয়, তবু সে এর দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, যদিওবা একনিষ্ঠতা না

থাকার কারণে সাওয়াব পাবে না।" রোযার ব্যাপারে কোন কোন ওলামার অভিমত হলো যে, এতে **রিয়া** হয় না, এ কথার অর্থ সম্ভবত এটাই যে, রোযা কতিপয় বিষয় থেকে সংযত থাকারই নাম, এতে কিছু কাজ করা যায় না, যা সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, **রিয়ার** উদ্দেশ্যে করেছে অথবা এটা হতে পারে যে, মানুষকে জানানোর জন্য সে বলে বেড়াচ্ছে যে, আমি রোযা রেখেছি কিংবা মানুষের সামনে মুখ মলিন করে রাখলো, যা দেখে মানুষ বুঝে যায় যে, সেও রোযাদার। এমনভাবে রোযাতেও **রিয়া** প্রবেশ করতে পারে।

(৪) অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন: "শিরকে খফী থেকে বিরত থাকো, তা হলো যে, বান্দা মানুষের দেখার কারণে নামাযের রুকূ ও সিজদা উত্তমরূপে আদায় করে।" **(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিস সালাত, হাদীস নং- ৩১৪১, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪৪)**

(৫) হযরত সায়্যিদুনা শাদ্দাদ বিন আউস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখে কেউ জিজ্ঞাসা করলো: "কেন কান্না করছেন?" বললেন: আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট একটি কথা শুনেছিলাম, তা স্মরণে এসে গেলো এবং আমাকে কাঁদিয়ে দিলো। (অতঃপর বলেন:) **হুযূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে আমি এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি যে, "আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে গোপন শিরক ও গুপ্ত কামবৃত্তির ভয় করি। আমি আরয করলাম: "ইয়া **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার উম্মতেরা কি আপনার পরবর্তীতে শিরক করবে?" ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ! তবে তারা চাঁদ, সূর্য, পাথর ও মুর্তি পূজা করবে না, বরং নিজেদের আমলে **রিয়া** (লৌকিকতা) করবে আর গুপ্ত চরিতার্থ হলো, তারা সকালে রোযা রাখবে অতঃপর কোন কামবৃত্তির কারণে রোযা ভেঙ্গে দিবে।"

(আল মুসনাদ লিইমাম আহমদ বিন হাম্বল, হাদীসে শাদ্দাদ বিন আউস, হাদীস নং- ১৭১২, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৭)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেন: "(সকালে রোযা রাখবে অতঃপর কোন কামবৃত্তির কারণে রোযা ভেঙ্গে দিবে) অর্থাৎ এভাবে যে, সে রোযা রেখে নিলো, কোন উন্নত খাবারের দাওয়াত এসে গেলো অথবা কেউ শরবত ও পানীয় উপস্থাপন করলো তখন সে খাবার কিংবা

শরবতের কারণে রোযা ভেঙ্গে দিল অথবা তার আজকে রোযা রাখার নিয়্যত ছিল যে, আজকে রোযা রাখবো কিন্তু এসব জিনিষ দেখে ইচ্ছা পরিবর্তন করে নিলো, শুধুমাত্র নফসের স্বাদ ও কামবৃত্তির কারণে যে, এমন মজাদার খাবার কে হাতছাড়া করে।" (মিরাতুল মানাজিহ, ৭ম খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা)

মাদানী ফুলঃ (১) নফল রোযা ইচ্ছাকৃত ভাবে শুরু করার পর তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যদি ভঙ্গ করে তবে কাযা করা ওয়াজিব হবে। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪১১) (২) নফল রোযা বিনা অপারগতায় ভঙ্গ করা না-জায়িয। মেহমানের সাথে যদি বাড়ির কর্তা না খায় তবে তার অর্থাৎ মেহমানের খারাপ লাগবে বা মেহমান যদি খাবার না খায় তবে বাড়ির কর্তা কষ্ট পাবে, তবে নফল রোযা ভঙ্গ করার জন্য এটি কারণ হিসাবে স্বীকৃতি পাবে তবে শর্ত হচ্ছে, পরবর্তীতে রোযাটি কাযা রেখে দেওয়ার যদি ভরসা থাকে আরও শর্ত হলো, মধ্যাহ্নের অর্থাৎ সূর্য স্থির হওয়ার পূর্বে হওয়া, পরে নয়। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪১৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রিয়াকারের মূর্খতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রিয়া এমন এক বিধ্বংসী বাতেনী রোগ, যা মানুষের জ্ঞানে পর্দা ঢেলে দেয়। কতইনা মূর্খ সেই লোক, যে **রিয়া** সমৃদ্ধ ইবাদতের মাধ্যমে মানুষের নিকট থেকে সম্মান, সম্পদ, পদ ও মর্যাদার আকাঙ্ক্ষী হয়, কেননা সে **আল্লাহ তায়ালা** ও **রাসুল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি, জান্নাতের মহান নেয়ামতরাজি ও অনন্তকালীন স্বাচ্ছন্দ্যের উপর অস্থায়ী বিষয়কে প্রাধান্য দেয়, যা শেষ হয়ে যাবে, যেনো সেই ব্যক্তি সাওয়াব বিক্রি করে আযাব কিনে নিচ্ছে আর ঐ সৃষ্টিকে সন্তুষ্ট করার জন্য কষ্ট সহ্য করছে, যারা তাকে তার নেকীর কোন প্রতিদান দিতে পারে না। না দিতে পারবে জান্নাতের নেয়ামত, না জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি! বরং দুনিয়াতেই যদি লোকেরা তার নিয়্যত সম্পর্কে জেনে যায় তবে তারাই তাকে ঘৃণা করতে থাকবে।

রিয়ার ২২টি ধ্বংসলীলা

১. আমল নষ্ট হয়ে যায়

লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করা ইবাদতকারীর আমল নষ্ট হয়ে যায়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৬৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! আপন দানকে নিষ্ফল করে দিও না খোঁটা দিয়ে এবং ক্লেশ দিয়ে সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে আপন ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে।

২. শয়তানের বন্ধু

মানুষের নিকট নিজের প্রভাব দাঁড় করানোর জন্য সম্পদ ব্যয়কারী **রিয়াকার**কে শয়তানের বন্ধু ঘোষণা করা হয়েছে। যেমনটি ৫ম পারা সূরা নিসায় ইরশাদ হচ্ছে:

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ﴿۳۸﴾

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৩৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং যারা আপন ধন-সম্পদ মানুষকে দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং ঈমান আনে না **আল্লাহ**র উপর আর না ক্বিয়ামতের উপর এবং যার সঙ্গী হয়েছে, তবে সে কতই মন্দ সাথী!

৩. জাহান্নামের উপত্যাকা রিয়াকারের ঠিকানা হবে

লোক-দেখানো নামায-পড়ুয়া দূর্ভাগাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। যেমনটি ইরশাদ হচ্ছে:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۙ﴿۴﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ﴿۵﴾ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۙ﴿۶﴾ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ﴿۷﴾

(পারা ৩০, সূরা মাউন, আয়াত ৪-৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ সুতরাং ঐ নামাযীদের জন্য দূর্ভোগ রয়েছে; যারা আপন নামাযকে ভুলে বসেছে, ঐ সব ব্যক্তি, যারা লোক দেখানো (ইবাদত) করে এবং ব্যবহারের ছোটখাট সামগ্রী চাইলে দেয় না।

৪. আমল নষ্ট হয়ে যাবে

দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দানকারীদের আমল নষ্ট হয়ে যাবে। যেমনটি ইরশাদ হচ্ছে:

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ﴿۱۵﴾ اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۶﴾

(পারা ১২, সূরা হুদ, আয়াত ১৫-১৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও সেটার সাজসজ্জা কামনা করে, আমি তাতে তাদের (কৃতকর্মের) পূর্ণ ফল দিয়ে দেবো এবং এর মধ্যে কম দেবো না। এরা হচ্ছে ওইসব লোক, যাদের জন্য পরলোকে কিছুই নেই, কিন্তু আগুনই এবং নিষ্ফল হয়েছে যা কিছু ওখানে করতো এবং বিলীন হয়েছে যা তাদের কৃতকর্ম ছিলো।

সায়্যিদুনা হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا বলেন: এই আয়াত **রিয়াকারের** উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে।

(তাফসীরে রূহুল বয়ান, সূরা হুদ, ১৫ নং আয়াতের পাদটিকা, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১০৮)

৫. রিয়াকারের আফসোস

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কিয়ামতের দিন কিছু লোককে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার আদেশ হবে, এমনকি যখন তারা জান্নাতের কাছাকাছি পৌঁছে এর সুগন্ধ শুঁকবে আর এর প্রাসাদ সমূহ এবং জান্নাতবাসীদের জন্য **আল্লাহ পাকের** প্রস্তুতকৃত নেয়ামতরাজি দেখে নিবে, তখন ডাক আসবে: "এদের ফিরিয়ে দাও, কেননা তাদের জান্নাতে কোন অংশ নাই।" তখন তারা এমন আফসোসের সহিত ফিরবে, যেরূপ পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের কেউ কখনো পায়নি। অতঃপর তারা আরয করবে: "হে **রব তায়ালা**! তুমি যদি এসব নেয়ামতরাজি দেখানোর পূর্বেই আমাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দিতে, তবে তা আমাদের পক্ষে বেশি সহজ হতো।" তখন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: "হে হতভাগারা! আমি ইচ্ছা করেই তোমাদের সাথে এরূপ করেছি,

তোমরা যখন একাকী অবস্থান করার সময় তো আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিতে আর যখন মানুষের সামনে থাকতে, তখন আমার দরবারে খুবই নতজানু হয়ে উপস্থিত হতে, তাছাড়া মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করতে আর তোমাদের অন্তরে আমার ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র হতো, মানুষকে ভালবাসতে এবং আমাকে ভালবাসতে না, মানুষকে সম্মান করতে আর আমাকে সম্মান করতে না, মানুষের জন্য আমল ছেড়ে দিতে কিন্তু আমার জন্য মন্দ কাজ ত্যাগ করতে না, আজ আমি তোমাদেরকে আমার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করার পাশাপাশি আমার শাস্তির মজাও চাকাবো।"

(আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস নং- ৫৪৭৮, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৫)

আল্লাহ কে সামনে ওহ গুন থে, ইয়ারোঁ মে কেয়সে মুত্তাকী সে। (হাদায়েকে বখশিস)

৬. আমল কবুল হয় না

মানুষকে খুশি করার জন্য কষ্ট সহ্যকারী **রিয়াকার** কিয়ামতের দিন তার **প্রতিপালকের** দরবারে খালি হাতে আসবে, যেমনটি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ পাক** কোন প্রসিদ্ধিকামী, **রিয়াকার** ও খেলাধুলায় লিপ্ত ব্যক্তির কোন আমল কবুল করেন না।"

(হিলয়াতুল আউলিয়া, আর রবী' বিন হাশীম, হাদীস নং- ১৭৩২, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৯)

তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ তায়ালা** সেই আমল কবুল করেন না, যাতে সরিষা দানা পরিমানও **রিয়া** থাকে।" **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল ইখলাস, হাদীস নং- ৫৪, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৭)**

৭. রিয়াকারের চারটি নাম

এক ব্যক্তি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলো : "কাল কিয়ামতের দিন কোন বিষয়টি মুক্তি দিবে?" তখন **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ তায়ালার** সহিত অসাধুতা অবলম্বন করো না।" তখন সে পুনরায় আরয করলো : "বান্দা **আল্লাহ তায়ালার** সহিত অসাধুতা অবলম্বন কীভাবে করতে পারে?" তখন **নবীয়ে পাক, সাহিবে**

লাওলাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এভাবে যে, তুমি এমন কোন কাজ করবে, যার নির্দেশ তোমাকে **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর রাসুল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দিয়েছেন, কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য **গাইরুল্লাকে** অর্থাৎ **আল্লাহ** ব্যতিত অন্য কাউকে সন্তুষ্ট করা হয়, অতএব **রিয়া** থেকে বিরত থাকো, কেননা তা **আল্লাহ তায়ালার** সহিত শিরকই এবং কিয়ামতের দিন **রিয়াকারকে** মানুষের সামনে চারটি নামে ডাক দেওয়া হবে অর্থাৎ "হে বদকার ! হে প্রতারক ! হে কাফির ! হে লাঞ্ছিত! তোমার আমল নষ্ট হয়ে গেছে আর তোমার প্রতিদান নষ্ট হয়ে গেছে, সুতরাং আজ তোমার জন্য কোন অংশ নাই, হে প্রতারনা করার চেষ্টাকারী! এখন তুমি তোমার সাওয়াব তার নিকট গিয়ে চাও, যার জন্য তুমি আমল করতে।"

(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কবায়ির, আল কবীরাতুস সানিয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৮)

৮. জাহান্নামও আশ্রয় প্রার্থনা করবে

নবীয়ে মুকার্‌রাম, নূরে মুজাস্‌সাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় জাহান্নামে এক উপত্যকা রয়েছে, যা থেকে জাহান্নাম প্রতিদিন চারশ'বার আশ্রয় প্রার্থনা করে, **আল্লাহ পাক** এই উপত্যকাটি উম্মতে মুহাম্মদীয়া عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর **রিয়াকারের** জন্য তৈরি করেছেন, যারা কোরআনে পাকের হাফিয, **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে সদকা প্রদানকারী, **আল্লাহ পাকের** ঘরের হাজী ও **আল্লাহর** পথে বের হওয়ারাই হবে।"

(আল মু'জামুল কবীর, হাদীস নং- ১২৮০, ১২তম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৬)

৯. লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি

আজ দুনিয়ায় মানুষের নিকট নিজেদের ইবাদত প্রকাশ করে **সুনাম** অর্জনকারী কিয়ামতের অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে যাবে। যেমনটি **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধির জন্য আমল করবে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে লাঞ্ছিত করবেন, যে ব্যক্তি লোক-দেখানোর জন্য আমল করবে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে আযাব দিবেন।"

(জামিউল আহাদীস, কিসমুল আক্‌ওয়াল, হাদীস নং- ২০৭৪, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৪)

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উক্ত হাদীসের আলোকে লিখেন : "অর্থাৎ যে কোন ইবাদত মানুষকে দেখানোর জন্য (এবং) শুনানোর জন্য করবে, তবে **আল্লাহ তায়ালা** দুনিয়ায় কিংবা আখিরাতে তার আমল মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ করে দিবেন, কিন্তু সম্মানের সহিত নয় বরং অপমানের সহিত যে, লোকেরা তার আমলের কথা শুনে তাকে তিরস্কারই করবে।" **(মিরআতুল মানাজীহ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১২৯)**

আজ বনতা হোঁ মা'যুয জু খুলে হাশর মে এ্যয়ব
হায় রুসওয়ায়ী কি আ'ফত মে ফাঁসোঙ্গা ইয়া রব

১০. রিয়াকারের জন্য জান্নাত হারাম

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ পাক** প্রত্যেক **রিয়াকারে**র জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন।"

(জামেউল আহাদীস, হাদীস নং- ২৭২৫, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৭৬)

হযরত আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাভী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ উক্ত হাদীসের আলোকে **"ফয়যুল কদীর শরহে জামিউস সগীর"** গ্রন্থে লিখেন: "অর্থাৎ **রিয়াকার** প্রথমেই জান্নাতে প্রবেশকারী সৌভাগ্যবানদের সাথে জান্নাতে প্রবেশের সৌভাগ্য পাবেনা, কেননা সে এমন ব্যক্তির মনোতুষ্টির লক্ষ্যে নিজেকে লিপ্ত রেখেছিলো, যারা মূলতঃ তার কোন মঙ্গল-অমঙ্গলের মালিকই নয়, নিজের আমল নষ্ট করে দিলো এবং নিজের দ্বীনে ক্ষতি সাধন করলো। অতএব সর্বদা **রিয়াকার** এই (**রিয়ার**) আবর্জনার কারণে দুরবস্থাগ্রস্ত থাকে, তাই তাদেরকে চুল্লিতে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে, এমনি ভাবে তাদের আবর্জনা ও নাপাকী সমূহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। এই কারণেই আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ নেক আমল করতেন আর বাতিল হয়ে যাওয়ার ভয়ে নিজেদের নিয়্যতে একনিষ্টতাকে সর্বদা রক্ষা করাতে থাকতেন।" **(ফয়যুল কদীর, হাদীস নং- ১৭২৫, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৮৬)**

১১. জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না

যখন **আল্লাহ**র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমলকারী মুসলমান আনন্দচিত্তে জান্নাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে, তখন নিজের আমল সমূহে **রিয়া** প্রদর্শনকারী হতভাগারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। যেমনটি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জান্নাতের সুগন্ধি পাঁচশত বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে, কিন্তু আখিরাতের আমল দ্বারা দুনিয়া কামী ব্যক্তিরা তা পাবে না।" **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, হাদীস নং- ৭৪৮৯, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯০)**

১২. স্বীয় প্রতিপালককে অপমানকারী ব্যক্তি অপরাধী

শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি মানুষের সামনে উত্তম পদ্ধতিতে এবং একাকীত্বে যথেচ্ছাভাবে নামায আদায় করে, নিশ্চয় সে আপন প্রতিপালককে অপমান করলো।"

(মুসনাদে আবি ইয়ালা আল মূ'সিলী, মুসনাদে আব্দিল্লাহ ইবনে মাসঊদ, হাদীস নং- ৫০৯৫, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮০)

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উদাহরণ আমাদের এভাবে বুঝান: "কোন ব্যক্তি সারা দিন বাদশাহর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেমন সেবকদের অভ্যাস, কিন্তু তার উদ্দেশ্য বাদশাহর নৈকট্য অর্জন করা নয় বরং তাঁর কোন বাঁদীকে দেখা, তবে তা বাদশাহর সাথে পরিহাস করাই, তো এর চেয়ে বড় অপমান আর কী হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি **আল্লাহ**র ইবাদত **তাঁরই** কোন তুচ্ছ বান্দাকে দেখানোর জন্য করে, যে তার না কোন উপকার করতে পারে, না কোন ক্ষতি।"

(ইহইয়াউল উলুম, কিতাবু যাম্মিল জাহে ওয়ার রিয়া, ফসলুস্ সানী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৯ সংক্ষেপিত)

১৩. জমিন ও আসমানে অভিশপ্ত

তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে আখিরাতের আমল দ্বারা সজ্জিত হয়েছে, অথচ আখিরাত তার উদ্দেশ্য ও চাওয়া ছিলো না, তবে সে জমিন ও আসমানে অভিশপ্ত।"

(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুয যুহুদ, বাবু মা'জাআ ফির রিয়া, হাদীস নং-১৭৯৪৮, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৭)

১৪. রিয়াকারের ঠিকানা

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন কোন জাতি আখিরাতের (আমল) দ্বারা সজ্জিত হয়ে দুনিয়ার (অর্জনের) জন্য সুন্দর আদর্শের অধিকারী হয়, তবে তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম।"

(জামিউল আহাদীস, নং- হাদীস নং- ১১৬৯, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৩)

১৫. আল্লাহ তায়ালার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া ব্যক্তি

নবী পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** সাথে **গাইরুল্লাহর** (অর্থাৎ **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য কেউ) জন্য দেখানো ইবাদত করলো, নিঃসন্দেহে সে **আল্লাহ তায়ালার** রহমতের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেলো।" **(আল মু'জামুল কবীর, হাদীস নং- ৮০৫, ২২তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬০)**

১৬. আপন রব তায়ালাকে অসন্তুষ্টকারী

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি লোক-দেখানো ও প্রসিদ্ধির স্থানে দন্ডায়মান হয়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত বসে যাবে না ততক্ষণ **আল্লাহ তায়ালার** অসন্তুষ্টির মধ্যেই থাকে।"

(মুজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুয যুহুদ, বাবু মা'জাআ ফির রিয়া, হাদীস নং- ১৭৬৬, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮২)

গড় তু না'রাজ হুয়া মেরী হালাকত হোগী
হায় মে নারে জাহান্নাম মে জ্বলোঙ্গা ইয়া রব

১৭. ধন-সম্পদ অর্জনের জন্য জ্ঞানার্জনকারীর পরিণাম

নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্য অর্জনকারী জ্ঞান, দুনিয়ার সম্পদ পাওয়ার জন্য অর্জন করে, তবে কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।"

(সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুল ইলম, বাবু ফি তলবিল ইলম, হাদীস নং- ৩৬৬৪, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৫১)

১৮. কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনার সম্মুখীন

রাসূলে আকরাম, নুরে মুজাস্‌সাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন লোকেরা নিজেদের আমল নিয়ে আসবে, তখন **রিয়াকার**কে বলা হবে: "তাদের নিকট যাও, যাদের জন্য তোমরা **রিয়া** করতে আর তাদের নিকট নিজেদের প্রতিদান অন্বেষণ করো।" **(আল মু'জামুল কবীর, হাদীস নং- ৪৩০১, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫৩)**

১৯. আমল সমূহ বাতিল হয়ে যাবে

প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: "আমি অংশীদারিত্ব থেকে অমুখাপেক্ষী, যে ব্যক্তি কোন আমলে কাউকে আমার সাথে সমকক্ষ করলো, আমি তাকে এবং তার শিরককে ছেড়ে দিবো।" আর যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তখন একটি সীল-করা সহীফা **আল্লাহ**র দরবারে স্থাপন করা হবে, **আল্লাহ পাক** ফিরিশতাদের ইরশাদ করবেন: "এদের কবুল করে নাও আর ওদের ছেড়ে দাও।" ফিরিশতারা আরয করবে: "হে **রব তায়ালা**! তোমার ইজ্জতের শপথ! আমরা এদের মাঝে মঙ্গল ছাড়া আর কিছুই পাইনি।" তখন **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: "তোমরা ঠিকই বলছো, কিন্তু তা আমি ব্যতীত অন্য কারো জন্য ছিলো এবং আমি আজ শুধুমাত্র সেই আমলই কবুল করবো, যা আমার সন্তুষ্টির জন্য করা হয়েছিলো।"

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, বাবুর রিয়া। হাদীস নং- ৭৪৭১, ৭৪৭২, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৬)

২০. রিয়াকার ক্বারী সাহেবদের পরিনাম

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জুব্বুল হুয্‌ন" থেকে **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো! সাহাবায়ে কিরামগণ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! "জুব্বুল হুয্‌ন" কি? ইরশাদ করলেন: তা হলো জাহান্নামের একটি উপত্যকা, জাহান্নামও দৈনিক একশত বার এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে, এতে সেসব ক্বারী সাহেবরা প্রবেশ করবে, যারা নিজেদের আমলে **রিয়া** করতো।" **(জামেয়ে তিরমিযী, আবওয়াবুয যুহুদ, হাদীস নং- ২৩৯, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮০)**

এখানে ক্বারী দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে বে-দ্বীন ওলামারা, যারা উত্তম আমলের পোষাকে মানুষের সামনে আসে এবং মানুষকে পথভ্রষ্ট ও বে-দ্বীন বানায়, যাতে তাদের সম্পদ নিয়ে তাদের অপকর্মগুলোকে জায়িয প্রমাণ করে এবং অত্যাচারে তাদের সাহায্য করে বরং চাটুকার আলেমও বিপজ্জনক, যারা সব জায়গায় গমন করে সেখানকার মতোই হয়ে যায়, আমাদের **আল্লাহ**, নবী, কোরআন, কাবা সবই এক, দ্বীনও এক হওয়া উচিৎ।" **(মিরআতুল মানাজীহ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২২৯)**

২১. নিজের প্রতিদান তার নিকট চাও, যার জন্য আমল করেছিলে

রিয়াকারদের জন্য একটি বড় ক্ষতিকর বিষয় হলো, যখন মানুষেরা তাদের আমলের সাওয়ার পাবে আর তাদের উপর নেয়ামতরাজির বর্ষন হবে, তখন **রিয়াকার** সকল মানুষের সামনে অসম্মানিত হবে। তাকে বলা হবে: তুমি তোমার আমলের মাধ্যমে **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি চাওনি; বরং তোমার উদ্দেশ্য এটা ছিলো যে, লোকেরা তোমার প্রশংসা করুক, তাই তুমি তাদের নিকট যাও এবং তাদের নিকট থেকেই তোমার পুরষ্কার সংগ্রহ করো আর সেই লোকেরা কিভাবে কিছু দিবে, কেননা তারাও তো স্বয়ং এক একটি নেকীর মুখাপেক্ষী থাকবে। অতএব হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদুরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি **আল্লাহ**র **হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "যখন **আল্লাহ তায়ালা** সকল অগ্রবর্তী-পশ্চাদবর্তীদেরকে কিয়ামতের দিন একত্র করবেন, তখন একজন আহ্বানকারী এরূপ ঘোষণা করবে: যে ব্যক্তি কোন আমলে অন্য কাউকে শরীক করেছে (অর্থাৎ **রিয়া** করেছে) তবে তার উচিত যে, সে যেনো নিজের সাওয়াব তার নিকট থেকেই নেয়, কেননা **আল্লাহ তায়ালা** শিরক থেকে পবিত্র।"

(জামেয়ে তিরমিযী, কিতাবুত তাফসীর, হাদীস নং- ৩১৬৫, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১০৫)

প্রখ্যাত মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ অত্র হাদীসের আলোকে লিখেন: অর্থাৎ যে কাজ **আল্লাহ**র সন্তুষ্টির জন্য করা হয়ে থাকে, তাতে কোন বান্দার সন্তুষ্টির নিয়্যত করবে। বান্দা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দুনিয়াদার বান্দা এবং প্রকাশ করাও নিজের প্রসিদ্ধির জন্য হওয়াই

উদ্দেশ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের ইবাদতে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টিরও নিয়্যত করে অথবা যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে শিখানোর নিয়্যতে মানুষকে নিজের আমল দেখাবে, সে সতর্কতার অন্তর্ভুক্ত নয়।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩০)

২২. রিয়াকারের আখিরাতে কোন অংশ নেই

হযরত সায়্যিদুনা ওবাই বিন কা'আব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এই উম্মতকে উজ্জলতা, উন্নতি ও পৃথিবীতে স্বীয় অধিকারের সুসংবাদ শোনাও এবং যে ব্যক্তি আখিরাতের আমল (অর্থাৎ নেকী) দুনিয়ার জন্য করেছে, তার জন্য আখিরাতে কোন অংশ নাই।"

(মাজমুয়ায যাওয়ায়িদ, কিতাবুয যুহদ, বাবু মা'জাআ ফির রিয়া, হাদীস নং- ১৭৬৪৬, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমাদের কী অবস্থা হবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বড়ই ভাবনার বিষয় যে, যদি ইখলাছ না হওয়ার কারণে আমাদেরকেও **রিয়াকার**দের সারিতে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়, তবে আমাদের কী অবস্থা হবে? **আল্লাহ তায়ালা**র অসন্তুষ্টি, দুধ ও মধুর প্রবাহিত স্রোতস্বীনিগুলো, জান্নাতের হুরসমূহ, আলীশান প্রসাদগুলো এবং জান্নাতের অন্যান্য নেয়ামতগুলো হতে বঞ্চিত হওয়া এবং হাশরে ময়দানে সবার সামনে লাঞ্ছনার আঘাত আমরা কিভাবে সহ্য করবো? আমাদের দুর্বল অস্থিত্ব, যা গরম বা শীতের সামান্যতম বৃদ্ধিতে অসহ্য হয়ে যায়, জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি সমূহ কিভাবে সহ্য করতে পারবে?

হায়! মা'মুলি সি গরমী ভি সহী জাতি নেহী, গরমী হাশর মে ফির কেয়সে সাহোঙ্গা ইয়া রব!

জাহান্নামের সব চেয়ে লঘু শাস্তি

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বর্ণনা করেন; **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "দোযখীদের মধ্যে সবচেয়ে লঘু শাস্তি

যার হবে তাকে আগুনের জুতা পরানো হবে; যার ফলে তার মগজ সিদ্ধ হতে থাকবে।" (সহীহ বুখারী, বাবু ছিফতুল জান্নাতি ওয়ান নার, হাদীস নং- ৬৫৬১, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৬২)

আমাদের দুর্বল অস্থিত্ব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন তো যে, যদি আমাদেরকে **রিয়া**র শাস্তি হিসাবে জাহান্নামের শুধু এই শাস্তিও দেয়া হয়, তবু আমরা সহ্য করতে পারবো না, কেননা আমাদের পা এতই দূর্বল যে, যদি কোন গরম কয়লার উপর গিয়ে পড়ে, তবে সমস্ত অস্থিত্বকেই কাঁপিয়ে দেয়, সামান্য মাথা ব্যাথা আমাদের বেহুশ করে দেয়, তবে ঐ শাস্তি যা দ্বারা মগজ সিদ্ধ হতে থাকবে, সহ্য করার হিম্মত কার আছে? কিন্তু আহ! **রিয়াকার**দের তো জাহান্নামের সেই উপত্যকায় নিক্ষেপ করা হবে যা থেকে স্বয়ং জাহান্নামও আশ্রয় প্রার্থনা করে। (اَلْاَمَانُ وَالْحَفِيْظ) ইসলামী ভাইয়েরা! এখনো কি আমরা **রিয়া** থেকে বিরত থাকবো না, এখনো কি আমরা একনিষ্ঠতা অবলম্বন করবো না? কতদিন এভাবে উদাসীন হয়ে থাকবো? আহ! যদি **আল্লাহ তায়ালা**র রহমত আমাদের ভাগ্যে না জুটে তবে আমাদের কী অবস্থা হবে?

কব গুনাহোঁ সে কানারা মে করোঙ্গা ইয়া রব
নেক কব এ্যয় মেরে আল্লাহ! বনোঙ্গা ইয়া রব
দরদে সর হো ইয়া বুখার মে তড়প জাতা হোঁ
মে জাহান্নাম কি সাজা কেয়সে সাহোঙ্গা ইয়া রব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এর পূর্বেই, যখন মৃত্যু আমাদেরকে উন্নত বিছানা থেকে উঠিয়ে নিয়ে কবরে মাটির বিছানায় শুইয়ে দিবে, আমাদের উচিৎ যে, **রিয়া**র অন্ধকার থেকে মুক্তি পেতে নিজের অন্তরকে একনিষ্টার নূর দ্বারা আলোকিত করে নেয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কাউকে রিয়াকার বলা কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য নিজের সংশোধন হওয়া উচিৎ। এমন যেন না হয় যে, শয়তানের পাতানো **রিয়ার** ফাঁদ থেকে বাঁচতে গিয়ে কু-ধারণার ফাঁদে ফেঁসে না যাই, সুতরাং কোন মুসলমানকেই কখনো **রিয়াকার** বলে মন্তব্য করবেন না, কেননা কারো **রিয়াকার** ও একনিষ্ঠ হওয়া না হওয়া তার নিয়্যতের উপরই নির্ভর করে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমল তার নিয়্যতের উপরই নির্ভরশীল।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ১, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১) আর নিয়্যতের সম্পর্ক হলো অন্তরের সাথেই, আমাদের নিকট এমন কোন যন্ত্র কিংবা মাধ্যম নাই যে, কাউকে না জানিয়ে তার মনের খবর নিশ্চিতভাবে জানতে পারবো। সুতরাং আমাদের আখিরাতের মঙ্গল এতেই যে, কাউকেও **রিয়াকার** বলে ধারণা না করা, কেননা এটা হলো কু-ধারণা।[১] আর কু-ধারণা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

নিয়্যত সম্পর্কে তিনটি শরয়ী বিধান

(১) আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া** ১৬তম খন্ডের ৫০০ পৃষ্ঠায় লিখেন: "শরয়ী কারণ ছাড়া মুসলমানদের প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে **রিয়ার** কু-ধারণা করাও হারাম।"

(২) কেউ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো যে, এক ব্যক্তি চাঁদা দিয়ে মসজিদ তৈরি করার চেষ্টা করলো, এই কারণে নিজের নামও পাথরে খুঁদাই করতে চায়, এই নাম খুঁদাই করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি-না? এর উত্তর দিতে গিয়ে বলেন: "নাম খুঁদাই করার হুকুম নিয়্যতের ভিন্নতার কারণে ভিন্ন হয়ে থাকে, যদি নিয়্যত নাম ও খ্যাতির জন্য হয়ে থাকে, তবে হারাম ও অভিশপ্ত আর যদি নিয়্যত এরূপ হয়ে থাকে যে, এ নাম যতদিন খুদিত অবস্থায়

১. কু-ধারনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত 'কু-ধারনা' রিসালাটি উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন।

থাকবে, মুসলমানেরা দোয়ার মাধ্যমে তাকে স্মরণ করবে, তবে কোন আপত্তি নাই আর যথাসম্ভব মুসলমানদের কর্ম নেক হিসাবেই গণ্য করা হয়ে থাকে"।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৮৯)

(৩) কেউ কিছুটা এরূপ প্রশ্ন করলো যে, যদি কোন ইমাম সর্বদা মাগরিবের আযান দেরীতে দেওয়ান, কিন্তু নিজের পীরের উপস্থিতিতে তাঁকে দেখানোর জন্য শীঘ্রই আযান দেয়ান এবং জামাআত করার সময় সিজদা ও রুকুতে অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশি দেরি করে থাকে, তবে এটা কি তার **রিয়া** ও প্রতারণার নিদর্শন? আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উত্তর দিলেন: শরয়ী কোন কারণ ব্যতীত মাগরিবের আযানে দেরি করা সুন্নাতের পরিপন্থি, পীরের সামনে শীঘ্রই দেয়ানো **রিয়া** হিসেবে কেন বরং পীরের ভয় ও সম্মানে সেই সুন্নাত পরিপন্থি (কর্ম) পরিত্যাগ (করছে বলে ধারণা করবে না কেনো?), পীরের সম্মুখে রুকু সিজদায় দেরি করাও **রিয়া** ও প্রতারণা হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার দলীল নয়; বরং তাঁর উপস্থিতিতে প্রভাব (বিস্তার করাও) স্বাভাবিক এবং মুসলমানদের কর্ম যথাসম্ভব সৎকাজ (অর্থাৎ ভাল কাজ) হিসাবে জানা ওয়াজিব আর **কু-ধারণা রিয়া থেকে কোন অংশে কম হারাম নয়**। হ্যাঁ, যদি রুকু ও সিজদায় এতই দেরি করে যে, সুন্নাতের চেয়ে বেশি এবং মুক্তাদীদের নিকট কষ্টকর হয়, তবে অবশ্যই **গুনাহগার** হবে। وَاللهُ اَعْلَمُ **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩২৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এক বৎসর যাবৎ কান্না থেকে বঞ্চিত ছিলো

হযরত সায়্যিদুনা মাকহুল দামেশকি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যখন তুমি কাউকে কান্না করতে দেখবে, তখন তার সাথে কান্নায় লেগে যাও, এরূপ কু-ধারণা করো না যে, সে ব্যক্তি দেখানোর জন্য এমন করছে। আমি একবার এক ব্যক্তিকে কান্না করতে দেখে কু-ধারণা করেছিলাম যে, সে **রিয়া** করছে, তখন এর শাস্তি হিসেবে এক বৎসর পর্যন্ত (**আল্লাহ**র ভয় ও **ইশকে মুস্তফায়** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কান্না করা থেকে বঞ্চিত হয়ে ছিলাম।" **(তাম্বীহুল মুগতারিন, পৃষ্ঠা ১০৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করবেন না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কারো ব্যাপারে অনুসন্ধান করা এবং তার মাঝে **রিয়া**র নিদর্শন খুঁজতে থাকা, যাতে করে তার বদনাম করা যায়, এসবও হারাম। **(ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন, কিতাবুল হালাল ও হারাম, ২য় খন্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা। কিতাবুল আমরে বিল মা'রুফ..., ২য় খন্ড, ৩৯৯ পৃষ্ঠা)** তবে আমাদের উচিৎ যে, অপরের মাঝে দোষ-ত্রুটি খোঁজার পরিবর্তে **রিয়াকারী**র বর্ণিত অবস্থাদী নিজেদের মাঝে খুঁজে বের করার পর প্রতিকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে রিয়াকার!

এক মহিলা হযরত সয়্যিদুনা মালেক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে এভাবে ডাকলো: "হে **রিয়াকার**"। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অত্যন্ত বিনীত ভাবে বললেন: "হে ভদ্র মহিলা! বসরার লোকেরা আমার নাম ভুলে গিয়েছিলো, তুমিই সে নাম খুঁজে বের করলে।" **(তাযকিরাতুল আউলিয়া, পৃষ্ঠা ৫২)**

سُبْحٰنَ اللهِ! سُبْحٰنَ اللهِ! আমাদের পূর্বসূরীরা পরিপূর্ণ রূপে ঐকনিষ্ট হওয়ার পাশাপাশি অতিশয় ধৈর্য্যশীল ও সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। কেউ যতই কষ্ট দিক না কেন, তাঁদের নিজের নফসের জন্য রাগ আসতো না, যদি কখনো এসেও যায় তবে কখনোই ধৈর্য্যচ্যুত হতেন না। যদি আমাদেরকেও কেউ **রিয়াকার** বলে দেয়, তবে সেদিকে কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ করার পরিবর্তে ধৈর্য্য ধারন করে প্রতিদান অর্জন করাই উচিৎ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রিয়া কীভাবে হয়ে থাকে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রিয়া থেকে বাঁচার জন্য এটা জানা খুবই জরুরী যে, আমরা কিভাবে **রিয়ায়** লিপ্ত হতে পারি। অতএব **রিয়া** তো কখনো মুখের মাধ্যমে হয়ে থাকে এবং কখনো কাজের মাধ্যমে, এর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা লক্ষ্য করুন:

কথার মাধ্যমে রিয়ার ১৫টি অবস্থা

১. মার্জিত শব্দের মাধ্যমে এই **নিয়্যতে** দ্বীনের কথা বলা যেনো মানুষের মাঝে তার অসীম দ্বীনি জ্ঞান ও ভাষাজ্ঞানের একটি প্রভাব পরে যায় যে, আমি এমন একজন সুবক্তা যে, আমার চেয়ে সুন্দর ভাবে কেউ নিজের মনের কথা বর্ণনাই করতে পারে না। এমন লোক নিজের বক্তব্যের কলাকৌশলের মাধ্যমে অনন্য মর্যাদা অর্জনের আকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকে। ওয়ায়েযীগণ, মুবাল্লিগগণ ও রচয়িতাগণ **রিয়া**র এই অবস্থার শিকার অনায়াসেই হতে পারে।

২. লেখক কর্তৃক কিতাবের ভুমিকায় এই ধরনের কথা লিখা যে, "আমি এত বড় যেমন; ১০০০ পৃষ্ঠার কিতাব শুধুমাত্র ১০ দিনে লিখেছি" যাতে পাঠক সমাজে লেখকের সার্বক্ষণিক দ্বীনি কর্মকাণ্ডে রত থাকার মনোভাব সৃষ্টি হয়ে যায়।

৩. বয়ানকারী তার বয়ানের শুরুতে এরূপ উক্তি করা যে, শ্রোতারা যেনো তাকে **আল্লাহ**র পথে উৎসর্গীত ভেবে নিজেকে তার অবদানের শিকার মনে করে। যেমন; আমি ৬ দিন ধরে অবিরাম সফরে রয়েছি, ১৩ ঘন্টা সফর করে এখানে এসেছি, আমি খুবই ক্লান্ত, এখনো খাবারও খাইনি, কিন্তু বয়ান করতে এসে গেছি ইত্যাদি।

৪. কথাবার্তার ফাঁকে কথায় কথায় নিজের দ্বীনি কর্মকাণ্ডের কথা বলা, যাতে শ্রোতারা তাকে দ্বীনের অনেক বড় খাদেম বলে মনে করে এবং তার মহত্ব বর্ণনাকারী হয়ে যায়। যেমন; আমার তো ১৫ বছর হয়ে গেছে নেকীর দাওয়াত প্রসার করতে করতে, আমি এতদিন ধরে অমুক অমুক যিম্মাদারীতে নিযুক্ত ছিলাম, আমি এতটি এলাক এবং দেশে গিয়ে মাদানী কাজ করেছি, আমি অসংখ্য মানুষকে গুনাহ থেকে তাওবা করিয়েছি, মাদানী কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছি, তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছি ইত্যাদি। যেকোন ধর্মীয়, সাংগঠনিক কিংবা সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি **রিয়া**র এই অবস্থায় অবলীলায় শিকার হতে পারে।

৫. কোন শরয়ী মাসআলার মৌখিক কিংবা লিখিত উত্তর দেয়ার সময় এই নিয়্যতে আরবী এবারত পাঠ করা বা লেখা এবং অপ্রয়োজনে একাধিক কিতাবের

উদ্ধৃতি দেওয়া যে, প্রশ্নকারী ও শ্রোতাদের নিকট তার অধিক অধ্যয়নের রহস্য খুলে যায় আর তাকে বড় মাপের আলিম ও মুফতি হিসেবে ধারণা করে।

৬. দ্বীনি ব্যাপারে প্রসিদ্ধ কিংবা কোন সম্মানিত ব্যক্তিত্বের সাথে প্রথম সাক্ষাতে নিজের পরিচিতি এই নিয়্যতে করানো যে, তাঁরা আমার পদ ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হয়ে আমাকে সম্মান করবে অথবা দুনিয়াবী কোন উপকার সাধন করবে।

৭. কোন জামেয়া বা মাদরাসার ওস্তাদের বিনা প্রয়োজনে ছাত্রদের সামনে নিজের কীর্তি তুলে ধরা যাতে করে ছাত্ররা তার প্রতি এমন মুগ্ধ হয়ে যায় যে, আমরা পড়ার জন্য কতইনা উপযুক্ত শিক্ষক পেলাম।

৮. কাইকে নিজের অসংখ্য ফযীলত বর্ণনা করে এরূপ বলা যে, "আপনি অন্য কাউকে বলবেন না।" যাতে সম্বোধিত ব্যক্তি প্রভাবিত হয়ে যায় যে, অনেক মখলিস ব্যক্তি, কারো নিকট নিজের ইখলাছ প্রকাশ করতে চান না।

৯. কাউকে নেকীর দাওয়াত এই নিয়্যতে দিলো যে, লোকেরা যেনো তাকে মুসলমানদের বড় হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করে অথবা কাউকে মন্দ কাজে নিষেধ এই জন্য করলো যে, লোকেরা তার প্রতি প্রভাবিত হয়ে যাবে যে, "খুবই সচেতন ও আপোষহীন ব্যক্তি, যিনি মন্দ কাজ দেখে চুপ থাকতে পারেন না।" অথচ তিনি নিজের ঘরে চলতে থাকা মন্দ বিষয়গুলো দেখে এমন কোন আপোষহীনতা দেখাননি।

১০. হাফিযে কোরআন বা আলিমে দ্বীনের অপ্রয়োজনে নিজের হাফিয বা আলিম হওয়াকে এই নিয়্যতে প্রকাশ করা যে, লোকেরা তার মূল্যায়ন করুক, তাকে উঁচু জায়গায় স্থান দিক।

মাদীনা : বাহারে শরীয়তে রয়েছে: আলিমরা যদি নিজের আলিম হওয়াকে মানুষের নিকট প্রকাশ করে তাতে কোন অসুবিধা নাই, কিন্তু এটা আবশ্যক যে, অহঙ্কার প্রদর্শনের জন্য তা প্রকাশ না হয়, কেননা অহঙ্কার করা হারাম বরং শুধুমাত্র **আল্লাহ**র নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তা প্রকাশ করবে আর এই উদ্দেশ্যে থাকে যে, যখন লোকেরা এ কথা জানবে, তখন সুবিধা ভোগ করবে, কেউ দ্বীনের বিষয়ে জানতে চাইবে এবং কেউ পড়তে চাইবে। **(বাহারে শরীয়ত, ১৫তম অংশ, পৃষ্ঠা ২৭০)**

১১. হজ্ব সম্পাদনকারীর বিনা প্রয়োজন নিজের হাজী হওয়ার কথা এই নিয়্যতে প্রকাশ করা যে, লোকেরা তার সম্মান করবে।

১২. অহঙ্কার প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিমান মাশায়িখদের সাথে সাক্ষাৎ করা বা তাঁদের সহচর্যে থাকা অথবা তাঁদের সাথে সামাজিক সম্পর্কের দাবী এই নিয়্যতে করা যে, লোকেরা তাকেও সম্মানিত মনে করবে এবং তার আগমনের পথে তাকিয়ে থাকবে।

১৩. বিনয় বা সমবেদনার এমন শব্দ ব্যবহার করা, যার প্রতি মন সায় দেয় না, যেমন; আমি খুবই হীন লোক, আমি তো আপনার দরজার কুকুর (আর যখন কেই এই শব্দ দ্বারা ডেকে বসে তখন সে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে যায়)

১৪. নিজের নেকীর সমূহের বিনা প্রয়োজনে এই নিয়্যতে প্রকাশ করা যে, মানুষের মনে তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

১৫. বিতর্কমূলক কথা-বার্তার বলার পদ্ধতি এই নিয়্যতে অবলম্বন করা, যাতে শ্রোতারা তার ফিকাহ শাস্ত্র ও মেধার প্রশংসাকারী হয়ে যায়।

সাবধান! সাবধান! সাবধান! যেকোন মুসলমানকেই (বিশেষ করে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে) **রিয়াকার** মনে করবেন না, আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: লাখ লাখ মাস্আলা ও শরীয়তের বিধান, নিয়্যতের ভিন্নতার কারণে পরিবর্তন হয়ে যায়। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৮) কু-ধারণা করা হারাম এবং নেককার মুসলমান সম্পর্কে সু-ধারণা রাখা মুস্তাহাব। আমাদের প্রত্যেকের উচিত যে, কথা-বার্তার মাধ্যমে হওয়া **রিয়ার** এই অবস্থাগুলো নিজেদের মাঝে খুঁজে বের করা।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কর্মের (আমলের) মাধ্যমে রিয়ার ১৫টি অবস্থা

১. কথা-বার্তা বা বয়ান করা বা শ্রবনকালে অথবা নাত পাঠকালে কিংবা শ্রবনকালে এই নিয়্যতে অশ্রুসজল হয়ে যাওয়া যে, দর্শকরা যেনো তাকে **খোদাভীতি** সম্পন্ন, অনেক বড় **আশিকে রাসুল** মনে করে।

২. মানুষের উপস্থিতিতে কিংবা কোন মাহফিলে অনবরত নিজের ঠোঁট নাড়তে থাকা যে, লোকেরা যেনো তাকে অধিকহারে **আল্লাহ**র যিকিরে রত বা দরূদ শরীফ পাঠকারী বলে মনে করে।

৩. শুধুমাত্র এ কারণেই মুখস্ত বয়ান করা যে, লোকেরা যেনো তাকে অনেক বড় আলিম মনে করে বা দেখে বয়ান করা থেকে এ কারণেই বিরত থাকা যে, তাকে অজ্ঞ মনে করবে নাতো।

৪. বাইরে ক্ষমাশীল ও বিনয়ের আদর্শ হিসেবে থাকা আর ঘরে এমন কড়া মেজাজের যে, নাকের উপর মাছিও বসতে দেবে না।

৫. মানুষের সামনে উত্তম চরিত্রের প্রতিবিম্ব আর পরিবার-পরিজন তা অসৎ আচরণের কারণে অসন্তুষ্ট।

৬. মানুষের সামনে বিনয় ও বিনম্রতার পরিপূর্ণ আদব রক্ষা করে নামায পড়বে আর একাকীত্বে এমন যে, ফরয ও ওয়াজিব আদায় হওয়াই সঙ্কট হয়ে যায়।

৭. মানুষের সামনে তো খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা এবং অন্যান্য সুন্নাতের উপর পরিপূর্ণ আমল করা, কিন্তু একাকীত্বে আলস্য করা।

৮. মানুষের সামনে দান-খয়রাতের সুযোগ হলে কারো থেকে পিছিয়ে থাকে না, কিন্তু কেউ একাকীত্বে সাহায্যের আবেদন করলে বিভিন্ন বাহানা দেখায়।

৯. কোন দাওয়াতে যেতে হলে তবে এ কারণে কম খায় যে, অংশগ্রহনকারীরা যেনো তাকে সুন্নাতের অনুসারী এবং স্বল্পভোজী মনে করে, কিন্তু যখন ঘরে কিংবা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে থাকে তখন অপরের অংশও খেয়ে নেয়।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে **সুন্নাত** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদেরকে বুঝানোর জন্য **ফয়যানে সুন্নাত** প্রথম খন্ডের ৫৫১ পৃষ্ঠায় লিখেন: নিশ্চয় সারাজীবন পেট ভরে খেলেও গুনাহগার হবে না আর কারো দ্বারা যদি জীবনে একবারও **রিয়াকার** হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার মত কাজ সম্পন্ন হয় তাহলে সে গুনাহগার ও জাহান্নামের শাস্তির উপযোগী হবে। ইসলামী ভাইদের সামনে তো

নিজেকে সামলিয়ে সামান্য পরিমাণে খেলো, যাতে লোকেরা প্রভাবান্বিত হয়ে পরস্পর বলা-বলি করে সাবাস ভাই! এতো দেখি পেটের কুফ্‌লে মদীনা লাগিয়েছে। অতঃপর "খাও খাও" করতে করতে ঘরে গেলো আর ক্ষুধার্ত বাঘের ন্যায় খাবারের উপর ঝাপিয়ে পড়লো। এ ধরণের মানুষ পরিপক্ক **রিয়াকার** ও জাহান্নামের উপযোগী এতে কোন সন্দেহ নাই। নিশ্চয় ঐ ইসলামী ভাই খুবই বুদ্ধিমান, যে অন্যদের সামনে এভাবে খাবার খায় যে, তার কম খাওয়াটা যেনো কেউ উপলব্ধি করতে না পারে আর ঘরে খুব ভালভাবে পেটের কুফ্‌লে মদীনা লাগিয়ে রাখে। আমল শুধুমাত্র **আল্লাহ**র সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত কেননা একনিষ্ঠতা হচ্ছে ইবাদত কবুল হওয়ার চাবি-কাঠি।

রিয়াকারীয়োঁ সে বাঁচা ইয়া ইলাহী
কর ইখলাছ মুঝ কো আতা ইয়া ইলাহী

অপরের উপস্থিতিতে কম খাওয়ার পদ্ধতি

(আমীরে আহলে **সুন্নাত** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আরো বলেন) অন্যের উপস্থিতিতে **রিয়া** থেকে বাঁচার জন্য ও মেজবান (দাওয়াতকারী) এর অনুরোধ থেকে বাঁচার জন্য একটি পদ্ধতি এটাও হতে পারে যে, তিন আঙ্গুল দ্বারা ছোট ছোট লোকমা নিয়ে খুব ভালভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে থাকুন আর সর্বদা খাবারের সকল সুন্নাতের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। বিশেষতঃ দাওয়াতের মধ্যে প্রায় লোকেরা তাড়াতাড়ি খাবার খায়, হয়তো খাবারে মগ্ন থাকায় তারা আপনার প্রতি অমনোযোগী থাকতে পারে, তবুও যদি আপনি নিজেকে তাড়াতাড়ি অবসর হয়ে যাচ্ছেন মনে করেন তবে ধীরে ধীরে হাড় চুষতে থাকুন। আশাকরি এভাবে করলে আপনিও সবার সাথে একত্রে খাবার শেষ করতে পারবেন। সবার সামনে তাড়াতাড়ি হাত গুটিয়ে নেয়া যদি **রিয়া** (অর্থাৎ লোক দেখানো) হয়, যেমন আপনার মনে এই খেয়াল আসলো যে, লোকেরা আমাকে নেক্‌কার লোক মনে করবে, তবে এরূপ করা হারাম ও জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ। **রিয়া** থেকে নিজেকে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী। **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে**

রিসালাত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ** ঐ আমলকে গ্রহণ করেন না যাতে এক অনু পরিমাণও **রিয়া** (অর্থাৎ লোক দেখানোভাব) থাকে।"

(আততারগীব্ ওয়াততারহীব, ১ম খন্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা) (ফয়যানে সুন্নাত, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৫০)

১০. যদি নফল রোযা রাখেন তবে মানুষের সামনে ঠোঁট জিহ্বা দিয়ে ভিজানো কিংবা এমন যে কোন আচরণ করা যা দ্বারা তারা ঐ ব্যক্তি রোযাদার হওয়া সম্পর্কে অবহিত হয়ে যায়।

১১. বড় জনসভায় ইকো সাউণ্ডে না'ত শরীফ পড়ার সুযোগ হলে, তবে অত্যন্ত হেলেদুলে পড়ে; আর ইকো সাউণ্ড না থাকলে কিংবা লোকজন কম হয়ে থাকলে অথবা একাকী পড়লে কিছুক্ষণ পরেই কণ্ঠ বসে যায়।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে **সুন্নাত** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদের বুঝাতে গিয়ে স্বীয় রিসালা **'শয়তানের চার গাধা'** এর ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখেন: সুন্দর কিরাত কিংবা নাতের প্রতিযোগিতায় যে দ্বিতীয় হয়েছে সে প্রথম স্থান অধিকারীকে আর যে তৃতীয় হয়েছে সে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে যদি হিংসা করে কিংবা নিজের দাবী অনুসারে মনে করে যে, আমি উত্তম কণ্ঠে কিরাত পাঠ করেছি কিংবা নাত পড়েছি, কিন্তু তবুও আমি তৃতীয় হলাম আর মানুষকে বলে বেড়ায়, এটা বিচারকদের অবিচার। তখন অপবাদ ও গীবত ইত্যাদি কু-ধারণার আপদে ফেঁসে যায়। এতে **রিয়া** বা লৌকিকতারও আশঙ্কা রয়েছে, যখন সে ঐ নাতে পাক **আল্লাহ** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য পড়েনি; শুধুমাত্র **'পদক'** লাভ করা, ট্রফি জিতা, পুরস্কার বা নম্বর পাওয়ার উদ্দেশ্যেই পড়েছিলো এবং তার প্রচেষ্টাও ছিলো যে, প্রথম হওয়ার, যাতে খবরের কাগজে ফলাও করে আমার ছবি বা নাম ছাপা হয় আর সবার মুখে আমার বাহাবা হয়, সবাই আমার কণ্ঠের প্রশংসা করে, শুভেচ্ছ ও উপহার দেয় ইত্যাদি। এভাবে সাওয়াবের কোন আশা নাই বরং **রিয়া** বা লৌকিকতার আপদে জড়িয়ে যাওয়ার কারণে শাস্তির উপযোগী। এ ধরনের প্রতিযোগিতা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কিন্তু প্রতিযোগীদের উচিত নিজের অন্তরের প্রতি সজাগ থাকা যে, এতে কতটুকু একনিষ্টতা রয়েছে।

বরকত লাভের উদ্দেশ্যে দু'টি শে'র পড়তে দিন

কোথাও কোন বড় ইজতিমা হলো, ইকোসাউন্ড লাগানো হলো, তখন মানুষের ভড়ি দেখে প্রায় সবারই মাইকে এসে বয়ান করার, কিরাত পড়ার বা নাত শরীফ পড়ার ইচ্ছা জাগে, যদি নাত রেকর্ড করা হয়ে থাকে, তবে ক্যাসেটে শুধুমাত্র নিজের পড়া নাত শরীফ খুঁজে থাকে যে, আমার কণ্ঠও আছে কি-না! যদি ক্যাসেটে তার কণ্ঠ না থাকে তবে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়, এভাবে দুঃখ পাওয়া কেমন? তাছাড়া সুকণ্ঠের অধিকারী কারী সাহেব ও নাতখা'র এটাই সাধ যে, আমার ক্যাসেটও বাজারে আসা উচিৎ, এই আকাঙ্ক্ষায় একনিষ্ঠতারও কি কোন আশা আছে? **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য কিরাত ও নাত পাঠ ছিল না-কি ক্যাসেটের জন্য? যদি কোথাও বড় ইজতিমায়ে যিকির ও নাত হচ্ছে, ইকোসাউন্ড লাগানো হয়েছে, তখন অনেকে বলবে যে, বরকত অর্জনের জন্য দুই শে'র আমাকেও পড়তে দিন। দয়া করে নিজের অন্তরে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন যে, বরকত চান না-কি খ্যাতি! যদি আসলেই আপনার বরকত অর্জনই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে আমার মাদানী পরামর্শ হলো যে, ঘরের বন্ধ রুমে সবুজ গম্বুজের ধ্যান করে অতঃপর নাত শরীফ পাঠ করুন اِنْ شَآءَ الله **রিয়া** থেকেও বাঁচা গেলো আর বরকতও অর্জন হলো বরং اِنْ شَآءَ الله বরকতের বর্ষন হবে এবং আপনার আমলনামা কল্যাণের নূর দ্বারা ভরপুর হয়ে যাবে। اَلْعَاقِلُ تَكْفِيْهِ الْاِشَارَةُ অর্থাৎ বুদ্ধিমানের জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদেরকে একনিষ্ঠতা দান করুন।

দিল মে হো ইয়াদ তেরী গোশায়ে তানহায়ি হো
ফির তো খলওয়াত মে আজব আঞ্জুমান আ'রাঈ হো (যওকে নাত)

('শয়তানের চার গাধা' রিসালা থেকে সংক্ষেপিত, পৃষ্ঠা ৩৯)

১২. বয়ানে জনসাধারণের উপস্থিতি অধিক হলে তবে অনলবর্ষীতা প্রদর্শন এবং যদি কোন কারণে উপস্থিতি কম হয়ে থাকে তবে সমস্ত জোশই ঠান্ডা হয়ে যাওয়া বা বয়ান করতেই ইচ্ছা না করা।

১৩. যদি ভাগ্যে রাত্রি জাগরণ বা তাহাজ্জুদের নামায পড়ার সুযোগ হয় তবে দিনের বেলা মানুষের সামনে চোখ কচলানো বা এমন ভাব দেখানো যাতে করে সকলে তার রাত জাগার কথা জানতে পারে।

১৪. মানুষের সামনে মহিলা আসতে দেখলে দৃষ্টি নত করে নেয় আর যদি কেউ না দেখে ততে অপলকে কুদৃষ্টি দেয়।

১৫. গান-বাজনার আওয়াজে মানুষের সামনে কানে আঙ্গুল দেয়, যেনো মানুষ তাকে শরীয়তের অনুসারী মনে করে আর অবস্থা এমন যে, ঘর বা মোবাইল ইত্যাদিতে মিউজিক্যাল রিং টোন লাগানো থাকে।

এনুরূপভাবে ভাবতে থাকলে তবে আমরা জানতে পারবো যে, পোশাক-আশাক, কথা-বার্তা ও চাল-চলনে কী কী ভাবে **রিয়া** বা লৌকিকতা হতে পারে। হতে পারে যে, কারো কাটা গায়ে লবণ পড়েছে, এমন ইসলামী ভাইদেরও উচিত যে, অসন্তুষ্ট না হওয়ার পরিবর্তে তওবা করতঃ নিজের রোগের চিকিংসার ব্যবস্থা করা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! আমরা কোন মুসলমানের কোন কাজে কু–ধারণা করবো না, কেননা কু–ধারণা করা হারাম এবং নেক মুসলমানের প্রতি সু-ধারণা রাখা মুস্তাহাব। বরং এমন কার্য সম্পাদনকারীদের উচিত **রিয়া**র এই অবস্থাগুলো নিজের মধ্যে খুঁজে বের করে চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রিয়া কোন বিষয়গুলোতে হয়ে থাকে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রিয়া সাধারণত তিনটি বিষয়ে হতে পারে:

(১) ঈমানে (২) দুনিয়াবী কার্যকলাপে (৩) ইবাদতে।

এসবের প্রয়োজনীয় বিবরণ পর্যবেক্ষণ করুন:

(১) ঈমানে রিয়া

বাহ্যতঃ ভাবে মুসলমান হওয়া এবং গোপনে ইসলামকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী, এই **রিয়া**কে নিফাকও (কপটতা) বলা হয়ে থাকে, অর্থাৎ মুখে

ইসলাম দাবী করা আর অন্তরে ইসলামকে অস্বীকার করা, এটাও নিরেট কুফর। এরূপ ব্যক্তি মুনাফিক এবং ইসলামের দাবীতে মিথ্যুক। ২৭তম পারার সূরা মুনাফিকুনের প্রথম আয়াতে **রাব্বুল আলামিন** ইরশাদ করেন:

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۚ﴿۱﴾

(পারা ২৭, সূরা মুনাফিকুন, আয়াত ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যখন মুনাফিকরা আপনার সম্মুখে হাযির হয় তখন বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **হুযুর** নিশ্চয় নিশ্চয় **আল্লাহ**র **রাসূল** এবং **আল্লাহ** জানেন যে, আপনি তার **রাসূল** আর **আল্লাহ** সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকগণ অবশ্যই মিথ্যুক।

এরূপ লোকের জন্য রয়েছে জাহান্নামের সব চেয়ে নিম্নতম স্তর। **আল্লাহ তায়ালা** কোরআন মাজীদে তাদের ব্যাপারে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ১৪৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় মুনাফিকরা দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে।

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরি হায়াতের সময়ে এই চরিত্রের কিছু লোক মুনাফিক নামে প্রসিদ্ধ হয়, তাদের গোপন কুফরের বিষয়ে কোরআন মাজীদে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ তায়ালা**র দানক্রমে **তাঁর** জ্ঞানের প্রখরতায় একেক জনকে চিনতেন আর নাম ধরে ধরে বলে দিয়েছেন অমুক অমুক মুনাফিক। (আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস নং-৩৯২, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৩১) এখন এই যুগে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে নিশ্চিত করে বলা যে, সে মুনাফিক, সম্ভব নয়, কেননা আমাদের সামনে যারা ইসলামের দাবী করবে, আমরা তাদের মুসলমানই মনে করবো। (আল ইয়াওয়াকীত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৮৩) যখন পর্যন্ত ঈমানের পরিপন্থি কোন উক্তি (কথা) বা কাজ (কর্ম) তার দ্বারা সম্পাদন হবে না। তবে নিফাক অর্থাৎ মুনাফিকীর একটি শাখা বর্তমান যুগেও পাওয়া যায় যে, অনেক অনেক বদ মাযহাব অর্থাৎ বাতিল পন্থাবলম্বীরা নিজেদেরকে মুসলমান

বলে দাবী করে আর দেখা যায় যে, ইসলামের দাবীর পাশাপাশি দ্বীনের অনেক অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদি অস্বীকারও করে বসে। (বাহারে শরীয়ত, ১ম অংশ, পৃষ্ঠা ৯৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) দুনিয়াবী কার্যকলাপে রিয়া

কখনো **রিয়া** তার উপরও প্রযোজ্য হয়ে থাকে যে, কোন ব্যক্তি দুনিয়াবী আমলের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে নিজের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার বাসনা পোষণ করে। যেমন; সে এ কারণেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুগন্ধিযুক্ত এবং উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ দ্বারা সজ্জিত থাকে, যেনো লোকেরা তার প্রতি মনযোগী হয় এবং ঘরে তার অবস্থা এর বিপরীত হয়ে থাকে। মানুষের জন্য করতে থাকা যে কোন পরিপাটি, সাজ-সজ্জা ও মর্যাদাবোধকে এর দ্বারা ধারণা করে নিন।

শরীয়তের বিধান: এরূপ **রিয়া** হারাম নয়, কেননা এতে দ্বীনি কার্যকলাপে কোনরূপ মিশ্রণ এবং **আল্লাহ তায়ালার** প্রতি বিদ্রুপ বা পরিহাস পাওয়া যায় না। (আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৭) ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: মানুষের মনে নিজের স্থান তৈরি করা যদি ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজ হয়ে থাকে তবে তা সম্পদ চাওয়ার মতোই, সুতরাং হারাম নয়।

(ইহইয়াউল উলূম, কিতাবু যাম্মিল জাহি ওয়ার রিয়া, ফসলুস সানী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৭)

'হাদীকা নাদিয়া'য় রয়েছে: দুনিয়াবী কাজ যদি সত্যকে গোপন করা এবং মিথ্যা থেকে খালি হয় এবং সেই কর্মসম্পাদনকারী এর কারণে কোন নিষিদ্ধ, হারাম কিংবা মাকরূহ বিষয়ে জড়িয়ে না পড়ে, তবে এতে **রিয়া** হারাম নয়। কিন্তু এমন **রিয়া** নিন্দনীয়, কেননা এটি দ্বীনের ব্যাপারে **রিয়ার** দিকে ধাবিত করে থাকে। (আল হাদীকাতুন নাদীয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৭৮) وَاللهُ اَعْلَمُ

তবে মুবাহ কাজেও ভাল ভাল নিয়্যতের মাধ্যমে সাওয়াব অর্জন করা যেতে পারে। যেমন; সুগন্ধি ব্যবহার যদি হয় সুন্নাতের অনুসরন, মসজিদের সম্মান, মস্তিষ্কের বিশুদ্ধতা এবং নিজের ইসলামী ভাইদের অপছন্দনীয় দুর্গন্ধ দূর করার নিয়্যতে হয়, তবে প্রত্যেক নিয়্যতের জন্য আলাদা আলাদা সাওয়াব হবে।

(আশিআতুল লুম'আত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৭)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চুল মুবারক আঁচড়াতেন

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন নিজ দৌলতখানা (গৃহ) থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন, নিজের পাগড়ী শরীফ ও চুলকে বিন্যস্ত করলেন এবং আয়নায় নিজের চেহারা মুবারক দেখলেন, তখন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا আরয করলেন: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনিও কি এরূপ করছেন?" তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হ্যাঁ! **আল্লাহ তায়ালা** বান্দার সাজ-সজ্জা তখনই পছন্দ করেন, যখন সে তার মুসলমান ভাইদের নিকট যায়।"

(ইত্তিহাফুস সা'দাতিল মুত্তাকীন, কিতাবু যাম্মিল জাহি ওয়ার রিয়া, বাবু বয়ানি হাকীকতুর রিয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৩, ৯৪)

ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসের টীকায় লিখেন: **"প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য এটি একটি মুয়াক্কাদা ইবাদত ছিলো, কেননা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সৃষ্টিকুলকে দাওয়াত দেয়া এবং যথাসম্ভব তাদের অন্তরে সত্য দ্বীনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট, কারণ যদি **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানুষের দৃষ্টিতে সম্মানিত না হন, তাকে তারা **তাঁর** থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতো, সুতরাং **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মানুষের সামনে নিজের উন্নততর অবস্থা প্রকাশ করা আবশ্যক ছিলো, যাতে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অবিশ্বস্ত মনে না করে **তাঁর** থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেয়, কেননা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি বাহ্যিক অবস্থাদির উপরই হয়ে থাকে, গোপন বিষয়াদির উপর থাকে না। তাছাড়া **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই আমলও নেক আমলই ছিলো। এই হুকুম ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এবং তাঁদের ন্যায় দ্বীনদার মানুষের জন্যও আর যদি তাঁরা নিজের উত্তম অবস্থার প্রেক্ষিতে সেই নিয়্যত করে যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।"

(ইহইয়াউল উলূম, কিতাবু যাম্মিল জাহি ওয়ার রিয়া, ফসলুস সানী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) ইবাদতে রিয়া

ইবাদতে দুই ধরনের **রিয়া** হতে পারে। যথা :

(১) আদায় করাতে **রিয়া** করা এবং (২) আনুষাঙ্গিকতায় **রিয়া** করা

১. আদায় করাতে রিয়া করা:

এর অবস্থা হলো যে, কোন ব্যক্তি মানুষের সামনে তো ইবাদত করে থাকে, কিন্তু কেউ দেখার না থাকলে তখন করে না। উদাহরণ স্বরূপ; মানুষের সামনে থাকলে তখন নামায পড়ে একাকীত্বে পড়ে না। দেখার কেউ থাকলে তবে রোযা রাখে, নচেৎ রাখে না। জুমার নামাযে মানুষের নিন্দার ভয়ে উপস্থিত হয়। মানুষের ভয়ে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচরণ করে, তবে এরূপ ব্যক্তি **রিয়াকার**।

শরীয়তের বিধান: এরূপ ব্যক্তিরা ইবাদতের সাওয়াব পাবে না বরং এরা খুবই গুনাহগার এবং জাহান্নামের আগুনের অধিকারী। আল্লামা আব্দুল গনী নাবলুসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীকায়ে নাদিয়ায় উল্লেখ করেন: "যদি কোন ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য নামায পড়ে, তবে তার জন্য কোন সাওয়াব নেই, উল্টো তার গুনাহ হবে, কেননা সে নেকী নয় বরং গুনাহ করেছে।" (হাদীকায়ে নাদিয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৮) কিন্তু তার ফরয আদায় হয়ে যাবে। আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, শাহ মাওলানা আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে কেউ জিজ্ঞাসা করলো যে, যদি **রিয়া**র জন্য নামায রোযা রাখে, তবে কি তার ফরয আদায় হবে নাকি হবেনা? তিনি বলেন: ফিকহীভাবে নামায-রোযা হয়ে যাবে, কেননা নামায রোযা ভঙ্গকারী কোন কাজ পাওয়া যায়নি, তবে সাওয়াব পাবে না বরং জাহান্নামের শাস্তির যোগ্য হবে। কিয়ামতের দিন তাকে বলা হবে: "হে ফাজির! হে গাদির (ওয়াদা ভঙ্গকারী কপট)! হে হাসির (ক্ষতিগ্রস্ত)! হে কাফির! তোমার আমল নষ্ট হয়ে গেছে, তুমি তোমার প্রতিদান তার নিকট চাও, যার জন্য করেছিলে।" (শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি ইখলাসিল আমল..., হাদীস নং- ২৮৩১, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৩) এই একটি অমঙ্গল **রিয়া**র নিন্দায় যথেষ্ট। (মালফুযাতে আলা হযরত, প্রথম অংশ, পৃষ্ঠা ৭৭)

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত **বাহারে শরীয়ত** ১৬তম খন্ডের ২৩৮ পৃষ্ঠায় লিখেন: "যেকোন ইবাদতই হোক না কেনো, এতে একনিষ্ঠতা আবশ্যকীয় জিনিস, অর্থাৎ শুধুমাত্র **আল্লাহ**র সন্তুষ্টির জন্যই আমল করা জরুরী। লোকদেখানোর জন্য আমল করা সকলের ঐক্যমত্যে হারাম।" ২৩৯ পৃষ্ঠায় আরও লিখেন: "মানুষের সামনে নামায পড়ে আর দেখার কেউ না থাকলে তবে পড়েই না, এটা হলো পরিপূর্ণ **রিয়া**, কেননা এমন ইবাদতের কোনই সাওয়াব নাই।"

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "**রিয়া সমৃদ্ধ ইবাদত ঘুনে ধরা বীজ সাদৃশ** (অর্থাৎ এমন বীজ যা ঘুন পোকা ভেতর থেকে খেয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে অকমর্ণ্য করে ফেলেছে), **যা থেকে ফসল উদ্গাত হয় না।**" (মিরআতুল মানাজীহ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি কারো ফরয আদায় করার ক্ষেত্রে **রিয়া** অনুপ্রবেশের আশঙ্কা হয়, তবে সেই অনুপ্রবেশের কারণে ফরয ছেড়ে দিবে না বরং ফরয় আদায় করবে আর **রিয়া**কে দূর এবং একনিষ্ঠতা অর্জন করার চেষ্টা করবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

২. আনুষাঙ্গিকতায় রিয়া করা:

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, কোন ব্যক্তির মানুষকে দেখানোর জন্য খুবই সুন্দরভাবে ইবাদত করা। যেমন; মানুষের উপস্থিতিতে নামাযের রোকনগুলো খুবই উত্তম রূপে এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে আদায় করা আর যখন একাকী থাকে তখন তাড়াহুড়া করে পড়ে নেয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: "যে ব্যক্তি এমন কাজ করে, সে তার **রব তায়ালা**কে অপমানিত করে।" অর্থাৎ তার এ বিষয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই যে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে একাকীত্বেও দেখছেন এবং যখন কোন মানুষ দেখতে থাকে, তখন সে উত্তম রূপে নামায

পড়ে। ইমাম গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমাদেরকে এ বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে এভাবে বুঝাচ্ছেন: যে ব্যক্তি কোন মানুষের সামনে হেলান দিয়ে কিংবা চারযানু হয়ে বসলো, এমতাবস্থায় সেই মানুষটির গোলাম এসে উপস্থিত হলে সে যদি সোজা হয়ে ভালভাবে বসে, তবে সে ব্যক্তি সেই গোলামটিকে মুনিবের উপর প্রাধান্য দিলো আর তা নিশ্চয় তার মালিকের জন্য অপমানজনক বটে, **রিয়াকারের** অবস্থাও এমন যে, সে জনসমক্ষে উত্তমরূপে নামায আদায় করে, একাকীত্বে সেরূপ পড়ে না, অর্থাৎ সে যেনো বান্দাকে তাদের মালিক **আল্লাহ**র উপর প্রাধান্য দিচ্ছে। **(ইহইয়াউল উলূম, কিতাবু যাম্মিল জাহি ওয়ার রিয়া, ফসলুস সানী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৭২)**

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত শাহ মাওলানা আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট কেউ জানতে চাইলো যে, যদি কেউ একাকী অবস্থায় বিনয় সহকারে নামায পড়ে আর এভাবে অভ্যাস করে যাতে সবার সামনেও বিনয় হয়, তবে কি তা **রিয়া** হবে না অন্য কিছু? বললেন: এটিও **রিয়া**, কেননা তার অন্তরে **গাইরুল্লাহ**র (অর্থাৎ **আল্লাহ** ছাড়া অন্য কারো) নিয়্যত রয়েছে। **(মলফূযাত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৬)**

শরীয়তের বিধান: রিয়ার এই প্রকারটি প্রথমটির চেয়ে নিম্নমানের, এমন লোক মূল ইবাদতের সাওয়াব তো পাবে কিন্তু উত্তমভাবে পড়ার সাওয়াব পাবে না। **রিয়া**র আপদ সর্বাবস্থায় তার ঘাড়ে চাপানো থাকবেই। **বাহারে শরীয়ত ১৬তম** অংশের ২৩৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: "**(রিয়া**কারের) অপর রূপ হলো যে, মূল ইবাদতে **রিয়া** নাই, কেউ থাক বা না থাক সর্বাবস্থায় নামায আদায় করে, কিন্তু আনুসাঙ্গিকতায় **রিয়া** করে এমনভাবে যে, কেউ দেখার না থাকলেও পড়ে কিন্তু তত উত্তম রূপে পড়ে না। এই দ্বিতীয় প্রকারের **রিয়া** প্রথমোক্তের চেয়ে নিম্নমানের, এতে মূল নামাযের সাওয়াব রয়েছে এবং কিন্তু উত্তমরূপে আদায় করার যে সাওয়াব রয়েছে তা এখানে বিদ্যমান নাই, কেননা **এটি হয়েছে রিয়ার মাধ্যমে একনিষ্টতার মাধ্যমে নয়।**"

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রিয়া খাঁটি ও মিশ্রিত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইবাদতে বিদ্যমান **রিয়া** কখনো খাঁটি হয়ে থাকে আবার কখনও মিশ্রিত।

(১) যদি ইবাদতের মাধ্যমে শুধু সৃষ্টিকুলকে সন্তুষ্ট করা কিংবা দুনিয়াবী উপকার সাধনের উদ্দেশ্য থাকে তবে একে বলা হয় খাঁটি **রিয়া**। এর শরীয়তের বিধান হলো যে, যদি মূল ইবাদতে **রিয়া** বিদ্যমান থাকে, তবে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি **রিয়া**র কারণে সাজাও পাবে এবং যদি **রিয়া** ইবাদতের আনুসাঙ্গিকতায় হয়ে থাকে, তবে যে সৌন্দর্য ইবাদতে সৃষ্টি হয়েছে তার সাওয়াব পাবে না আর এরূপ ব্যক্তির উপর **রিয়া**র আপদ অবধারিত থাকবে।

(২) যদি দুনিয়াবী উপকার লাভের পাশাপাশি আখিরাতের সাওয়াব লাভের আকাঙ্ক্ষাও থাকে, তবে একে মিশ্রিত **রিয়া** বলা হয়। এর কতিপয় রূপ রয়েছে।

i. দুনিয়াবী উপকার লাভের ইচ্ছা যদি সাওয়াব লাভের ইচ্ছার চাইতে বেশি হয়ে থাকে, তবে সাওয়াব পাবে না।
ii. দুনিয়াবী উপকার লাভের ইচ্ছা যদি সাওয়াব লাভের ইচ্ছার সমান হয়ে থাকে, তবেও সাওয়াব পাবে না।
iii. সাওয়াব লাভের ইচ্ছা যদি দুনিয়াবী উপকার লাভের চাইতে বেশি হয়ে থাকে, তবে নিয়্যত অনুযায়ী সাওয়াব পাবে।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: "যদি দুনিয়ার নিয়্যত প্রাধান্য পায়, তবে সে কোন সাওয়াব পাবে না -- আর যদি উভয় নিয়্যত সমান সমান হয়, তবেও সাওয়াব পাবে না।" তিনি আরও বলেন: "যদি কোন ব্যক্তির ইবাদত মানুষের সামনে প্রকাশ পাওয়াটা তার তৎপরতা বৃদ্ধি ও শক্তি সৃষ্টি করে এবং যদি মানুষের সামনে তার ইবাদত প্রকাশ না পেলেও সে ইবাদত ছাড়তো না, এমতাবস্থায় যদিও তার নিয়্যত **রিয়াই** হয়ে থাকে, তবে আমাদের ধারণা যে,

তার মূল সাওয়াব বিনষ্ট হবে না, **রিয়া**র পরিমাণ অনুযায়ী সে শাস্তি পাবে আর সাওয়াবের নিয়্যত অনুযায়ী সাওয়াব সে পাবে।"

(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৮)

বাহারে শরীয়ত ১৬তম অংশের ২৪০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: যে ব্যক্তি হজ্বে গমন করলো এবং সঙ্গে ব্যবসার মালপত্রও নিয়ে গেলো, যদি ব্যবসার ইচ্ছা প্রবল থাকে অর্থাৎ ব্যবসা করাই উদ্দেশ্যে থাকে এবং সেখান পৌঁছাতে পারলে হজ্বও করে নিবো কিংবা উভয় ইচ্ছাই সমান সমান থাকে অর্থাৎ সফরই করেছে উভয় উদ্দেশ্যে, হবে উভয় অবস্থায় কোন সাওয়াবই নাই, অর্থাৎ যাওয়ার সাওয়াব নাই আর যদি উদ্দেশ্য হজ্ব করারই হয়ে থাকে আর সুযোগ পেলে তবে পণ্যও বিক্রি করবো, তবে হজ্বের সাওয়াব পাবে। অনুরূপভাবে যদি জুমা পড়তে গেলো এবং বাজারে অন্যও কাজ করার উদ্দেশ্য থাকে, যদি মূল উদ্দেশ্য জুমারই হয়ে থাকে, তবে এই গমনে সাওয়াব রয়েছে আর যদি কাজের উদ্দেশ্য অধিক থাকে কিংবা উভয় উদ্দেশ্যই সমান সমান থাকে তবে গমনে কোন সাওয়াব নাই।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দ্বীনের খেদমতে পারিশ্রমিক নেয়া কেমন?

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **ফাতোওয়ায়ে রযবীয়া** ১৯তম খন্ডের ৪৯৪ পৃষ্ঠায় লিখেন: কোরআন পাকের শিক্ষাদান, অন্যান্য দ্বীনি শিক্ষাদান, আযান ও ইমামতিতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়িয, যেমনটি পরবর্তী যুগের ইমামগণ বর্তমান যুগে দ্বীনের আদর্শ ও ঈমানের হিফাযতের দৃষ্টিপটে অনুরূপ ফতোয়া প্রদান করেছেন আর অবশিষ্ট বিষয়াদি যেমন; কবর যিয়ারত, মৃতদের জন্য খতমে কোরআন, কিরাত, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি মীলাদ পাঠ, মূল নিয়মের নিরিখে নিষিদ্ধ রাখা হয়েছে। وَاللهُ اَعْلَمُ

পারিশ্রমিক গ্রহণকারী কি সাওয়াব পাবে?

কেউ আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো যে, জুমার ইমাম এবং পাঁচ ওয়াক্তের ইমাম অধিকাংশ স্থানে বেতনধারী হিসেবে নেয়া জায়িয নাকি নয়? কোরআন শিক্ষা এবং ফিকাহ ও হাদীস শিক্ষাদানে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়িয নাকি নয়? তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এসব প্রশ্নের উত্তরে যথাক্রমে বলেন: (১) জায়িয, তবে ইমামতির সাওয়াব পাবে না, কেননা ইমামতি বিক্রি হয়ে গেছে, (২) জায়িয এবং তাদের জন্য আখিরাতের কোন সাওয়াব নাই। وَاللهُ اَعْلَمُ (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৯তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৪)

অতএব যদি অপাগরতা না থাকে তবে পারিশ্রমিক ছাড়াই এসব খেদমত করে আখিরাতের জন্য সাওয়াবের ভান্ডার জমা করুন, কেননা **যার আমল হবে নিঃস্বার্থ, তার প্রতিদান হবে অনন্য**। কিন্তু কোন বিনিময় ব্যতীত উক্ত খেদমত করাতে একটি কঠিন পরীক্ষা হলো যে, যেই ব্যক্তি বিনা পারিশ্রমিকে ইমামতি বা পাঠদান ইত্যাদি করে থাকেন তাঁর অনেক বাহবা হয়ে থাকে, এমতাবস্থায় সেই বেচারা নিজেকে জানিনা কীভাবে **রিয়াবৃত্তি** থেকে বিরত রাখে! ভাগ্যক্রমে যদি এমন প্রেরণা নসীব হয়ে যায় যে, বেতন নিয়ে নিবে এবং সবার অলক্ষ্যে তা সদকা করে দিবে, কিন্তু নিজের নিকটতম কোন ইসলামী ভাই বরং পরিবারের কোন ব্যক্তিকেও জানাবে না, অন্যথায় **রিয়াবৃত্তি** থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে যাবে। মজা তো এতেই যে, সেই বান্দা জানবে আর জানবে তার **রব তায়ালা**।

মেরা হার আমল ব্যস তেরে ওয়াস্তে হো, কর ইখলাস এ্যয়সা আতা ইয়া ইলাহী!

পারিশ্রমিক গ্রহণকারীর জন্য সাওয়াবের একটি পন্থা

যদি পরিবার পরিজনের ব্যয়ভাব কারো উপর ন্যস্ত হয় এবং সে এই নিয়্যতে উল্লেখিত খেদমতের পারিশ্রমিক নেয় যে, যদি আমার উপর পরিবারের ভরন পোষণের দায়িত্ব না থাকতো তবে আমি পড়ানোর পারিশ্রমিক কখনোই

নিতাম না, তবে **আল্লাহ তায়ালার** দয়ায় আশা করা যায় যে, সে **দ্বিগুণ সাওয়াব** পাবে, যেমনটি আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **'রদ্দুল মুহতার'** গ্রন্থে পারিশ্রমিক গ্রহনকারী মুয়াজ্জিনের আযানের সাওয়াব পাওয়া ও না পাওয়া শীর্ষক আলোচনায় লিখেন: "হ্যাঁ, এটা বলা যায় যে, যদি সে (অর্থাৎ মুয়াজ্জিন) **আল্লাহর** সন্তুষ্টির ইচ্ছা পোষণ করে কিন্তু সময়ের নিয়মানুবর্তিতা এবং এই কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে নিজের পরিবার পরিজনের জন্য প্রয়োজনিয় রোজগার করতে না পারে। অতএব সে এ কারণেই বেতন গ্রহণ করে যে, রোজগারে আত্মনিয়োগ করা তাকে যেনো এই মহান সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করে না দেয় এবং যদি তার উল্লেখিত অপারগতা না থাকতো, তবে পারিশ্রমিক নিতো না, এমন ব্যক্তিও মুয়াজ্জিনের জন্য আলোচ্য সাওয়াবের অধিকারী হবে বরং সে দু'দুইটি ইবাদতকারী হিসেবে পরিগণিত হবে, এক আযান দেয়া এবং দুই পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণে প্রচেষ্টায় থাকা আর **আমলের সাওয়াব নিয়্যত অনুযায়ী হয়ে থাকে।**" **(রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৪)**

সাওয়াব অর্জনের সহজ উপায়

উত্তম হলো যে, চুক্তি কাজের পরিবর্তে সময়ের জন্য করা, এতে উপকার এটাই হবে যে, সাওয়াবের নিয়্যতকারীর পারিশ্রমিকের পাশাপাশি اِنۡ شَآءَ الله পড়ানোর সাওয়াবও পেতে থাকবে। আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দরবারে পারশ্রিমিক দিয়ে মৃতের ঈসালে সাওয়াবের জন্য খতমে কোরআন ও **আল্লাহর** যিকির করানো সম্পর্কে যখন ফতোয়া চাওয়া হলো, তখন উত্তরে বলেন: **"তিলাওয়াতে কোরআন ও আল্লাহর যিকিরের জন্য পারিশ্রমিক নেয়া ও দেয়া উভয় হারাম।** দাতা ও গ্রহিতা উভয় গুনাহগার হয়ে থাকে আর যখন তারা হারাম কর্ম সম্পাদনকারী হয়, তখন কোন কাজের সাওয়াব মৃতের জন্য পাঠাবে? গুনাহের জন্য সাওয়াবের আশা করা অরো জঘন্যতম অপরাধ। যদি লোকেরা চায় যে, ঈসালে সাওয়াবও হোক এবং শরয়ীভাবে জায়িযও হোক, তবে এর পদ্ধতি হলো যে, পাঠকারীকে এক দুই

ঘণ্টার জন্য চাকরিতে নিয়োগ করুন আর সেই সময়ের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বেতন নির্ধারণ করে নিন। যেমন; যিনি পড়াবেন তিনি বলুন: আমি আপনাকে আজ অমুক সময় থেকে অমুক সময় পর্যন্ত এই পারিশ্রমিকে চাকরিতে রাখলাম, (এই শর্তে যে) যা ইচ্ছা কাজ নিবো। তিনি বলবেন: আমি কবুল করলাম। এখন তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কর্মচারী হয়ে গেলেন। যে কাজ ইচ্ছা নিতে পারবে, এরপর তাকে বলুন: অমুক মৃত ব্যক্তির জন্য এত পারা কোরআনে করীম পড়ে দিন কিংবা এতবার কলেমায়ে তায়্যিবা পড়ে দিন অথবা দরূদ শরীফ পড়ে দিন। এটা হলো জায়িয পদ্ধতি। (কেননা এটা হলো তার ব্যক্তিসত্তা থেকে উপকার ভোগ করার চুক্তি, ইবাদত বা আমলের নয়)।"

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৩, ১৯৪)

এই মোবারক ফতোয়ার আলোকে ইমাম, মুয়াজ্জিন ও পাঠদান কারীদেরও ব্যবস্থা হতে পারে। মসজিদ বা মাদরাসার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ পারিশ্রমিক নির্ধারন করে নির্দ্দিষ্ট সময় যেমন; ৫ ঘণ্টার জন্য ক্বারী সাহেবকে চাকরির অফার করে বলবেন যে, আমরা যে কাজ দিবো, তা করতে হবে, বেতনের অংকও বলে দিন। যদি ক্বারী সাহেব মঞ্জুর করে নেন, তবে তিনি কর্মচারী হয়ে গেলেন। এবার তাঁকে দৈনিক ঐ ৫ ঘণ্টার মধ্যে ডিউটি দিয়ে দিন যে, তিনি যেনো শিশুদেরকে কোরআন শিক্ষা দেন। মনে রাখবেন! ইমামতি হোক বা খতিবের দায়িত্ব, মুয়াজ্জিনী হোক বা অন্য কোন কাজ, যেকোন কাজের জন্যই চুক্তিকালে যদি এটা জানা থাকে যে, এখানে পারিশ্রমিক বা বেতনের লেনদেন অবশ্যই রয়েছে, সে ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই **বেতন নির্ধারণ করা ওয়াজিব**, অন্যথায় দাতা ও গ্রহীতা উভয় পক্ষই গুনাহগার হবে।

দ্বীনকে দুনিয়া উপার্জনের মাধ্যম বানাবেন না

ইমামতি, খতিবী, মুয়াজ্জিনী এবং পাঠদান নিঃসন্দেহে উত্তম ইবাদত এবং এতে পারিশ্রমিক নেয়াও জায়িয, কিন্তু এগুলোকে দুনিয়া উপার্জনের মাধ্যম যেনো না বানানো হয়, কেননা দ্বীনের বাহানা দিয়ে দুনিয়া উপার্জনকারীদের জন্য

হাদীসে মুবারাকায় কঠিন সতর্কবাণীও এসেছে। যেমনটি **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: শেষ জমানায় কিছু লোক বের হবে, যারা দ্বীনের বাহানা দিয়ে দুনিয়া উপার্জন করবে, মানুষের সামনে ভেড়ার চামড়া পরিধান করবে, তাদের মুখ চিনির চেয়েও মিষ্টি হবে এবং তাদের অন্তর নেকড়ের ন্যায় হবে। **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন যে, আমার সঙ্গে কি প্রতারণা করছো বা আমার উপর বীরত্ব দেখাচ্ছো, আমি আমার শপথ করছি যে, তাদের উপর তাদেরই মধ্য থেকে এমন ফিতনা প্রেরণ করবো, যা সহিষ্ণু ব্যক্তিকেও বিচলিত করে তুলবে।

(জামেউত তিরমিযী, কিতাবুয যুহুদ, হাদীস নং-২৪১২, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮১)

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসের আলোকে লিখেন: এখানে উভয় অর্থই হতে পারে অর্থাৎ দুনিয়াকে দ্বীনের মাধ্যমে ধোকা দিবো অথবা দ্বীনের বাহানায় দুনিয়া উপার্জন করবে, যে লোকেরা ইসলামের নামে কোরআনের নেপথ্যে জুব্বা ও পাগড়ী দ্বারা প্রতারণা করে দুনিয়া উপার্জন করে, এরা হলো নিকৃষ্ট সৃষ্টি।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দ্বীনের মাধ্যমে দুনিয়া অন্বেষণকারীরে পরিণাম

এক ব্যক্তি হযরত মূসা কলীমুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর খাদিম ছিলে, যখন সে অনেক সম্পদশালী হয়ে গেলো তখন বহুদিন যাবৎ দেখা গেলো না। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তার ব্যাপারে লোকজন থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, কিন্তু তার কোন খবর পাওয়া গেলো না, অতঃপর একদা এক লোক এলো, যার হাতে একটি শুকর ছিলো, যার গলায় কালো রশি ছিলো। হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কি অমুক ব্যক্তিকে চেনো?" সে বললো: "জী হ্যাঁ! এই শুকরটিই সেই ব্যক্তি।" তখন হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام দোয়া করলেন: "হে **আল্লাহ তায়ালা**! আমি তোমার নিকট এই বিষয়ে প্রার্থনা করছি যে, তুমি এই মানুষটিকে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দাও, যাতে আমি

জিজ্ঞাসা করতে পারি যে, কী কারণে তার এ অবস্থা হলো?" **আল্লাহ তায়ালা** তাঁর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন: "যদি আপনি আমার নিকট আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর ন্যায় কিংবা তাঁর চেয়েও অধিক প্রার্থনা করেন, এর পক্ষে তা কবুল করবো না কিন্তু আমি আপনাকে এটা জানিয়ে দিচ্ছি যে, তার সাথে এসব এ কারণেই হয়েছে যে, **"সে দ্বীনের মাধ্যমে দুনিয়া অন্বেষণকারী ছিলো।"**

(ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন, কিতাবুল ইলম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইবাদতের পূর্বে নিয়্যত পরিশুদ্ধ করে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিত, যেকোন নেক আমল শুরু করার পূর্বে নিজের মনের মাঝে ভালভাবে চিন্তা ভাবনা করে নিন যে, আমি কি এই আমলটি **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্য করছি নাকি মানুষকে দেখানোর জন্য, অতঃপর নিজের নিয়্যতকে পরিশুদ্ধ করে শুধুমাত্র **আল্লাহর** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এই নেক আমলটি করা উচিত।

নিয়্যত পরিশুদ্ধ হওয়ার অপেক্ষা

মনে রাখবেন! আমল দুই প্রকার হয়ে থাকে: (১) সেসব আমল, যার সম্পর্ক শুধুমাত্র আমাদের ব্যক্তিসত্তার সাথে হয়ে থাকে, যেমন; রোযা, নামায, হজ্ব ইত্যাদি। যদি এসব আমলের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র মানুষকে দেখানো হয়ে থাকে, তবে তা নিরেট গুনাহ, সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়্যত পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে না, এই আমল করবেন না। তবে হ্যাঁ! যদি নিয়্যত পরিশুদ্ধ হওয়ার অপেক্ষায় কোন ফরয অথবা ওয়াজিব বর্জিত হয়, যেমন; জামাআত ছুটে যায় কিংবা নামাযই কাযা হয়ে যাবার আশঙ্কা হয়, তবে বিলম্ব করার অনুমতি নাই।

(২) সেসব আমল, যার সম্পর্ক সৃষ্টিকুলের সঙ্গে হয়ে থাকে, যেমন; খেলাফত, বিচারকার্য, ওয়াজ-নসিহত, পাঠদান, ফতোয়া প্রদান ইত্যাদি। হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নিকট এক ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর মানুষদের ওয়াজ-নসিহত করার অনুমতি প্রার্থনা করলো, তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ

তাকে বারণ করে দিলেন, তখন সে আরয করলো: "আপনি কি আমাকে লোকজনকে ওয়াজ করা থেকে বারণ করছেন?" তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: "আমার ভয় হয় যে, তুমি যেনো ফুলে আসমান পর্যন্ত উঠে না যাও।"

(ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন, কিতাবু যাম্মিল জাহি ওয়ার রিয়া, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১০০)

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ আমাদেরকে বুঝাতে গিয়ে লিখেন: সুতরাং মানুষের ওয়াজ ও নসিহত এবং ইলমের বিষয়ে বর্ণিত ফযিলত দ্বারা প্রতারিত হওয়া উচিৎ নয়, কেননা এ বিপদ সবচেয় বেশি। আমি কাউকে এই আমল ত্যাগ করতে বলছি না, কেননা এতে মূলতঃ কোনই আপদ নাই বরং আপদ তো ওয়াজ ও নসিহত, পাঠদান ও ফতোয়া প্রদান এবং হাদীস বর্ণনায় **রিয়ায়** লিপ্ত হওয়াতেই, সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দার লক্ষ্য কোন দ্বীনি উপকারিতা হয়, তবে তার এসব আমল ত্যাগ করা উচিত নয়, যদিওবা এতে **রিয়াবৃত্তির** মিশ্রনও হয়ে যায় বরং আমরা তো তাকে সেসব আমল পালন করার পাশাপাশি নফসের সাথে জিহাদ করতে, একনিষ্টতা অবলম্বন করতে এবং **রিয়ার** বিপদ বরং এর নামগন্ধ থেকেও বিরত থাকার জন্য বলছি।

(ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন, কিতাবু যাম্মিল জাহি ওয়ার রিয়া, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৯ থেকে ৪০১)

একটি কুমন্ত্রণা ও এর উত্তর

এক ইসলামী ভাই আশিকানে রাসূলের সাথে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাফেলায় সফর করে। যখন জাদুয়াল অনুযায়ী রাত্রে যথাসময়ে **আল্লাহর** পথের মুসাফির ইসলামী ভাইয়েরা জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করলো, তখন তাদের দেখে এই ইসলামী ভাইও সাহস করলো এবং তাহাজ্জুদের নামায পড়লো, অথচ সে তাহাজ্জুদ আদায়ে অভ্যস্ত ছিলো না, তার মনে কুমন্ত্রণা এলো যে, হয়তো এটা **রিয়া**, কিন্তু মূলতঃ তা নয় বরং এর কিছু অবস্থা রয়েছে:

(১) যদি সেই ইসলামী ভাই তাহাজ্জুদ এবং অন্যান্য নেকী সমূহে অন্যান্যদের অনুকরণ এজন্যই করে যে, এরা সবাই **আল্লাহর** দ্বীনে একনিষ্ট এবং তারা তাহাজ্জুদের সৌভাগ্য অর্জন করতে অথবা সাদায়ে মদীনা লাগানোর জন্য নিজেদের ঘুম বিসর্জন দিয়েছে, আমিও তাদের সহচর্যের বরকত অর্জন করে

আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য তাহাজ্জুদ আদায় করছি, তবে তা **রিয়া** নয়, কেননা যদি এই ইসলামী ভাই নিজের ঘরে থাকতো তবে ঘুমের জন্য রাতের ইবাদতগুলো করতে পারতো না বা এতে আলসতা সৃষ্টি হয়ে যেতো অথবা ঘরের বিভিন্ন কাজে লিপ্ত হয়ে যেতো। এমন অবস্থায় শয়তানি কুমন্ত্রণার প্রতি মনযোগ দিবেন না, কেননা এমতাবস্থায় মানুষ প্রায় শয়তানি কুমন্ত্রণায় এমনিভাবে শিকার হয়ে যায় যে, শয়তান তাকে বলে: "যে কাজ তুমি ঘরে করো না, যদি সেই কাজ মানুষের সামনে করো, তবে **রিয়াকার** হয়ে যাবে।" আর এভাবেই মানুষ নেকী থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

(২) আর যদি সেই ইসলামী ভাই অন্যদের সাথে তাহাজ্জুদের নামায এই জন্যই পড়ে যে, মানুষ তার প্রশংসা করবে অথবা এই কারণে যে, তাহাজ্জুদ না পড়াতে যেনো কেউ আমাকে অলস ও উদাসীন মনে না করে, তবে তা **রিয়া**, কেননা তার মানুষ থেকে প্রশংসা ও সুনামের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা অথবা **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদত নিজের থেকে নিন্দাকে দূর করা কিংবা নিজের মর্যাদা কমে যাওয়ার ভয়ে করা, এসবই **আল্লাহ তায়ালা**র নাফরমানি। (এমন ইসলামী ভাইদের উচিত যে, নেক আমল বর্জন করার পরিবর্তে নিজের নিয়্যতকে পরিশুদ্ধ করে নেওয়া)। **(ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন, কিতাবু যাম্মিল জাহি ওয়ার রিয়া, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪০৪)**

উত্তমদের অনুকরণও উত্তম হয়ে থাকে

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ (অনুকরণ) করবে, তবে সে সেই সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত। **(আবু দাউদ, কিতাবুল লিবাস, হাদীস নং- ৪০২১, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৬)**

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসের আলোকে লিখেন: অর্থাৎ যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কাফির, ফাসিক, গুনাহারদের ন্যায় পোষাক পরিধান করে, তাদের আকৃতি গ্রহন করে, কাল কিয়ামতে তাদের সাথে উঠবে এবং যে ব্যক্তি মুত্তাকী মুসলমানের আকৃতি গ্রহণ করে, তাঁদের পোষাক পরিধান করে, সে কাল কিয়ামতে اِنْ شَآءَ الله মুত্তাকীদের দলের সাথেই উঠবে, মনে

রাখবেন যে, কারো ন্যায় আকৃতি গ্রহন করা তাশাব্বুহ অর্থাৎ সাদৃশ্য এবং কারো ন্যায় চরিত্র গ্রহন করা তাখাল্লুক অর্থাৎ চরিত্রায়িত হওয়া, এখানে তাশাব্বুহ অর্থাৎ সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। **একটি ঘটনা:** ফিরাউনের ডুবে যাওয়ার দিন সকল ফিরাউনি ডুবে গেলো, কিন্তু ফেরাউনি এক ছদ্মবেশধারী বেঁচে গেলো। মূসা عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ**র দরবারে আরয করলেন: "**মওলা**! এ কেনো বেঁচে গেলো?" ইরশাদ করলেন: "সে আপনারই আকৃতি ধারণ করে ছিলো, আমি মাহবুবের আকৃতি ধারণকারীকেও শাস্তি দিই না।" (মিরকাত) মুসলমানদের উচিৎ যে, নামায ও রোযা ইত্যাদি ইবাদতেও উত্তমদের বিশেষ করে উত্তমদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুকরণ করার নিয়্যত করে নেয়া। মন বসুক বা না বসুক আকৃতি তো **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই ন্যায় হয়ে যায়। اِنْ شَآءَ الله আসলের বরকতে **আল্লাহ** আমরা অনুকরণকারীদেরও ক্ষমা করে দিবেন। (মিরআতুল মানাজীহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ১০৯) হ্যাঁ! এই নিয়্যত যেনো না হয় যে, লোকেরা আমার প্রশংসা করুক, এটি **রিয়া** এবং হারাম।

ইবাদতের সময় যদি মনে রিয়া এসে যায় তবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রিয়ার অনুপ্রবেশ শুধুমাত্র ইবাদতের শুরুতেই হয় না বরং আমল করার সময় এবং এর পরবর্তীতেও হয়ে থাকে। যদি কেউ একনিষ্ঠতা সহকারে ইবাদত শুরু করলো অতঃপর ইবাদতের মাঝখানে **রিয়া**র মনোভাব মনে সৃষ্টি হলো, তবে যদি সে এই শয়তানি মনোভাব তাৎক্ষণিকভাবে পরিত্যাগ করে দেয়, তবে তার এই ইবাদত বিশুদ্ধ (অর্থাৎ একনিষ্ঠতা সমৃদ্ধ) হয়ে গেলো আর সে সাওয়াবও পাবে। **আল হাদীকাতুন নাদীয়া** প্রথম খন্ডে উল্লেখ রয়েছে: শুধুমাত্র **রিয়া**র ধারণা মনে উদয় হওয়া এবং প্রবৃত্তি সেদিকে ধাবিত হওয়া ক্ষতিকর নয়, কেননা শয়তান তো প্রত্যেক মানুষের উপর জুড়ে আছে। তাই এই বিষয়টি উল্লেখিত বান্দার ক্ষমতাভুক্ত নয় যে, সে শয়তানি কুমন্ত্রণাগুলো রোধ করতে পারবে এবং সেদিকে আকৃষ্ট হবে না। কারণ হলো যে, শয়তান কুমন্ত্রণা দিতেই থাকে এবং মানুষের উচিৎ যে, এসব কুমন্ত্রণাকে

মনের মাঝে স্থান না দেয়া এবং শয়তানি প্রতারণার প্রতিধন্ধিতা ইলমে দ্বীন এবং ঘৃণা ও অস্বীকৃতি দ্বারা করা। (আল হাদীকাতুন নাদীয়া, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৬)

আর যদি সে **রিয়ার** এই শয়তানি মনোভাবকে মনের মধ্যে স্থান দেয়, এমনকি সেই ইবাদত পরিপূর্ণ হয়ে গেলো, তখন দেখা যাবে যে,

(১) সে অবশিষ্ট ইবাদত সেই **রিয়ার** কারণেই পরিপূর্ণ করছে, নাকি

(২) যদি **রিয়া** না হতো, তবুও ইবাদত পরিপূর্ণ করতো।

প্রথম অবস্থায় (অর্থাৎ যখন সে এই ইবাদত শুধুমাত্র **রিয়ার** কারণেই পরিপূর্ণ করলো) দেখা যাবে যে, যদি সেই ইবাদত নামায, রোযা এবং হজ্ব হয়ে থাকে তবে এমতাবস্থায় এসব আমলের সাওয়াব পাবে না। এর উদাহরণ হলো যে, কেউ নামায পড়া শুরু করলো, অতঃপর তার ভুলে যাওয়া মালের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেলো আর সে তা শীঘ্রই খুঁজে পেতে চায়, তবে যদি লোকজন না থাকতো সে নামায ভঙ্গ করে দিতো, কিন্তু সে তার নামাযকে মানুষের নিন্দার ভয়ে সম্পন্ন করলো, এমতাবস্থায় তার সাওয়াব নষ্ট হয়ে গেছে। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমল হলো পাত্রের ন্যায়; যদি এর শেষ ভাল হয়, তবে প্রথমও ভাল হবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং-৪১৯৯, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৬৮)

আর যদি সেই আমল নামায, রোযা এবং হজ্ব ছাড়া অন্য কিছু হয়ে থাকে যেমন; সদকা, তিলাওয়াতে কোরআন ইত্যাদি হয়, তবে যতটুকু আমলে **রিয়া** অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, ততটুকু আমল নষ্ট হয়ে যাবে, এর পূর্বের গুলো নয়, কেননা এর প্রতিটি অংশের বিধান আলাদা।

(ইহইয়াউল উলূম, কিতাবু যাম্মিল জাহি ওয়ার রিয়া, আল ফছলুস সানী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৭-৩৭৮)

দ্বিতীয় অবস্থায় (অর্থাৎ যদি **রিয়া** নাও হতো, তবুও ইবাদত পরিপূর্ণ করতো) যে পরিমাণ **রিয়া** তার সেই আমলে আকস্মিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তবে সে পরিমাণ সাওয়াব নষ্ট হবে, সম্পূর্ণ ইবাদতের নয়। যেমন; কোন ব্যক্তি নামায পড়ছে এবং কিছু লোক এসে গেলো (যদি তারা নাও আসতো, তবুও সে নামায পুরাটাই পড়তো) এবং সে তাদের আগমনে আনন্দিত হলো আর লোকদেখানোর অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেলো, যেমন; সে তার রুকু ও সিজদা

উত্তমরূপে করতে শুরু করলো, তবে সে এই নামাযের সাওয়াব তো পাবে, কিন্তু যে সৌন্দর্য **রিয়ার** কারণে সৃষ্টি হলো, তার সাওয়াব পাবে না। ইমাম গাযালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: "যদি কোন ব্যক্তির ইবাদত মানুষের মাঝে প্রকাশ হওয়া তার আগ্রহে বৃদ্ধি ঘটায় এবং উদ্যম সৃষ্টি করে এবং যদি মানুষের মাঝে তার ইবাদত প্রকাশ না হতো তবুও সে ইবাদত বাদ দিতো না, আর যদিওবা তার নিয়্যত **রিয়াই** হয়ে থাকে, তবে আমাদের ধারণা যে, তার মূল সাওয়াব নষ্ট হবে না, **রিয়ার** পরিমাণ অনুযায়ী তার শাস্তি হবে; আর সাওয়াবের নিয়্যত অনুযায়ী সাওয়াব সে পাবে।" **(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৮)**

বাহারে শরীয়ত ষোড়শ অংশের ২৩৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: "কোন ইবাদত একনিষ্ঠতা সহকারে শুরু করলো, কিন্তু আমল আদায়কালীন সময়ে **রিয়া** অনুপ্রবেশ করলো, তবে এ কথা বলা যাবে না যে, **রিয়া** সহকারে ইবাদত করলো বরং এই ইবাদত একনিষ্ঠতা সহকারেই হয়েছে, তবে হ্যাঁ, এর পর ইবাদতে যে পরিমাণ সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে তা হবে **রিয়ার**।"

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

নিজের নেকী সমূহ প্রকাশ করা কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি কোন ইবাদত একনিষ্ঠতা সহকারে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো অর্থাৎ এর প্রথম থেকে শেষ অবধি কোন **রিয়াবৃত্তি** পাওয়া গেলো না, কিন্তু পরবর্তীতে যদি তা মানুষের সামনে প্রকাশ করা হয়, তবে তার দুইটি অবস্থা: **প্রথম:** এ কারণেই ইবাদত প্রকাশ করছে যে, সে মানুষের নেতা এবং তার আমল থেকে এরা নেক আমলের উৎসাহ পাবে, তবে তার নিজের নেকী সমূহ মানুষের সামনে প্রকাশ করা জায়িয ও উত্তম। যেমন; ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুর্শিদ, ওয়ায়েজ, ওস্তাদ কিংবা এমন যেকোন ব্যক্তি যে, মানুষ যাদের অনুসরণ করে। হযরত সায়্যিদুনা ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: গোপন ইবাদত প্রকাশ্য ইবাদত থেকে

উত্তম আর লোকেরা যার অনুসরন করে তাদের প্রকাশ্য (ইবাদত) গোপন (ইবাদত) থেকে উত্তম। (শুয়াবুল ঈমান, হাদীস নং-৭০১২, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৬)

হাকীমুল উম্মত মুফতী হযরত আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: নিজের ইবাদত মানুষকে দেখানো যদি শিক্ষার জন্য হয়, তবে তা **রিয়া** নয় বরং ইলমের তাবলীগ ও শিক্ষাদান, এতে সাওয়াব রয়েছে। মাশায়িখগণ বলেন: **সিদ্দিকীনদের রিয়া মুরিদদের একনিষ্টতা থেকেও উত্তম**। এটিই এর মর্ম।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১২৭)

দ্বিতীয়: মানুষের সামনে এ কারণেই ইবাদত প্রকাশ করে যে, তারা তার প্রশংসা ও সুনাম করবে, তবে এই কাজ নিন্দনীয় এবং এই অবস্থায় ইবাদত গোপন রাখারই বিধান রয়েছে। (আল হাদীকাতুন নদীয়া, ১ম খন্ড, ৪৮১)

ইবাদত করার পর শরীয়তের বিনা অনুমতিতে প্রকাশ করা অবস্থায় এর সাওয়াব অবশিষ্ট থাকবে কি না, এ ব্যাপারে ওলামাদের মতানৈক্য রয়েছে, অবশ্য ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর গবেষণা হলো যে, সাওয়াব অবশিষ্ট থাকবে কিন্তু **রিয়াবৃত্তির** শাস্তি ভোগ করতে হবে। সুতরাং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: "এটা বিষয়টি অমুলক যে, আমল করার পর উদ্ভব হওয়া বিষয় আমলের সাওয়াবকে নষ্ট করে দিবে বরং সম্ভাব্য অধিক কিয়াস এটাই যে, বলা যাবে, সে তার বিগত আমলের সাওয়াব পাবে এবং আমলের শেষে সে যে প্রদর্শন করেছে (অর্থাৎ **রিয়া** করেছে) তার শাস্তি পাবে।

(ইহইয়াউল উলূম, কিতাবু যাম্মিল জাহি ওয়ার রিয়া, আল ফসলুস সানী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উৎসাহ প্রদানার্থে নেকী প্রকাশ করার ২টি শর্ত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের আমলকে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রকাশকারীর দু'টি দায়িত্ব রয়েছে: **প্রথম** দ্বায়িত্ব হলো যে, এমন স্থানে প্রকাশ করবে যেখানে অনুসরনের দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে অথবা কমপক্ষে ধারণা হবে, কেননা অনেক লোক এমন হয়ে থাকে যে, তাদের অনুসরন পরিবার-পরিজনরা করে থাকে কিন্তু প্রতিবেশীরা করে না, অনেক এমন যে, প্রতিবেশীরা তাদের

অনুসরন করে কিন্তু সমাজের লোকেরা করে না, অনেক এমনও রয়েছে যে, তাদের মহল্লাবাসীরা তাদের অনুসরন করে। তাই যেখানে তার অনুসরন করা হয়, সেখানেই প্রকাশ করা শোভনীয়। কিন্তু প্রসিদ্ধ আলিমের অনুসরন সব লোকই করে। সুতরাং যখন আলিম নয় এমন ব্যক্তি কোন ইবাদত প্রকাশ করবে, তখন হয়তো একে **রিয়া** অথবা নিফাক হিসাবে গণ্য করা যাবে আর মানুষ তাকে অনুসরন করার পরিবর্তে তার নিন্দা করবে, তখন আমল প্রকাশ করার কোন উপকারই হবে না। মোটকথা প্রকাশ করার জন্য অনুসরনের নিয়্যত থাকা আবশ্যক আর এই নিয়্যত সেই ব্যক্তিরই করা উচিত, যার অনুসরন করা হয় এবং সে তাদেরই মাঝে অবস্থানরত থাকবে, যারা তাঁর অনুসরন করে। **দ্বিতীয়** দায়িত্ব হলো যে, নিজের মনের প্রতি দৃষ্টি রাখবে, কেননা অনেক সময় এতে গোপন **রিয়া** বিদ্যমান থাকে, যা তাকে আমল প্রকাশ করতে বাধ্য করে, অনুসরন তো কেবল একটি বাহানা মাত্র।

মুখলিসদের অংশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত উভয় দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া মুখলিসদেরই অংশ, সুতরাং দুর্বল মানুষের জন্য শোভনীয় নয় যে, এই পদ্ধতিতে নফস ও শয়তানের ফাঁদে ফেঁসে যাওয়া আর অসাবধানতা বশতঃ ধ্বংস হয়ে যাওয়া, কেননা দুর্বল মানুষের উদাহরণ সেই ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায়, যে সামান্য সাঁতার জানে এবং সে কিছু লোককে ডুবতে দেখে তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয় এবং তাদের প্রতি মনযোগী হয়ে যায়, যখনই তারা তাকে আঁকড়ে ধরে তখন তারাও ধ্বংস হয়ে যায় আর সে নিজেও ডুবে যায়। অতঃপর দুনিয়ায় পানিতে ডুবার কষ্ট একবারই হয়ে থাকে, কিন্তু **রিয়াবৃত্তির** শাস্তি তো স্থায়ী আর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত থাকবে। দুর্বল লোকেরা তো একদিকে, এটি তো এমন দুর্গম একটি ধাপ যে, ওলামা ও ইবাদতগুজার লোকদের পাও পিছলে যেতে পারে, কেননা তারা আমল প্রকাশ করার ক্ষেত্রে দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাদৃশ্য তো গ্রহণ করলো, কিন্তু তাদের হৃদয় একনিষ্টতার উপর দৃঢ় নয়, সুতরাং **রিয়ার** কারণে গুনাহগার হবে।

নফস ও শয়তানের প্রতারণা চেনার পদ্ধতি

নফস ও শয়তানের প্রতারণা এভাবেও চেনা যায় যে, উৎসাহ প্রদানার্থে নিজের নেক আমল প্রকাশ করার পূর্বে নিজের মনকে প্রশ্ন করুন যে, "যদি তোমাকে বলা হয়, তোমার আমল গোপন রাখো, যাতে লোকেরা অন্যের আমলের অনুসরণ করে, যে তোমার সমসাময়িক এবং তুমি আমল গোপন রাখার সাওয়াব সেই পরিমাণ পাবে, যে পরিমাণ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।" এখন যদি তার মন এ বিষয়ের প্রতি ঝুঁকে যায় যে, তারই অনুসরন করা হোক এবং সে-ই আমল প্রকাশ করুক, তবে তার বুঝে নেয়া উচিত যে, আমল প্রকাশ করার উদ্দেশ্য হলো **রিয়াবৃত্তি;** সাওয়াব অন্বেষণ নয়। না মানুষকে নিজের অধীনে নেয়া, আর না তাদেরকে নেক কাজে উদ্বুদ্ধ করা, কেননা মানুষ তো অন্য লোককে দেখেও উদ্বুদ্ধ হয়ে যায় আর সে আমল গোপন রাখায় অধিক সাওয়াব পেতো! যদি মানুষকে দেখানো উদ্দেশ্য না হতো, তবে **তার মন আমল গোপন রাখতে মানছে না কেন?** **(ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন, কিতাবু যাম্মিল জাহি ওয়ার রিয়া, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেকী গোপন করুন

প্রত্যেক ইসলামী ভাইয়ের উচিৎ যে, নিজে কাছা আলগা (অসাবধানতা) বশতঃ নফস ও শয়তানের ফাঁদে ফেঁসে যাওয়া থেকে বাঁচান, কেননা নফস বড়ই ধোকাবাজ, শয়তানও সুযোগ সন্ধানে অপেক্ষায় থাকে আর পদ ও মর্যাদার অভিলাষ মনের মাঝে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে এবং প্রকাশ্য আমল সমূহ আপদ থেকে অনেক কমই সংরক্ষিত থাকে আর আমলের নিরাপত্তা তা গোপন রাখার মাঝেই নিহিত। যখন তা প্রকাশ করা এতই বিপদজনক, যার প্রতিদন্ধিতা করার শক্তি আমাদের মতদের নাই, তবে আমাদের মত দুর্বলদের জন্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকাই সর্বাধিক উত্তম। সুতরাং কারো সামনে নিজের নেক আমল সমূহ প্রকাশ করার পূর্বে মনে মনে ভালভাবে চিন্তা করে নিন। এমন

যেনো না হয় যে, আমরা শয়তানের ফাঁদে ফেঁসে গিয়ে **রিয়াবৃত্তি**র আপদ নিজের মাথায় তুলে নিয়েছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রিয়া থেকে বেঁচে থাকা আমল করার চেয়ে অনেক কঠিন

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় আমল করে তা **রিয়া** থেকে মুক্ত রাখা, আমল করার চেয়ে অনেক কঠিন এবং মানুষ যখন আমল করে, তখন তার জন্য এমন নেক আমল লিখে দেয়া হয়, যা একাকীত্বে করা হয়েছে এবং তার জন্য সত্তর গুণ সাওয়াব বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। অতঃপর শয়তান তার সাথে লেগে থাকে (এবং প্রলুব্ধ করতে থাকে) এক পর্যায়ে সে ব্যক্তি ঐ আমলের কথা মানুষের সামনে বলে করে দেয়, তা প্রকাশ করে, তখন তার জন্য ঐ আমল (গোপনের স্থলে) প্রকাশ্য হিসেবে লিখে দেওয়া হয় আর প্রতিদানে সত্তর গুণ বৃদ্ধি রহিত করে দেওয়া হয়। শয়তান তারপরও তার সাথে লেগে থাকে, এক পর্যায়ে সে দ্বিতীয়বার মানুষের সামনে সেই আমলের কথা উল্লেখ করে আর চায় যে, লোকেরাও তা আলোচনা করুক এবং ঐ আমলের কারণে তার প্রশংসা করা হোক, তা প্রকাশ্য থেকেও রহিত করে দিয়ে **রিয়া** হিসেবে লিখে দেয়া হয়। অতএব বান্দারা **আল্লাহ তায়ালা**কে ভয় করুন, নিজেদের দ্বীনের হিফাযত করুন এবং নিশ্চয় **রিয়াবৃত্তি** শিরক (শিরকে আসগর)।"

(আত তারগীবু ওয়াত তারহীব, কিতাবুল মুকাদ্দামা, বাবুত তারহীবু মিনার রিয়া, হাদীস নং-৫৬, পৃষ্ঠা ৬৯)

আল্লামা আব্দুল গনী নাবুলসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাদেরকে বুঝাতে গিয়ে বলেন: "যেহেতু **রিয়া ও একনিষ্ঠতা**র প্রতিটিতেই শয়তানি ফাঁদ ও ধোঁকাবাজি রয়েছে, সেহেতু তোমার সজাগ থাকা আবশ্যক, অতএব যদি তুমি জান না যে, তুমি কি মুখলিস নাকি **রিয়াকার**, তবে তোমার নেক আমল সমূহ গোপন রাখাই শ্রেয়, কেননা এতে তোমার জন্য কোন প্রকারের ক্ষতি নাই।"

(আল হাদীকাতুন নাদীয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫১৭)

মেরা হার আমল ব্যস তেরা ওয়াস্তে হো
কর ইখলাস এ্যয়সা আতা ইয়া ইলাহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাহদীসে নেয়ামত কাকে বলে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোন ইবাদত শেষ করার পর মানুষের সামনে **আল্লাহ তায়ালার** নেয়ামত চর্চা হিসেবে তা বর্ণনা করাকে তাহদীসে নেয়ামত বলা হয়। এতেও একনিষ্টতা ও **রিয়া** উভয়ের আশঙ্কা থাকে। এর বিধানও একইরূপ, অর্থাৎ অনুসরনীয় ব্যক্তির (অর্থাৎ মানুষ যে লোকের অনুসরন করে) জন্য উত্তম হলো যে, মানুষের সামনে বর্ণনা করা আর যদি লোকজন দ্বারা নিজের প্রশংসা করানো উদ্দেশ্য থাকে, তবে তা গুনাহ। হ্যাঁ! যদি এরূপ ইবাদত প্রকাশ করাতে **রিয়া** অনুপ্রবেশের পথ পায়, তবে তা গুনাহ, কিন্তু এতে বিগত ইবাদত নষ্ট হয় না, কেননা এই ইবাদত যখন আদায় করা হয়েছিলো, তখন বিশুদ্ধ রূপেই তা আদায় হয়েছিলো আর লোকজনকে নিজের ইবাদতের কাহিনী শোনানো এটি বিগত ইবাদতের পরেই সৃষ্টি হওয়া একটি নতুন কাজ, যার কারণে বান্দা শুধুমাত্র গুনাহগার হবে, বিগত ইবাদত নষ্ট হবে না। সর্বোপরি যেসব ইবাদত প্রকাশ করাতে বান্দা বাধ্য নয়, সেসব ইবাদতের ব্যাপারে উত্তম হলো, তা গোপন করা, কেননা এতে বহুবিধ মন্দ থেকে পরিত্রাণ রয়েছে, অতঃপর যদি কাউকে শিখানোর ইচ্ছা থাকে অথবা সে ব্যক্তি যদি অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকে, তবে এখন গোপন রাখার চেয়ে প্রকাশ করে দেওয়াই শ্রেয়।

(হাদীকাতুন নাদীয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৭৪)

১০১ বার মন থেকে ভেবে নিন

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদের বুঝাবার জন্য **'ফয়যানে সুন্নাত'** প্রথম খন্ড, ১০৩৬ পৃষ্ঠায় লিখেন: "নেয়ামতের চর্চার উদ্দেশ্যে কখনো কখনো সৎ কর্ম করে তা প্রকাশ করার অনুমতি রয়েছে। অনুরূপভাবে কোন পেশওয়া, তিনি নিজের আমলকে এজন্যই প্রকাশ করছেন

যে, যেন তাঁর অধিনস্থ লোকেরা তাঁকে দেখে আমল করার উৎসাহ পায়, এটা রিয়াকারী নয়। তবে প্রত্যেককে নিজের আমল প্রকাশ করার সময় নিজের অন্তরের অবস্থা ১০১ বার যাচাই করে নেয়া উচিৎ, কেননা শয়তান খুব বড় ধোঁকাবাজ, হতে পারে সে এভাবে উস্কানী দিয়েও তাঁকে রিয়াকারীতে লিপ্ত করে দেয়, যেমন; অন্তরে প্ররোচনা দিচ্ছে যে, লোকজনকে বলে দাও, "আমি তো শুধু নেয়ামতের চর্চার উদ্দেশ্যে নিজের আমলগুলো প্রকাশ করছি।" অথচ অন্তরে এ আত্মতৃপ্তিই লালিত হচ্ছে যে, এভাবে বললে মানুষের অন্তরে আমার সম্মান বেড়ে যাবে।" এটা নিশ্চিতভাবে রিয়া আর সাথে নেয়ামতের চর্চার কথা বলা রিয়ার উপর রিয়াই। এর সাথে, মিথ্যার মতো কবীরা গুনাহের ধ্বংসতো আছেই। বিস্তারিত জানতে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর তাসাউফের কিতাব "**ইহইয়াউল উলুম**' ও '**কীমিয়ায়ে সাআদাত**' থেকে নিয়্যত, নিষ্ঠা ও রিয়ার অধ্যায় গুলো পড়ুন। আহ! যদি শয়তান সেগুলো পড়া থেকে বঞ্চিত না করতো! কেননা এ অভিশপ্ত শয়তান কখনো এটা চাইবে না যে, মুসলমানের আমল নিষ্ঠাপূর্ণ হয়ে মকবুল হয়ে যাক!

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে নিষ্ঠার সাথে তোমার ইবাদত করার ও নফল রোযা বেশি পরিমাণে রাখার সৌভাগ্য দান করো! আমাদেরকে শয়তানের ওই বাহানা-অজুহাত ও চক্রান্তগুলোর পরিচয় দান করো, যেগুলো দ্বারা সে আমাদের আমল নষ্ট করে দেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রিয়া কারীউঁ সে বাঁচা ইয়া ইলাহী, মুঝে আবদে মুখলিস বানা ইয়া ইলাহী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পিপীলিকার চলাফেরার চেয়েও গোপনে ঘটে রিয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রকাশ্য ও গোপন হওয়ার দিক থেকে **রিয়া** দুই প্রকার: **রিয়ায়ে** জলী (প্রকাশ্য **রিয়া**) ও **রিয়ায়ে** খফী (গোপন **রিয়া**)। **রিয়ায়ে** জলী হলো সেই **রিয়া**, যা আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং এর উৎসাহ প্রদান

করে। এটি অত্যন্ত প্রকাশ্য ও বাহ্যিক **রিয়া**। অপরদিকে **রিয়ায়ে** খফী হলো সেই **রিয়া,** যা গোপন। (আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮১) **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"রিয়ার** একটি প্রকার হলো, যা পিপীলিকার চলাফেরার চেয়েও অধিক সূক্ষ্ম হয়ে থাকে।"

(মজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুয যুহদ, বাবু মা ইয়াকূলু ইয খাফা..., হাদীস নং-১৭৬৬৯, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৪)

রিয়ায়ে খফী থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত দূরূহ, কিন্তু **আল্লাহ তায়ালা** যাকে তৌফিক দেন, সেই বাঁচতে পারে। এর কয়েকটি প্রকার রয়েছে:

রিয়ায়ে খফীর চারটি প্রকার:

(১) সেই **রিয়া** যা কোন আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ তো করে না, কিন্তু এর কষ্টকে কমিয়ে দেয় আর তা করা সহজ হয়ে যায়। যেমন; কোন ব্যক্তি প্রত্যেহ তাহাজ্জুদের নামায পড়াতে অভ্যস্ত, কিন্তু তার নিকট কষ্টসাধ্যও মনে হয় আর যখন তার নিকট কোন মেহমান আসে কিংবা কারো নিকট তার তাহাজ্জুদ পড়ার কথা প্রকাশ হয়ে যায়, তখন তার পারঙ্গমতা বৃদ্ধি পায় আর তা সে প্রফুল্লচিত্তে পড়তে থাকে।

(২) সেই **রিয়া,** যা নেকীতে কোন প্রভাব ফেলে না অর্থাৎ সেই **রিয়া,** যা আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধও করে না, না এর কষ্ট কমায়, কিন্তু এর কারণে বান্দার অন্তর **রিয়ায়** এমনভাবে লিপ্ত হয়ে যায়, যেমন পাথরে আগুন লুকায়িত থাকে। **রিয়ায়ে** খফীর **এই প্রকারটি চেনা সহজ নয়,** এর সবচেয়ে বড় নিদর্শন হলো যে, যখন মানুষ তার ইবাদতের কথা জানতে পারে, তখন সে আনন্দিত হয়। অতএব অনেক ইসলামী ভাই এমনও রয়েছে, যারা নিজের আমলে মুখলিস, **রিয়াকে** অপছন্দ করে এবং নিজের আমলকে **রিয়ায়** লিপ্ত হওয়া ব্যতীত সম্পূর্ণও করে নেয়, কিন্তু যখনই লোকজন তার ইবাদতের কথা জেনে যায়, তারা আনন্দিত হয় এবং সেই ইবাদতের কষ্টগুলো ভুলে যায়। এমতাবস্থায় **রিয়া** তাদের অন্তরে এমনভাবেই লুকায়িত থাকে, যেমন পাথরে আগুন লুকায়িত থাকে। এই আনন্দ **রিয়ায়ে** খফীর ইঙ্গিত বহন করে, কেননা যদি অন্তর মানুষের প্রতি না থাকতো,

তবে সে নিজের ইবাদত সম্পর্কে তারা জানতে পারাতে আনন্দিত হতো না, এখন যদি সে এই আনন্দিত হওয়াকে মনে মনে নিন্দনীয় মনে না করে, তবে **রিয়ার** এই লুকায়িত ধারা আরো শক্তিশালী হয়ে যাবে অতঃপর এই ব্যক্তি প্রচেষ্টা চালাতে থাকে যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে কোন ভাবে মানুষ যেনো তার ইবাদতের অবস্থা জেনে যায় বরং অনেক সময় এমন অভ্যাসেও অভ্যস্থ হয়ে যায়, যাতে তার নেকী প্রকাশ হতে পারে, যেমন; দুর্বলতার কারণে আওয়াজ নিম্ন রাখা ও উভয় ঠোঁট শুষ্ক রাখার ইঙ্গিত রোযার এবং চোখের অশ্রুর চিহ্ন হলো **খোদাভীতিতে** কান্না করার ইঙ্গিত আর বার বার হাই তোলা ও নিদ্রা ভাব প্রকাশ করা গভীর রাত পর্যন্ত তাহাজ্জুদ আদায় করার প্রমাণ বহন করে।

(৩) সেই **রিয়া**, যাতে না মানুষের সামনে প্রকাশ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে, না ইবাদত প্রকাশ হওয়ার আনন্দ, অবশ্য এই বিষয়ে আনন্দ রয়েছে যে, ✲ সাক্ষাতকালে লোক তাকে আগে সালাম করলে ✲ তার সাথে আনন্দচিত্তে এবং সশ্রদ্ধ ও সসম্মানে সাক্ষাত করলে ✲ তার প্রশংসা করলে এবং তার প্রয়োজনাদি আনন্দচিত্তে পূর্ণ করলে ✲ বেচা-কেনার সময় তার জন্য বিশেষ মূল্য ছাড় দিলে (অর্থাৎ সস্তায় বিক্রি করলে কিংবা মূল্য না নিলে) ✲ কোন অনুষ্ঠানে গমন করলে তার জন্য জায়গা ছেড়ে দিলে ✲ তার খাতির যত্ন করলে ইত্যাদি।

যদি কেউ এসব ব্যাপারে সামান্যতমও অলসতা করে, তবে তা তার খুবই অপছন্দ হয়। যেনো সে তার **গোপন ইবাদত** প্রকাশ হওয়া তো চায় না, কিন্তু এর পরিবর্তে মানুষের শ্রদ্ধা ও সম্মান চায়, যদি সে এই ইবাদত না করতো, তবে তার মন এসবের চাহিদাও করতো না। যখন কোন ইসলামী ভাই এরূপ **রিয়ায়** লিপ্ত হয়ে যায়, তখন তার মননে (জ্ঞান বুদ্ধিতে) একটি পর্দা পড়ে যায় এবং সে শুধু এতে সন্তুষ্ট থাকে না যে, অন্তর্যামী **আল্লাহ তায়ালা** তার এসব নেকী সম্পর্কে জানেন। বর্ণিত সকল অবস্থায় নেকীর সাওয়াব নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং এ থেকে শুধুমাত্র সিদ্দীকিনরাই নিরাপদ থাকেন।

তোমাদের প্রয়োজনাদি কি পূরণ করা হয় না!

হযরত সায়্যিদুনা আলী كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: **"আল্লাহ তায়ালা** কিয়ামতের দিন ক্বারী সাহেবদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন: তোমাদেরকে কি পণ্য সস্তায় দেওয়া হতো না? তোমাদেরকে কি আগে সালাম করা হতো না? তোমাদের প্রয়োজনাদি কি পূরণ করা হতো না?" অপর এক হাদীসে (কুদসীতে) রয়েছে: "তোমাদের জন্য কোন প্রতিদান নাই, কেননা তোমরা তোমাদের প্রতিদান পুরোপুরি আদায় করে নিয়েছো।"

(আয যাওয়াজির আন একতিরাফিল কাবায়ির, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৬)

যেনো ক্ষতি না হয়

হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ**র পথে সফরকালে এক বুযুর্গ তার সহগামীদের বললেন: আমি অবাধ্যতার ভয়ে নিজের সম্পদ ও সন্তানাদি ত্যাগ করেছি, কিন্তু আমার এই বিষয়ে ভয় হয় যে, সম্পদশালীদের সম্পদের কারণে যে পরিমাণ অবাধ্যতার মুখোমুখি হতে হয়, তার চেয়ে বেশি যেনো আমাদের দ্বীনে ক্ষতি না হয়, কেননা আমাদের মধ্যে যে কেউ যখন সাক্ষাতে মিলিত হই, তখন নিজের দ্বীনি মর্যাদার কারণে নিজের সম্মানপ্রাপ্তির বাসনাকারী হয়ে থাকে আর যদি কোন পণ্য কিনে, তখন চায় যে, তার দ্বীনি মর্যাদার কারণে যেনো কম দামে পায়। যখন এ কথা তার বাদশাহের নিকট পৌঁছলো, তখন তিনি এক সিপাহীকে সাথে নিয়ে তার খেদমতে এসে উপস্থিত হলেন, অতএব পাহাড় ও প্রান্তর লোকে লোকারণ্য হয়ে গেলো। সেই বুযুর্গ কাউকে জিজ্ঞাসা করলো: এসব কী? বলা হলো: বাদশাহ আপনার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছেন। তিনি খাদেমকে বললেন: আমার জন্য খাবার নিয়ে এসো। সে শাক, যইতুনের তেল ও এক গুচ্ছ খেজুর নিয়ে এলো। সেই বুযুর্গ হা করে বড় বড় গ্রাস গোগ্রাসে গিলতে শুরু করলেন। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাদের ঐ সর্দার কোথায়? লোকেরা উত্তর দিলো: ইনিই। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলো: আপনি কেমন আছেন? বুযুর্গটি বললেন: সাধারণ মানুষের মতোই।

একথা শুনে বাদশাহ বললো: এ লোকটির নিকট কোন মঙ্গল নেই এবং ফিরে গেলো। তার চলে যাওয়ার পর বুযুর্গটি বললেন: **আল্লাহ তায়ালার** কৃতজ্ঞতা, **যিনি** তোমাকে আমার নিকট থেকে এভাবে ফিরিয়ে নিলেন, কেননা তুমি আমার নিন্দা করছিলে।

(ইহইয়াউল উলূম, কিতাবু যাম্মিল জাহি ওয়ার রিয়া, আল ফসলুর রাবেয়ে, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৫, ৩৭৬)

(তাঁর উপর আল্লাহর রহমত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।)

(৪) **রিয়ায়ে** খফীর একটি প্রকার এমন রয়েছে, যা ওয়ায়েজীন (যারা ওয়াজ করেন), মুদাররীসিন (যারা পাঠদান করেন) ও ওলামাদের জন্য বিশেষায়িত। তা এভাবে যে, তাঁদের মধ্য হতে যদি কেউ বচনশৈলী, অধ্যয়নের আধিক্য এবং অনন্য মুখস্থ শক্তির বদৌলতে ভাল বয়ান করে থাকেন, শরীয়ত ও তরীকতের গভীর জ্ঞান রাখেন, মানুষের তাঁর প্রতি আকর্ষণ থাকে, অতঃপর অন্য কোন ওয়ায়েজ বা আলিম সেসব লোকের সংশোধন করে কিংবা তারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোন আলিম বা পীরের নিকট গমন করে, তবে তিনি এতে বিষন্নতা বোধ করেন এবং হিংসায় লিপ্ত হয়ে যান, তবে তা এই ইঙ্গিত বহন করে যে, তিনি **রিয়ায়ে** খফীর শিকার হয়ে গেছেন। অনুরূপভাবে বয়ানের মাঝখানে যখন কোন সম্পদশালী ব্যক্তি কিংবা কোন পদমর্যাদাশীল লোক তাঁর মাহফিলে উপস্থিত হয়, তখন তাঁর বয়ান অসম্পূর্ণ রেখে তার তোষামোদি করতে শুরু করা অথবা নিজের ভাষাকে শালীন ও নম্র করে নেয়া। তবে হ্যাঁ! যদি তার সংশোধনের নিয়্যতে বয়ান দীর্ঘায়িত করে, যাতে সে তার গুনাহ থেকে তাওবা করে নেয় এবং সংশোধনের দিকে ধাবিত হয়, তবে এই নিয়্যত বিশুদ্ধ কিন্তু এই অবস্থায়ও **রিয়াবৃত্তির** শিকার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং বক্তার উচিত যে, **আল্লাহর** সকল সৃষ্টিকে একই দৃষ্টিতে দেখা আর ধনীকে তার সম্পদের কারণে গরীব থেকে এবং বড় ছোট এর কোন পার্থক্য না করা, তবে এভাবে সে اِنْ شَآءَ الله **রিয়াবৃত্তি** থেকে বেঁচে যাবে। **(আল হাদীকাতুন নাদীয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৭৬, ৪৭৭)**

আল্লাহ তায়ালার মুখলিস বান্দা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার মুখলিস বান্দারা সর্বদা গোপন **রিয়া**কে ভয় করে এবং চেষ্টা করেন যে, লোকজন তাঁদের নেক আমলসমূহের মাধ্যমে যেনো তাঁকে ধোঁকা দিতে না পারে, অন্য লোকেরা যতটুকু চেষ্টা নিজের গুনাহ গোপন রাখার জন্য করে, তার এর চেয়েও বেশি নিজেদের নেকী সমূহ গোপন রাখার বিষয়ে লোলুপ হয়ে থাকেন আর এর একমাত্র কারণ হলো যে, এসব লোক নিজেদের নেকী সমূকে বিশুদ্ধ রাখতে চায়, যাতে **আল্লাহ তায়ালা** কিয়ামতের দিন মানুষের সামনে তাঁদের সাওয়াব দান করেন, কেননা তাঁরা জানেন যে, **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে কিয়ামতের দিন শুধুমাত্র সেই আমলই কবুল হবে, যা একনিষ্টতা সহকারে করা হয়েছে। তাঁরা এও জানতেন যে, কিয়ামতের দিন তাঁরা অত্যন্ত অসহায় ও ক্ষুধার্ত থাকবেন এবং তাদের সম্পদ ও সন্তানাদি তাদের কোন কাজে আসবে না, সে ব্যতীত, যে **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে প্রশান্ত হৃদয় (অর্থাৎ গুনাহ থেকে মুক্ত অন্তর) নিয়ে উপস্থিত হবে, কোন পিতা সন্তানের উপকারে আসবে না, এমনকি সিদ্দিকীনরাও নিজেদের নিয়ে বিভোর থাকবেন, প্রত্যেকেই نَفْسِی نَفْسِی করতে থাকবে, যখন সিদ্দিকীনদেরই এরূপ অবস্থা হবে, তখন অন্যান্যদের অবস্থা কিরূপ হবে? যে সকল ব্যক্তি মনে মনে শিশু, পাগল এবং অন্যান্য লোকেরা নিজের আমল সম্পর্কে জানতে পারার পার্থক্য অনুভব করে থাকে, সে **রিয়া**র পর্যায়ভূক্ত হয়ে যায়, কেননা যদি সে এটা জানতো যে, লাভ-ক্ষতি দেয়ার মালিক এবং প্রত্যেক কিছুতেই ক্ষমতাশীল **আল্লাহ তায়ালাই**; এবং অন্য কেউ কোন কিছুরই ক্ষমতা রাখে না, তবে তার নিকট শিশু এবং অন্যান্য মানুষের জানতে পারা সমানই হতো এবং শিশু কিংবা বড়রা জানতে পারাতে তার অন্তরে কোন পার্থক্য আসতো না।

(আয যাওয়াজির আন একতিরাফিল কাবায়ির, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮২)

মনে রাখবেন! **রিয়াবৃত্তি**র এ সমস্ত নির্দশন সমূহ বান্দার নিজেরই জন্যই, অন্য কারো জন্য নয়, কেননা এসবের সম্পর্ক অন্তরের অবস্থার সাথেই আর অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে অন্য কেউ অবগত হতে পারে না। অতএব এই অবস্থা

অন্য কারো প্রতি অনুমান করে কু-ধারণা পোষণ করবেন না, কেননা কু-ধারণা হারাম এবং অনুরূপভাবে কারো ব্যাপারে ছিদ্রান্বেষণ করা, কারো গোমর ফাঁস করা এবং কারো মাঝে এই নিদর্শন খুঁজতে থাকা যেনো তার দূর্নাম করা যায়, এটাও হারাম।" (ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন, কিতাবুল হালালি ওয়াল হারাম, আল বাবুছ ছালেছ আল হালতুল উলা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫০। কিতাবুল আমরি বিল মারূফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নিজের প্রশংসায় আনন্দিত হওয়া কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি কারো নেক আমলের কারণে তার প্রশংসা করা হয়, তার আনন্দিত হওয়া স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু মনে রাখবেন যে, নিজের (সত্য) প্রশংসায় আনন্দিত হওয়ারও বিভিন্ন রূপ রয়েছে। অতএব এই আনন্দ কখনো হয় 'মাহমূদ' (অর্থাৎ পছন্দনীয়) আবার কখনো 'মাযমূম' (অর্থাৎ অপছন্দনীয়), সুতরাং আমাদের উচিত যে, যখনই কেউ আমাদের (সত্য) প্রশংসা করে, তখন তাকে নম্রভাবে নিষেধ করে দেওয়া, তবুও যদি কেউ আমাদের প্রশংসা করা থেকে বিরত না হয়, তবে উৎফুল্ল হওয়ার পরিবর্তে অন্তরে সৃষ্টি হওয়া আনন্দ সম্পর্কে ভাল ভাল নিয়্যত করে নেয়া উচিৎ। পছন্দনীয় আনন্দ চার প্রকার:

১... নিজের মানসিকতা এমন করুন যে, **আল্লাহ তায়ালা** আমার নেক আমল সমূহ মানুষের নিকট প্রকাশ করে আমার প্রতি দয়া করেছেন, কেননা **তিনিই** ইবাদত ও গুনাহের উপর পর্দা আবৃত করেন। **আল্লাহ তায়ালা** শুধুমাত্র **তাঁর** দয়ায় গুনাহের উপর পর্দা দিয়ে **তাঁর** ইবাদতকে প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং এর চেয়ে বড় দয়া কার উপর হতে পারে যে, **আল্লাহ তায়ালা স্বীয়** বান্দার গুনাহ গোপন করে দেন এবং ইবাদত প্রকাশ করে দেন, সুতরাং বান্দা তার উপর **আল্লাহ তায়ালার** দয়ার দৃষ্টির কারণে আনন্দিত হবে, মানুষের প্রশংসা আর তাদের অন্তরে এর জন্য যে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা রয়েছে সে কারণে আনন্দিত হবে না (তবে তা **রিয়া** নয়) যেমনটি **আল্লাহ তায়ালার** ইরশাদ করেন:

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ

(পারা ১১, সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আপনি বলুন, 'আল্লাহরই অনুগ্রহ ও তাঁরই দয়া, সেটারই উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত।

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হতে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করা হলো: মানুষ ভাল কাজ করে আর লোকেরা তার প্রশংসা করে (এটা **রিয়া** কি না)? ইরশাদ করেন: "এটি মুমিনদের জন্য তাৎক্ষণিক (অর্থাৎ পৃথিবীতে) সুসংবাদ।"

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং-২৬৪২, পৃষ্ঠা ১৪২০)

অর্থাৎ এটি **রিয়া** নয়, বরং কবুলিয়তের নিদর্শন যে, মানুষের মুখ দিয়ে আপনা থেকেই তার প্রশংসা বের হচ্ছে। মোটকথা হলো যে, **রিয়া**র সম্পর্ক আমলকারীর নিয়্যতের সহিত, যখন সে লোকদেখানো ও খ্যাতির নিয়্যতে নেক আমল করে সেটিই হবে **রিয়া**। (মিরআতুল মানাজীহ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১২৯)

২... অথবা আনন্দিত হওয়ার মত প্রশংসাযোগ্য হওয়া, তা এ কারণেই যে, বান্দা এ কথা ভেবে আনন্দিত হয়ে যায় যে, **আল্লাহ তায়ালা** যখন পৃথিবীতে তার গুনাহ সমূহ গোপন রেখেছেন এবং নেক আমল সমূহ প্রকাশ করে দিয়েছেন, তবে আখিরাতেও তার সাথে এরূপ আচরন করবেন, যেমনটি **নবীয়ে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ তায়ালা** যে বান্দার গুনাহ পৃথিবীতে গোপন রাখেন, আখিরাতেও তার গুনাহ গোপন রাখবেন।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুত তাওবা, কিসমুল আকওয়াল, হাদীস নং-১০২৯৬, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৭)

৩... অথবা বান্দা এই মনোভাব পোষণ করে যে, আমার নেক আমল সম্পর্কে জানা লোকেরা আমার আনুগত্যে আগ্রহী হবে আর এভাবে আমার দ্বিগুণ সাওয়াব হবে, একটি সাওয়াব তো এজন্য হবে যে, তার উদ্দেশ্য প্রথম থেকেই ছিলো আমলকে গোপন রাখার এবং দ্বিতীয় সাওয়াব তা প্রকাশ হওয়া ও মানুষ আনুগত্য করার জন্য হবে, কেননা ইবাদত ও আনুগত্যে যার অনুসরণ করা হয়, সে অনুসরণকারী সকলের সাওয়াবও পেয়ে থাকে এবং তাদের সাওয়াবেও কোন হ্রাস হয় না, সুতরাং এই মনোভাবে আনন্দিত হওয়া একেবারেই সঠিক, কেননা

লাভের প্রভাব প্রকাশ পাওয়া আনন্দই প্রদান করে আর তা আনন্দেরই কারণ হয়ে থাকে। সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: তা ঐ অবস্থায় প্রযোজ্য হবে, যখন ইবাদত এই কারণে করেনি যে, তা মানুষের মাঝে প্রকাশ হোক আর মানুষ তাকে ইবাদতকারী মনে করুক, ইবাদত একান্তই **আল্লাহ তায়ালার** জন্যই করেছে, ইবাদত করার পর যদি তা মানুষের মাঝে প্রকাশ হয়ে যায় এবং স্বভাবতই তা ভাল মনে হয়, কেননা লোকেরা ভাল অবস্থাতেই পেলো, এই স্বাভাবিক আনন্দের কারণে **রিয়া** হবে না। (বাহারে শরীয়ত, ১৬তম অংশ, পৃষ্ঠা ২৩৮)

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন; আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আমার ঘরে নামাযের জায়গায় ছিলাম, এক লোক এলো আর তা আমার ভাল লাগলো যে, লোকটি আমাকে এ অবস্থায় দেখলো (এটি **রিয়া** তো হলো না)? ইরশাদ করলেন: "আবু হুরায়রা! তোমার জন্য দু'টি সাওয়াব রয়েছে; গোপনে ইবাদত করার জন্য এবং প্রকাশ্যের জন্যও।[১]" (শরহুস সুন্নাহ, কিতাবুর রিকাক, হাদীস নং-৪০৩৬, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৬)

৪... অনুরূপভাবে বান্দা কখনো এ কারণে আনন্দিত হয় যে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে এরূপ আমল করার তৌফিক দান করেছেন, যার কারণে মানুষ তার প্রশংসা করছে এবং এই কারণে তাকে ভালবাসছে, কেননা অনেক গুনাহগার মুসলমান এমনও হয়ে থাকে, যারা ইবাদতগুজার লোককে দেখে তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করে আর তাদের কষ্ট দিয়ে থাকে, এমতাবস্থায় একনিষ্ঠতার নিদর্শন হলো যে, যেমনিভাবে সে স্বীয় প্রশংসায় আনন্দ বোধ করে, তেমনিভাবে অন্যের প্রশংসাও তার নিকট আনন্দের কারণ হয়।

১. অর্থাৎ তোমার ঐ কাজের শুরু ছিলো একান্ত একনিষ্ঠতা সহকারে, এই অবস্থায় তুমি ঘরের কোণে এই কাজ করছিলে, আল্লাহ তায়ালা তোমার এই কাজ প্রকাশ করে দেন, এটাও তাঁর দয়া। এর উপর তোমার আনন্দ বোধ করা যে, আমাকে কোন মুসলমান কোন মন্দ কাজে দেখলো না, ভাল কাজেই দেখলো, এই আনন্দও আল্লাহরই দয়া, এতেও সাওয়াব রয়েছে, কেননা এ আনন্দ কৃতজ্ঞতারই, অহঙ্কারের নয়। (মিরআতুল মানাজীহ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৩)

নিন্দাযোগ্য আনন্দ হলো যে, বান্দা লোকদের নিকট নিজের পদ ও মর্যাদার জন্য আনন্দিত হওয়া আর এই বাসনা করা: "তারা তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করুক, তার প্রয়োজনাদি পূরণ করুক, চলাফেরায় তাকে নিজেদের সামনে রাখুক।" (আয যাওয়াজির, আল কবীরাতুস সানিয়া আশ শিরকিল আসগর.., ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

খোদাভীতিতে কেঁপে উঠুন!

যখন কেউ আপনার প্রশংসা করে, তখন এভাবেও চিন্তা-ভাবনা (অর্থাৎ ফিকরে মদীনা) করুন: যে কারণে আমার প্রশংসা করা হলো, তা আমার মাঝে আদৌ বিদ্যমান আছে কি না? যেমন; লোকেরা আমাকে মুত্তাকী পরহেযগার বললো, আমি কি আসলেই শরীয়তের মানদন্ড অনুযায়ী পুরোপুরি উত্তীর্ণ হতে পেরেছি এবং যদি মানুষের প্রশংসা সত্যিও হয়, তবে এতে আমার কি কৃতিত্ব রয়েছে, এতো আমার **প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা**রই দান, অতঃপর আমলের নির্ভরযোগ্যতা তো শেষ পরিণতিতেই, আমি তো জানি না যে, আমার **শেষ পরিণতি ঈমানের উপর হবে কি হবে না?** এমন যেনো না হয় যে, কিয়ামতের দিন আমাকে এই লোকেদের সামনে ডেকে বলা হবে: হে ফাজির! হে ধোঁকাবাজ! হে **রিয়াকার**! তোমার কি লজ্জা হয়না, যখন তুমি **আল্লাহ তায়ালা**র আনুগত্যের পরিবর্তে দুনিয়াবী উপকরণ ক্রয় করলে? তুমি বান্দাদের অন্তরে দৃষ্টি রেখেছিলে, **আল্লাহ তায়ালা**র দয়ার দৃষ্টির প্রতি অল্পেতুষ্টি গ্রহণ করোনি, **আল্লাহ তায়ালা**র সাথে নয়, শুধু **তাঁর** বান্দাদের প্রতি ভালবাসা ছিলো, মানুষের জন্য এমন কিছুতে পরিপাটি হয়েছিলে, যা **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট মন্দ ছিলো এবং **আল্লাহ তায়ালা** থেকে দূরে সরে গিয়ে মানুষের নৈকট্য গ্রহণ করেছিলে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রিয়াকারদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

আজকাল ছেলে-মেয়েরা যদি কোরআন শরীফ হিফয করে নেয়, তবে তাদের জন্য জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যাতে তাদেরকে ফুলের মালা ও ফুলের তোড়া এবং পুরস্কার ও প্রশংসনীয় বাক্য দ্বারা ভূষিত করা হয়। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এ ধরনের অনুষ্ঠানাদির আয়োজকদেরকে **'ফিকরে মদীনা'**র আহ্বান করেত **ফয়যানে সুন্নাত** প্রথম খন্ডের ১০৩২ পৃষ্ঠায় লিখেন: পরিবারের লোকেরা মনে করে, তারা তাকে উৎসাহিত করছে, কিন্তু আমি ক্ষমা পূর্বক আরয করছি, "ছেলে খুব সাহসী ও উদ্যোগী ছিলো বলেই তো হিফয করেছে আর হাফিয হয়েছে, অবশ্য হিফয শুরু করানোর সময় তাকে সাহস যোগানোর আসলেই প্রয়োজন ছিলো, যাতে কোন ভাবে সে পড়া শেষ করে নেয়, মোটকথা এরূপ অবস্থায়, হাফিয মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নী (ছেলে/মেয়ের) হিফয উদযাপনের মধ্যে কি সে উৎসাহিত হচ্ছে, না নিজে নিজে ফুলে-ফেঁপে একাকার হয়ে এমনতো হচ্ছে না যে, আমাদের এ অনুষ্ঠান ইত্যাদির শুভ আয়োজন ওই বেচারা সাদাসিধে সরলমনা হাফিয মাদানী মুন্নার (ছেলের) **রিয়া** প্রতিপালনের মাধ্যম হচ্ছে না তো। আমি এ ধরণের অনুষ্ঠানাদির মধ্যে একনিষ্টতাকে অনেক খুঁজেছি, কিন্তু পাইনি। ব্যস! শুধু লোক-দেখানোই নজরে পড়েছে, এমনকি কখনো কখনো, مَعَاذَ الله ছবিও তোলা হয়। এভাবে অধিকাংশ স্বল্পবয়স্ক মাদানী মুন্না-মুন্নীর 'রোযা খোলানো' (ইফতার করানোর) এর উৎসবের ছবি তোলার মত গুনাহের কাজ চালু হয়ে যায়, অন্যথায় সাধারণভাবে ইফতারের আয়োজন করার প্রথা পালন করা যেতে পারে কিংবা হাফিয মাদানী মুন্নার দ্বীনি উন্নতির জন্য সবাইকে একত্রিত করার পরিবর্তে বুযুর্গের দরবারে গিয়ে সারা জীবন কোরআন পাক মুখস্ত থাকার ও তদনুযায়ী আমল করার দোয়া নেয়া যেতে পারে, তবেই اِنْ شَآءَ الله এতে বরকত বেশি হবে। মোটকথা ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত যে, আমরা যেই উৎসব পালন করছি তাতে আমাদের আখিরাতের উপকার কতটুকু হচ্ছে? যদি আপনার অন্তর

সত্যই এ মর্মে শান্তনা দেয় যে, হিফযে কোরআনের খুশী উদযাপনের উদ্দেশ্য নিছক প্রদর্শনী নয় আর একথাও দৃঢ় হয় যে, মাদানী মুন্নার মধ্যে **রিয়া** সৃষ্টি হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই, অর্থাৎ আপনি তাকে একনিষ্ঠতার উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা দিয়ে রেখেছেন, তবে অবশ্যই উৎসব করুন! **আল্লাহ তায়ালা** কবুল করুক!

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(ফয়যানে সুন্নাত, ১ম খন্ড, ফয়যানে রমযান অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১০৩২)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাতেও রিয়া

হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہِ লিখেন: তাকওয়ার (**খোদাভীরুতা**) দু'টি শর্ত। (১) ভাল কাজ করা (২) মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা, কিন্তু এর প্রধান শর্ত হলো মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা, ইবাদত করা সহজ কিন্তু হারাম কর্ম থেকে বিরত থাকা, মন্দ কাজ না করা অত্যন্ত দুরূহ।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৩৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে অন্যান্য নেকী **রিয়ায়** পতিত হতে পারে, তেমনি গুনাহ হতে বিরত থাকাতেও **রিয়াবৃত্তি** সম্ভব, কেননা গুনাহ থেকে বিরত থাকাও নেকী আর শয়তান কখনো চাইবে না যে, মুসলমানরা সাওয়াব অর্জনে সফল হোক। সুতরাং যদি কেউ এই কারণে গুনাহ করা ত্যাগ করে যে, মানুষ তাকে মুত্তাকী, পরহেযগার, ইবাদতগুজার ও **খোদাভীরু**দের আদর্শ মনে করুক, তবে এ অবস্থাটি খাঁটি **রিয়াবৃত্তি**। অতএব গুনাহ বর্জন করাতে **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির প্রতিই দৃষ্টি রাখা উচিৎ, সাথে আরো ভাল ভাল নিয়্যত করা যেতে পারে, যেমন; (১) আমার দেখাদেখি অন্যরাও যেনো এই গুনাহে জড়িয়ে না যায়, এভাবে আমার গুনাহও বৃদ্ধি পেয়ে যাবে (২) এই গুনাহের কারণে আমি মানুষের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট হয়ে যাবো আর তারা আমার অনুসরণ করা ছেড়ে দিবে এবং আমার নেকীর দাওয়াত কবুল করবে না, এভাবে আমি মানুষের সংশোধন করার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবো ইত্যাদি।

ইখলাসের পরিচয়

গুনাহ ছাড়াতে ইখলাসের পরিচয় হলো যে, বান্দা যেমনিভাবে মানুষের সামনে গুনাহ থেকে বিরত থাকে, তেমনিভাবে একাকীত্বেও গুনাহ থেকে বিরত থাকবে। তবে গুনাহ থেকে সর্বাবস্থায় বেঁচে থাকবে আর অন্তরে ইখলাস সৃষ্টি করার চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রিয়ার ভয়ে ইবাদত ছেড়ে দেয়া কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হতে পারে যে, কারো মনে শয়তান কুমন্ত্রণা দিলো যে, যখন **রিয়ায়** এতোই বিপদ আর **রিয়া** থেকে বেঁচে থাকাও খুবই দুরূহ, তখন প্রথম থেকেই কোন নেক আমল না করা হোক, যাতে কমপক্ষে **রিয়ার** শাস্তি থেকে তো বেঁচে যাবো। এরূপ ইসলামী ভাইদের খেদমতে আরয হলো যে, **রিয়ার** ভয়ে নেক আমল ছেড়ে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়, কেননা এভাবে আমরা ইখলাস ও নেকী উভয়ের সাওয়াব থেকেই বঞ্চিত হয়ে যাবো। হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইরশাদ করেন: "মানুষের জন্য আমল বর্জন করে দেয়া **রিয়া** আর মানুষের জন্য আমল করা শিরক (আসগর), আর ইখলাস হলো যে, **আল্লাহ তায়ালা** তোমাকে এই উভয় বিষয় থেকে মুক্তি দান করে দেন।" **(আয যাওয়াজির, আল কবীরাতুস সানিয়া আশ শিরকুল আসগর.., ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৬)**

অতএব আমাদের উচিত যে, নেক আমল বর্জণ করার পরিবর্তে নিজের নিয়্যত পরিশুদ্ধ করে নেয়া, কেননা **নাকে মাছি বসলে মাছি তাড়িয়ে দিতে হয়, নাক কাটা হয় না।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রিয়ার কুমন্ত্রণা আসা গুনাহ নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনের মধ্যে শুধু **রিয়ার** খেয়াল আসা এবং স্বভাবত সেদিকে আগ্রহী হওয়া ক্ষতিকর নয়, কেননা শয়তান তো প্রত্যেক মানুষের সাথে লেগেই আছে, এটা মানুষের আয়ত্বে নেই যে, শয়তানি কুমন্ত্রণাকে মনের মাঝে প্রবেশই করতে না দেয়া আর এর প্রতি আগ্রহী না হওয়া। কারণ হলো, শয়তান কুমন্ত্রণা দিতেই থাকে, এখন মানুষের উচিত যে, এই কুমন্ত্রণা গুলোকে মনের মাঝে পোষণ না করা আর শয়তানি প্রতারণা গুলো ইলমে দ্বীন এবং ঘৃনা ও অস্বীকৃতি দ্বারা প্রতিদন্দ্বিতা করা। **(আল হাদীকাতুন নাদীয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৬)**

হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন; **সায়্যিদুল মুবাল্লিগীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ তায়ালার** জন্য, **যিনি** শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণাকে কুমন্ত্রণায় পরিবর্তন দিয়েছেন।"

(সুনানি আবি দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু ফি রদ্দিল ওয়াসওয়াসাতি, হাদীস নং-১১২, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৬৫)

হযরত আবু হাযিম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: "যে ভয় তোমার নফসের পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয় আর তোমার নফস সেটি নিজের জন্য পছন্দ করে, কিন্তু এ কারণে তো একে খবরদারিও করছো, এমতাবস্থায় শয়তানি কুমন্ত্রণা ও নফসানি খেয়ালগুলো তোমায় ক্ষতি করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত অস্বীকৃতি ও অপছন্দের মাধ্যমে নফস ও শয়তানের ইচ্ছা পূরণ হতে দেয়া হবে না।

(ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন, কিতাবু যাম্মিল জাহি ওয়ার রিয়া, বয়ানু দাওয়ায়ির রিয়া..., ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৫)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

শয়তানকে নিষ্ক্রিয় ও নিষ্ফল করে দিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শয়তানের কাজই তো এটাই যে, সে আমাদেরকে নেকী থেকে বিরত রেখে গুনাহে লিপ্ত করিয়ে দিবে। তাই **রিয়ার** ভয়ে নেকী ছেড়ে দেয়ার পরিবর্তে অধিকহারে নেক আমল করে শয়তানকে নিষ্ক্রিয় ও নিষ্ফল করে দিন। শয়তান যেনো একটি ঘেউ ঘেউ করা কুকুরের ন্যায়,

যদি আমরা তার নিকটে গিয়ে চুপ করানোর চেষ্টা করি তবে সে আরো বেশি ঘেউ ঘেউ করতে থাকে আর যদি তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে নিজের পথে চলে যাই তবে সে অবশেষে ঘেউ ঘেউ করা বন্ধ করে দেয়। অনুরূপভাবে শয়তানও আমাদেরকে প্রথম প্রথম নেক আমল ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকে, যদি আমরা তার পরামর্শকে ভ্রুক্ষেপ করে নেকীর কাজে লিপ্ত হয়ে যাই, তখন সে চেষ্টা করে যে, আমাদের দিয়ে এমন কোন ভুল ঘটিয়ে দেওয়ার, যার কারণে আমাদের নেক আমল **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে কবুল না হয়, যদি সে এতেও নিষ্ফল হয়, তখন সে আমাদের মনে **রিয়ার** কুমন্ত্রণা দিতে থাকে আর আমাদেরকে **রিয়ার** প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। যদি আমরা এতেও মনযোগ না দিই বরং ফিকরে মদীনা করে নেকীর প্রতিই মনোনিবেশ রাখি, তখন সে আমাদের মনে কুমন্ত্রণা দিবে এবং বলবে: "তোমার আমল বিশুদ্ধ নয়, তুমি **রিয়াকার**, তোমার প্রচেষ্টা ব্যর্থ, এরূপ আমলে কী লাভ, যাতে একনিষ্টতাই নাই?" এমনিভাবেই সে আমাদের সাথে সর্বদা লেগে থাকবে, যাতে কোনভাবেই সে আমাদেরকে এসব আমল ছেড়ে দেয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে পারে, তো যদি আমরা সেই আমল ছেড়ে দিই, তবে শয়তান সফল হয়ে গেলো। সুতরাং তাকে কখনোই খুশি করবেন না এবং নেক আমলের উপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকুন, যাতে সে আমাদের প্রতি নিরাশ ও হতাশ হয়ে যায়। এতেই হবে আমাদের সাফল্য আর তার ব্যর্থতা!

হযরত ইব্রাহীম তাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: শয়তান বান্দাদেরকে গুনাহের একটি দরজার দিকে আহ্বান করে এবং সে বান্দা তার কথা মানে না বরং উল্টো আরো কিছু নেক আমল করে, তখন শয়তান এই অবস্থা দেখে তাকে ছেড়ে দেয়। তিনি এটাও বলেন যে, যখন শয়তান তোমাকে দ্বিধাগ্রস্থ দেখে (অর্থাৎ কখনো নেক আমল করেছো আবার কখনো পরিহার করেছো) তখন তোমাদের প্রতি লোভী হয় আর যখন তোমাকে সর্বদা নেক আমল করতে দেখে তখন তোমাকে ঘৃণা করে এবং তোমাকে ছেড়ে দেয়।

(ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন, কিতাবু যাম্মিল জাহি ওয়ার রিয়া, বয়ানু দাওয়ায়ির রিয়া..., ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেকী ছেড়ে দিয়ে কি আমরা শয়তান থেকে পরিত্রাণ পাবো?

অতঃপর এই কথার কী বিশ্বাস যে, **রিয়া**র ভয়ে নেক আমল ছেড়ে দিয়ে আমরা শয়তানের আক্রমন থেকে নিরাপদ হয়ে যাবো। মনে রাখবেন! শয়তান আমাদের তবুও পিছু ছাড়বে না বরং হতে পারে যে, সে আমাদের এভাবে মানসিকতা তৈরি করবে যে, লোকেরা বলে: "তুমি একনিষ্টতার কারণেই আমল ছেড়ে দিয়েছো এবং তুমি প্রসিদ্ধি চাও না।" এখন যেহেতু তোমার একনিষ্টতার আলোচনা হচ্ছে, তুমি সেই স্থান ত্যাগ করো, যদি আমরা সেই স্থানও ত্যাগ করি এবং ধরুন কোন গুহা বা মাটির নিচে কোন গর্তেও চলে যাই, তবুও সে আমাদের মনে এই কথার স্বাদ দিতে থাকবে যে, লোকেরা তোমাকে পরহেযগার মনে করে এবং তারা তোমার নির্জন বাস সম্পর্কে জানে, সুতরাং এ কারণে তারা তোমাকে সম্মান করে... ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবে সে পদে পদে আমাদের জন্য সমস্যা দাঁড় করাতে থাকবে। অতএব আমাদের **রিয়া**র ভয়ে নেক আমল ছেড়ে দেয়া উচিৎ নয় এবং শয়তানি কুমন্ত্রণা সমূহে মনযোগও দেয়া উচিৎ নয়।

রিয়ার ভয়ে নেক আমল পরিহারকারীর উদাহরণ

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইহইয়াউল উলূমে লিখেন: যে ব্যক্তি **রিয়া**র ভয়ে আমল ছেড়ে দেয় তার উদাহরণ এমন যে, এক ব্যক্তিকে তার মুনিব এমন কিছু গম দিলো যাতে গমের ন্যায় অন্য শষ্যও মিশ্রিত ছিলো এবং সে আদেশ দিলো যে, এগুলো সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে দাও, এমনকি এতে গম ব্যতীত অন্য কোন শষ্যও যেনো না থাকে, এখন সেই ব্যক্তি এটি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করতে পারবে না এই ভয়ে কাজটাই ছেড়ে দিলো। এই অবস্থাই হলো সেই লোকের, যে একনিষ্টতা সৃষ্টি না হওয়ার ভয়ে নেকী করাই ছেড়ে দেয় আর বলে যে, একনিষ্টতাই যখন হবে না, তখন আমল করে কি হবে? **(ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন, কিতাবু যাম্মিল জাহি ওয়ার রিয়া, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

লোকে কী বলবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি কেউ এই ভয়ে নেকী ছেড়ে দেয় যে, মানুষ আমাকে **রিয়াকার** বলবে আর গুনাহগার হবে, সুতরাং তাদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্যই আমি নেক আমলই করি না, এটাও শয়তানি প্রতারণা এবং এতে সর্বপ্রথম ত্রুটি হলো যে, এই ব্যক্তি মুসলমানদের ব্যাপারে কু-ধারণার শিকার হলো, অথচ তার এর কোন অধিকার নাই, অতঃপর যদি এই বিষয়টি সত্যও সাব্যস্ত হয়ে যায়, তবুও তার কোন ক্ষতি হতো না। কিন্তু সে নিজেই নিজের ক্ষতি ডেকে আনলো, নেকী ছেড়ে দিয়ে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলো। দ্বিতীয় ত্রুটি হলো যে, তার এই আমলকে এই কারণে পরিহার করা যে, লোকেরা তাকে **রিয়াকার** বলবে, এটিও **রিয়া**, কেননা যদি তার মানুষের প্রশংসা ও নিন্দায় কোন উৎকণ্ঠা না থাকতো, তবে সে এ বিষয়ে কোনো ভ্রুক্ষেপ করলো যে, **লোক তাকে রিয়াকার বললো না মুখলিস বললো?** [

(ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন, কিতাবু যাম্মিল জাহি ওয়ার রিয়া, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রিয়াকারের নিদর্শন সমূহ

হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: **রিয়া**কারের তিনটি নিদর্শন রয়েছে:

১. একাকীত্বে থাকলে আমলে অলসতা করে এবং মানুষের সামনে হলে তখন জোশ দেখায়,

২. তার প্রশংসা করা হলে তখন আমল বাড়িয়ে দেয় এবং

৩. যদি নিন্দা করে তখন আমল কমিয়ে দেয়।

(আয যাওয়াজির, কবীরাতুস সানিয়াত আশ শিরকুল আসগর..., ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৫)

হযরত সায়্যিদুনা খাজা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলতেন; যে ব্যক্তি কোন জনসভায় নিজের নিন্দা করে, আসলে সে নিজের প্রশংসাই করে এবং এটাও **রিয়া**র নিদর্শন সমূহের মধ্য হতে একটি নিদর্শন। **(তানবীহুল মুগতারীন, পৃষ্ঠা ২৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমরা রিয়াকার নই তো?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিত খুবই দ্বীনদারির সহিত নিজেকে নিয়ে ভাবা যে, আমরা একাকীত্বে ইবাদতের ব্যাপারে অলস ও উদাসীন এবং মানুষের সামনে উদ্যেমতা প্রদর্শন করছি না তো? আমরা নেকী করার পর মানুষের সামনে বিনা প্রয়োজনে প্রকাশ করে দিই না তো? অতঃপর যদি কেউ এর জন্য আমাদের প্রশংসা করে দেয় তখন খুশিতে আমল বৃদ্ধি করে দিই না তো? আর প্রশংসা না হওয়া অবস্থায় আমরা বিষন্ন হয়ে যাই না তো এবং সেই আমল কমিয়ে দিই না তো? আমাদের মানুষের সামনে নেকী করতে খুবই আনন্দ অনুভূত হয়, কিন্তু একাকীত্বে স্বাদই পাই না? আমরা মানুষের সামনে নিজের নিন্দা তাদের প্রভাবিত করার জন্য করি না তো? ইত্যাদি।

রিয়া থেকে তাওবা করে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি এসব প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, তবে একেবারে দ্রুত তাওবা করে নিন এবং একনিষ্ঠতা অর্জনের চেষ্টায় লেগে যান, যেনো তাওবার পূর্বে মৃত্যু না এসে যায় আর আমাদের **রিয়া**র পরকালিন ক্ষতির সম্মুখীন হতে না হয়।

রিয়া থেকে তাওবা করার বরকত

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: মনে রাখবেন যে, **রিয়া**র কারণে ইবাদত নাজায়িয হয়ে যায় না বরং কবুল না হওয়ার আশঙ্কা হয়, যদি **রিয়াকার** শেষ অবধি **রিয়া** থেকে তাওবা করে তবে তার উপর **রিয়া**পূর্ণ ইবাদতের কাযা ওয়াজিব নয় বরং সেই তাওবার বরকতে বিগত **কবুল না হওয়া রিয়াপূর্ণ ইবাদত গুলোও কবুল হয়ে যাবে**। মূলত **রিয়া** থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত দুরূহ, কোন ব্যক্তি যেনো **রিয়া**র আশঙ্কায় ইবাদত পরিহার না করে বরং **রিয়া** থেকে বাঁচার জন্য দোয়া করে । **(মিরআতুল মানাজীহ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১২৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রিয়া রোগের চিকিৎসা করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা আমাদের অন্তরে এই **রিয়া** রোগের উপস্থিতি অনুভব করি, তবে তাওবা করার পর এর চিকিৎসায় দেরী করা উচিৎ নয়। যখন আমরা আমাদের বাতিনকে পবিত্র করার চেষ্টা করবো তখন اِنْ شَآءَ الله আমাদের জাহিরও পাক-পবিত্র হয়ে যাবে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি নিজের বাতিনের সংশোধন করবে, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার জাহিরের সংশোধন করে দিবেন।"

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, হাদীস নং- ৫২৭৩, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩)

হতাশ হবেন না

হতাশার শিকার হয়ে এ কথা বলা উচিৎ নয় যে, একনিষ্ঠতার উপর তো আউলিয়ায়ে কিরামরাই رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام উপযুক্ত হতে পারে, আমরা কোথায় এর উপযুক্ত? আর এভাবে একনিষ্ঠতা অর্জনের চেষ্টা পরিহার করে দেওয়া হয়। **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এতে কোন সন্দেহ নাই যে, আমাদের মতো গুনাহগারদের জন্য পরিপূর্ণভাবে **আল্লাহ তায়ালা**র ওলীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা অসম্ভব নয়, তবে অবশ্যই খুবই কঠিন, কিন্তু এই কঠিনতাকে প্রতিবন্ধক বানিয়ে নিজের সংশোধনের চেষ্টা ত্যাগ করে দেয়া অনেক বড় মুর্খতা। যদিও আমরা সেসব মহা মনিষীদের মতো হতে পারবো না, কিন্তু তাদের জীবনাচার ও বাণীসমূহের আলোকে নিজেদের নিয়্যত এবং চরিত্র তো সাজাতে পারি, নিজের নফসের সন্তুষ্টি থেকে তো বিরত থাকতে পারি, আখিরাতের লাভ-ক্ষতির ও আপন **রব তায়ালা**র সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির খেয়াল তো রাখতে পারি।

বিপদে ঘাবড়াবেন না

রোগ যতই পুরনো হয়, তার চিকিৎসাও ততই কঠিন হয়। সুতরাং আমাদের মানসিকতা বানিয়ে নেয়া উচিৎ যে, যেমনিভাবে আমরা নিজেদের শারীরিক রোগের চিকিৎসার জন্য স্বভাব বিরুধী তেতো ওষুধ খাওয়ার জন্য

প্রস্তুত হয়ে যাই, তেমনিভাবে এই অদৃশ্য রোগ অর্থাৎ **রিয়ার** চিকিৎসার জন্যও اِنْ شَآءَ الله যে কোন ধরনের কষ্ট সহ্য করে নিবো। এই কষ্ট সহ্য করা প্রথম প্রথম কঠিন মনে হবে, পরে অনেকটা সহজ মনে হবে, যেমনিভাবে কনকনে শীতে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা অযু করা অত্যন্ত কঠিন মনে হয় কিন্তু যখন আমরা সাহস করে পানি নিজের শরীরে ঢালতে শুরু করি, তখন অযু করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়।

গম সে খোগির হুয়া ইনসান তু মিট জাতা হে গম
মুশকিলেঁ ইতনি পড়ে মুঝ পর কেহ আ'সাঁ হো গেয়ি

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রিয়ার দশটি প্রতিকার

(প্রথম প্রতিকার) আল্লাহ তায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দোয়া মুমিনের হাতিয়ার, একে নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করে **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে এভাবে দোয়া করুন: "হে **আল্লাহ তায়ালা**! আমাকে **রিয়াবৃত্তির** রোগ থেকে আরোগ্য দান করো, আমার শূণ্য থলে একনিষ্ঠতার মহান দৌলত দ্বারা পূর্ণ করে দাও, আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এমন শত্রুর (অর্থাৎ শয়তানের) বিরুদ্ধে, যে আমাকে দেখতে পাচ্ছে কিন্তু সে নিজে আমাকে দেখা দিচ্ছে না, কিন্তু **তুমি** তাকে দেখতে পাচ্ছো, হে **আল্লাহ তায়ালা**! আমাকে এই শত্রুর প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা থেকে মুক্তি দাও, হে **আল্লাহ তায়ালা**! আমি তোমার নিকট এই বিষয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে, মানুষের দৃষ্টিতে আমার অবস্থা অনেক ভাল, তারা আমাকে নেক ও পরহেযগার মনে করে, কিন্তু তোমার দরবারে আমি শাস্তিযোগ্য সাব্যস্ত হবো।"

মেরা হার আমল ব্যস তেরা ওয়াস্তে হো
কর ইখলাস এ্যয়সা আতা ইয়া ইলাহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(দ্বিতীয় প্রতিকার) রিয়ার ক্ষতির প্রতি দৃষ্টি রাখুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিত যে, আমরা যেনো **রিয়ার** আপদ সমূহের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখি, কেননা মানুষের অন্তর কোন বস্তুকে ততক্ষণ পর্যন্ত পছন্দ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা তার উপকারী এবং সুস্বাদু মনে হয় কিন্তু যখনই সে সেই বস্তুটি ক্ষতিকর হওয়া সম্পর্কে অবহিত হয়, তখনই সে তা থেকে বেঁচে থাকে। যেমন; এক ইসলামী ভাই মধুকে এর স্বাদ ও মিষ্টতার কারণে অনেক পছন্দ করে কিন্তু যদি তাকে এ কথা বলা হয় যে, এই মধু তুমি যা পান করতে যাচ্ছো এতে বিষ মেশানো আছে, তখন সে এর মিষ্টতা দেখবে না, দেখবে বিষ আর সে তা কখনোই পান করবে না। অনুরূপভাবে মানুষের সামনে নিজের নেক আমল প্রকাশ করা এবং তাদের পক্ষ থেকে বাহাবা পাওয়া নিঃসন্দেহে নফসের অনেক স্বাদ অনুভুত হয় কিন্তু যদি আমরা এই স্বাদের পরিবর্তে **রিয়ার** ক্ষতির বিষয়টা মাথায় রাখি, তবে এ থেকে বেঁচে থাকা আমাদের জন্য অনেকাংশেই সহজ হয়ে যাবে। **রিয়ার** এই ক্ষতিটাই কি কম নয় যে, নেক আমলের জন্য কষ্ট করা সত্ত্বেও সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হবে! সেই শ্রমিকের কী অবস্থা হবে, যে সারাদিন রোদে ঘামঝরা পরিশ্রম করলো এবং যখন পারিশ্রমিক পাওয়ার সময় হলো তখন তাকে এই বলে থামিয়ে দেয়া হলো যে, অমুক অমুক ভুলের কারণে তোমাকে পারিশ্রমিক দেয়া যাবে না। কিন্তু হায়! **রিয়াকারকে** তো সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করার পাশাপাশি শাস্তিও ভোগ করতে হবে। সেই ব্যক্তি কতটা মূর্খ, যে বস্তুর বিনিময়ে সে লাখ লাখ টাকা উপার্জন করতে পারতো, সাময়িক আনন্দের জন্য তা পানির মূল্যে বিক্রি করে দিলো। একেবারে এইভাবেই সেই ইবাদতগুজার বান্দা কতইনা বোকা, যেই ইবাদতের মাধ্যমে **সৃষ্টিকর্তার** নৈকট্য চাওয়ার পরিবর্তে সৃষ্টিজগতকে আপন বানানোর চেষ্টা করে, এমন **রিয়াকার** যেনো **আল্লাহ তায়ালার** অবাধ্যতার বিনিময়ে মানুষের ভালবাসা চেয়েছে, **আল্লাহ তায়ালার** দরবার থেকে নিন্দাবাদের বিনিময়ে মানুষের প্রশংসা চেয়েছে, **আল্লাহ তায়ালাকে** অসন্তুষ্ট করার বিনিময়ে মানুষের সন্তুষ্টি চেয়েছে আর অবিনশ্বর জান্নাতি নেয়ামতকে নশ্বর দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করে

দিয়েছে। অথচ সব মানুষকে সন্তুষ্ট রাখা দুধের নদী খনন করার মতোই কঠিন, কেননা যদি কিছু লোক একটি বিষয়ে সন্তুষ্টও হয় তবে অসন্তুষ্ট হবার দলেও অসংখ্য লোক থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

লোকদেখানোর জন্য আমলকারীদের উপমা

দেখানো ও শুনানোর জন্য আমলকারীদের উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে নিজের পুটলি (অর্থাৎ পকেট বা থলে) পাথর দ্বারা পূর্ণ করে কেনাকাটার জন্য বাজার গেলো। যখন লোকেরা তার এই অবস্থা দেখলো তখন আশ্চর্য হয়ে বললো: "তার পকেট কিরূপ ভারী হয়ে আছে!" কিন্তু যখন সে দোকানদারের সামনে তার পুটলি খুলবে তখন অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে এবং তাকে পেটানোও হবে, এমন লোকের বাহাবা ছাড়া আর কোন উপকার অর্জিত হবে না। এমনিভাবে দেখানো ও শুনানোর জন্য আমলকারীদের মানুষের পক্ষ থেকে বলা প্রশংসাবাক্য ছাড়া কোনই উপকার অর্জন হয় না আর কিয়ামতের দিন সে কোন সাওয়াব পাবে না।

(আয যাওয়াজির, আল কবীরাতুস সানিয়াতু আশ শিরকুল আসগর, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(তৃতীয় প্রতিকার) কারণ সমূহ নির্মূল করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রত্যেক রোগের কোন না কোন কারণ থাকে, যদি এই কারণই দূর করে দেওয়া যায় তবে রোগও দূর হয়ে যায়। অনুরূপভাবে **রিয়া**রও মৌলিকভাবে তিনটি কারণ রয়েছে, যদি এই তিনটি বিষয় থেকে পিছু ছাড়ানো যায়, তবে اِنْ شَآءَ الله **রিয়াবৃত্তি** থেকে বেঁচে থাকা খুবই সহজ হয়ে যাবে। কারণ তিনটি হলো:

(১) প্রশংসাপ্রাপ্তির বাসনা, (২) লোকনিন্দার ভয় এবং (৩) ধন-সম্পদের লোভ।

প্রশংসাপ্রাপ্তির বাসনাকে কীভাবে দমন করবেন?

আমাদের উচিৎ যে, প্রশংসাপ্রাপ্তির বাসনাকে দমন করার জন্য এর ক্ষতির দিকটা ভেবে দেখা।

পদলোভের ক্ষতি সম্বলিত ৫টি বর্ণনা

(১) **আল্লাহ তায়ালার প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ তায়ালা**র আনুগত্যকে বান্দার পক্ষ থেকে প্রশংসা প্রাপ্তির লোভের সাথে মিলানো থেকে বেঁচে থেকো, যেনো তোমাদের আমল সমূহ নষ্ট হয়ে না যায়।"

(ফিরদাউসুল আখিয়ার লিদ দায়লামী, বাবুল আলিফ, হাদীস নং-১৫৬৭, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২২৩)

(২) **সায়্যিদুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সম্পদ ও পদের লোভ মুমিনের অন্তরে মুনাফেকিকে এমনভাবে বৃদ্ধি করে, পানি যেমনিভাবে উদ্ভিদ উদ্গাত করে।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল লাহ্..., হাদীস নং-৪০৬৫২/ ৪০৬৬১/ ৪০৬৬৩, ১৫তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৯০/ ৯২)

(৩) **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ছাগলের পালকে এমন ক্ষতি সাধন করে না, যতটুকু সম্পদ ও মর্যাদা এবং পদের আকাঙ্ক্ষা মুসলমানের দ্বীনকে ক্ষতি করে।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, কিসমুল আক্বওয়ালিল আকমালি হুব্বুল জাহ, হাদীস নং-৭৪৩৩, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৫)

রেহযন নে লুট লি কামাঈ
ফরিয়াদ হে হিযরে হাশেমী সে **(হাদায়িকে বখশীশ)**

(৪) **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: প্রশংসাপ্রাপ্তির বাসনা মানুষকে অন্ধ ও বধির বানিয়ে দেয়।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, হাদীস নং-৭৪২৮, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৫)

(৫) হযরত আবু আব্দুল্লাহ ইন্তাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি নিজের প্রকাশ্য আমল সমূহে একনিষ্ঠতার প্রার্থনা করে এবং অন্তরে সৃষ্টির প্রতিও দৃষ্টি রাখে, সে অসম্ভবের বাসনায় লিপ্ত, কেননা একনিষ্ঠতা হলো কলবের পানি আর **রিয়া** হলো তাকে মৃত্যু দানকারী। **(তানবীহুল মুহতিরীন, পৃষ্ঠা ২৪)**

এভাবে ফিকরে মদীনা করুন

চেষ্টা করে এভাবে চিন্তা ভাবনা (অর্থাৎ ফিকরে মদীনা) করুন: "মানুষ আমার প্রশংসায় কয়েকটি বাক্য বলে দেয়া বা আমাকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখা কিংবা প্রসিদ্ধি অর্জন হওয়া নফসের জন্য নিশ্চয় খুবই আনন্দের, কিন্তু তাদের প্রশংসা আমাকে হাশরের ময়দানে **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে উন্নতি ও সাফল্য দিতে পারবে না, কেননা এসব লোক তো নিজেরাই **আল্লাহ**র শাস্তির ভয়ে ভীত ও কম্পমান থাকবে। তাদের প্রশংসায় আমার না রিযিক বৃদ্ধি পাবে, না আয়ু বাড়বে এবং না আখিরাতে কোন মর্যাদা ও সম্মান নসীব হতে পারে, তাই এসব লোকের প্রশংসার বাসনা করাতে কী লাভ? আমি কেনো তাদের দেখানোর জন্য নেক আমল করবো বরং আমি আমার **রব তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্যই ইবাদত করবো اِنْ شَآءَ الله ।

আজ বনতা হোঁ জু খুলে হাশর মে এ্যয়ব
হায় রুসওয়াঈ কি আ'ফত মে ফাঁসোঙ্গা ইয়া রব

ভূয়া প্রশংসা পছন্দ করা হারাম

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ৫৯৭ পৃষ্ঠায় লিখেন: যদি নিজের ভূয়া প্রশংসাকে পছন্দ করে যে, মানুষ এমন গুণাবলী দ্বারা তার প্রশংসা করুক, যা তার মাঝে বিদ্যমান নাই, তবে তা অকাট্যভাবে হারাম। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّ يُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۸۸﴾

(পারা ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৮৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: কখনো ধারণা করবেন না তাদেরকে, যারা সন্তুষ্ট হয় আপন কৃতকর্মের উপর এবং চায় যে, কাজ করা ছাড়াই তাদের প্রশংসা করা হোক; এমন লোকদেরকে শাস্তি থেকে কখনো দূরে মনে করবেন না এবং তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে ।

প্রশংসাকে পছন্দ করা কখন মুস্তাহাব?

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো লিখেন: হ্যাঁ, যদি প্রশংসা যথাযথ হয়, তবে যদিও তা হয় সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বজনগ্রাহ্য, যেমন; شَمْسُ الْاَئِمَّه و فَخْرُ الْعُلَمَاءِ و تَاجُ الْعَارِفِيْنَ (অর্থাৎ ইমামদের সূর্য, জ্ঞানীদের গর্ব এবং আরিফদের মুকুট) আর এভাবে অন্যান্য প্রশংসামূলক বাক্য (যা দ্বারা প্রশংসা ও গুণাবলী প্রকাশিত হয়), কেননা উদ্দেশ্য হলো, তাঁরা নিজের সমসাময়িক লোক হয়ে থাকে এবং এতে এজন্য আনন্দিত হয় না যে, আমার প্রশংসা করা হচ্ছে বরং এজন্য হয় যে, এসব লোকেদের (প্রশংসা) তাদের দ্বীনি উপকার সাধন করবে, আগ্রহের সাথে শুনবে যা তাদের উপদেশ প্রদান করা হবে, তবে তা মূলত প্রশংসার বাসনা নয়, বরং মুসলমানের কল্যাণ কামনার বাসনা আর তা হলো ঈমানের দৃঢ়তা। **'তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া ও হাদীকায়ে নাদীয়া'** গ্রন্থে রয়েছে: "ক্ষমতার বাসনা এবং ভালবাসার তিনটি কারণ রয়েছে, দ্বিতীয়টি হলো যে, নেতৃত্ব এজন্যই চায়, যাতে এর মাধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠা, দ্বীনের সম্মান বৃদ্ধি এবং মানুষের সংশোধন করতে পারে, যদি এই নিষিদ্ধ কাজ, যেমন; **রিয়া**, ছলনা এবং ওয়াজিব ও সুন্নাতকে এড়িয়ে চলা না থাকে, তবে তা কেবল জায়িয নয় বরং মুস্তাহাব (সাওয়াব ও প্রতিদান লাভের উপলক্ষ)। অতএব **আল্লাহ তায়ালা** নেক বান্দাদের ঘটনা বর্ণনা করেছেন (যে, তারা **আল্লাহ**র দরবারে আরয করে) হে **প্রতিপালক!** আমাদেরকে পরহেযগার ও **খোদাভীরু** লোকদের ইমাম (অর্থাৎ নেতা) বানিয়ে দাও।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৯৭)

লোকনিন্দার ভয় কীভাবে দূর করবেন?

লোকনিন্দার ভয় এভাবে দূর করা যাবে যে, নিজের মানসিকতা এভাবে তৈরি করুন যে, মানুষ নিন্দা করার কারণে আমার মৃত্যু দ্রুত এসে যাবে না, আমার রিযিকে হ্রাস-বৃদ্ধিও হবে না, যদি আমার **রব তায়ালা** আমার উপর সন্তুষ্ট থাকেন, তবে মানুষের অসন্তুষ্টি আমার চুলও বাঁকা করতে পারবে না। এসব লোক তো নিজেরাই অপারগ যে, নিজের লাভ-ক্ষতি এবং জীবন-মৃত্যুর মালিক

নয়, তো আমি কেনো তাদের নিন্দার ভয়ে নেক আমল করবো কিংবা ছেড়ে দিবো, **আমার শুধু আমার রব তায়ালার গযবকে ভয় করা উচিৎ।**

নিশ্চয় ঐ সকল ব্যক্তি, যারা নিজের অন্তরে শিশু, পাগল ও অন্যান্য মানুষের নিকট নিজের আমল প্রকাশ হওয়াতে পার্থক্য অনুভব করে, তারা **রিয়ার** মধ্যে লিপ্ত হয়ে থাকে, কেননা যদি সে এটা জানতো যে, লাভ-ক্ষতির মালিক এবং সকল কিছুর উপর ক্ষমতাশীল **আল্লাহ তায়ালাই** এবং অন্য কেউ কোন কিছুর উপর ক্ষমতাবান নয়, তবে তাদের নিকট শিশু এবং অন্যান্য মানুষের জানতে পারাটা একই হতো এবং শিশু ও বড়দের জানতে পারাতে অন্তরে কোন পার্থক্য অনুভব হতো না।

ধন-সম্পদের লোভ হতে কীভাবে মুক্তি অর্জন করবেন?

ধন-সম্পদের লোভ হতে মুক্তি অর্জনের জন্য আপনার মানসিকতা তৈরী করুন যে, সম্পদ প্রদান করা ও ছিনিয়ে নেয়ার ব্যাপারে একমাত্র **আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালাই** অন্তর সমূহকে বশীভূতকারী, এসব লোক তো একান্তই বাধ্য, রিযিক প্রদানকারী সত্তা একমাত্র **আল্লাহ তায়ালারই**। যে ব্যক্তি মানুষের সম্পদে লোভ রাখে, সে লাঞ্ছনা ও অপমানের শিকার হয়ে যায় এবং যদি সে সম্পদ পেয়েও যায়, তবে দাতার প্রতি তাকে কৃতজ্ঞ থাকতে হয়, তো যখন সম্পদ প্রাপ্তির বিষয়টিও অবশ্যম্ভাবী নয় এবং লাঞ্ছনা ও অপমানের আশংখ্যাও রয়েছে, তবে আমি কেনো ইবাদতের মাধ্যমে মানুষকে প্রভাবিত করে তাদের সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করবো বরং **আমি আমার প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করার জন্যই ইবাদত করবো** اِنْ شَآءَ الله।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়ার ভালবাসা থেকে পিছু ছাড়িয়ে নিন

রিয়াবৃত্তির এই তিনটি কারণের সম্পর্ক দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সুতরাং যদি আমরা দুনিয়ার ভালবাসাই নিজের অন্তর থেকে দূর করে দিই, তবে ঐ কারণ সমূহের পথ বন্ধ করে দেয়া কোন কষ্টের কাজ নয়, যার ফলে اِنْ شَآءَ الله

রিয়াবৃত্তি থেকে প্রাণে বাঁচা খুবই সহজ হয়ে যাবে। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"দুনিয়ার ভালবাসা সকল গুনাহের মূল।"**

(মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুর রিকাক, হাদীস নং-৫২১৬, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫)

পিছা মেরা দুনিয়া কি মুহাব্বত সে ছুড়া দেয়
ইয়া রব মুঝে দিওয়ানা মদীনা কা বানা দেয়

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(চতুর্থ প্রতিকার) একনিষ্টতা অবলম্বন করে নিন

প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হে লোকেরা! **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য একনিষ্টতা সহকারে আমল করো, কেননা **আল্লাহ তায়ালা** সেই আমলই কবুল করে থাকেন, যা **তাঁর** জন্য একনিষ্টতা সহকারে করা হয় এবং এ কথা বলো না যে, আমি এ কাজটি **আল্লাহ তায়ালা** ও আত্মীয়তার কারণে করেছি।"

(সুনানু দারু কুতনী, কিতাবুত তাহারাত, বাবুন নিয়্যত, হাদীস নং-১৩, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে কাপড় থেকে ময়লা পরিষ্কার করার জন্য উন্নত মানের সাবান কিংবা পাউডার ব্যবহার করা হয়ে থাকে, অনুরূপভাবে **রিয়া**র পঙ্কিলতা থেকে নিজের অন্তরকে পরিষ্কার কারার জন্য একনিষ্টতার সাবান প্রয়োজন। একনিষ্টতা হলো **রিয়া**র বিপরীত। এই মহান দৌলত অর্জনের জন্য এর ফযীলতগুলো লক্ষ্য করুন:

একনিষ্টতার ৬টি ফযীলত

(১) কোরআন পাকে ইরশাদ হচ্ছে:

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ﴿۲۰﴾

(পারা ২৫, সূরা শুরা, আয়াত ২০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যে আখিরাতের ফসল চায়, আমি তার জন্য তার ফসল বৃদ্ধি করে দিই, আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে তা থেকে কিছু প্রদান করবো এবং আখিরাতে তার কোন অংশ নেই।

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের আলোকে লিখেন: "যে ব্যক্তি আখিরাতের ফসল চায়" অর্থাৎ **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি ও **নবী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি চায়, **রিয়া** বা লোক-দেখানোর জন্য কাজ করবে না। "আমি তার জন্য ফসল বৃদ্ধি করে দিই" অর্থাৎ তাকে অধিক পরিমাণে নেক কাজ করার শক্তি-সামর্থ্য দেবো, সৎ কার্যাদি সম্পাদন করা সহজ করে দেবো, সৎ কার্যাদির সাওয়াব হিসেব ছাড়া দান করবো। "আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে" অর্থাৎ নিছক দুনিয়া উপার্জনের জন্য কাজ করবে, মান-সম্মান লাভের জন্য আলিম-হাজী হবে আর গনিমতের জন্য হবে গাজী। "আমি তাকে তা থেকে কিছু প্রদান করবো এবং আখিরাতে তার জন্য কোনই অংশ নাই" কেননা সে আখিরাতের জন্য কোন কাজই করেনি। বুঝা গেলো যে, 'রিয়াকার' সাওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকে; কিন্তু শরীয়তের বিধান অনুয়ায়ী তার কর্ম সঠিক। রিয়া সহকারে নামায সম্পন্ন করলেও ফরয সম্পাদন হয়ে যাবে; কিন্তু সাওয়াব পাবে না। এ কারণে "আখিরাতে" এর শর্তারোপ করেছেন। (নূরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ১৩০০)

(২) **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিজের দ্বীন মুখলিস হয়ে যাও, সামান্য আমলও তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।"

(আল মুস্তাদরিক, কিতাবুর রিকাক, হাদীস নং-৭৯১৪, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৫)

(৩) হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো যে, **আল্লাহ তায়ালার** জন্য নিজের সকল আমলে মুখলিস ছিলো এবং নামায ও রোযার অনুসারী ছিলো, **আল্লাহ তায়ালা** তার প্রতি সন্তুষ্ট।"

(আল মুস্তাদরিক, বাবু খুতবাতিন নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফি হাজ্জাতুল বিদা, হাদীস নং-৩৩৩, ১৫তম খন্ড)

(৪) হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন শেষ জামানা আসবে তখন আমার উম্মতেরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। একদল একনিষ্টভাবে **আল্লাহ তায়ালার** ইবাদত করবে, অপর দল লোকদেখানোর জন্য **আল্লাহ তায়ালার**

ইবাদত করবে আর তৃতীয় দল এজন্য ইবাদত করবে যে, যেনো মানুষের সম্পদ করায়ত্ত করা যায়। যখন **আল্লাহ তায়ালা** কিয়ামতের দিন তাদের উত্তোলন করবেন তখন মানুষের সম্পদ আত্মসাৎকারীদের ইরশাদ করবেন: "আমার ইজ্জত এবং আমার জালালিয়াতের শপথ! আমার ইবাদত দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কী ছিলো?" আরয করবে: "তোমার ইজ্জত ও তোমার জালালিয়াতের শপথ! মানুষকে দেখানো।" **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: "এর কোন নেকী আমার দরবারে কবুল হয়নি, একে দোযখে নিক্ষেপ করো।" অতঃপর একনিষ্টভাবে **তাঁর** ইবাদতকারীদের ইরশাদ করবেন: "আমার সম্মান ও আমার জালালিয়াতের শপথ! আমার ইবাদত দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কী ছিলো?: সে আরয করবে: "তোমার ইজ্জত ও জালালিয়াতের শপথ! আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তুমি ভালই জানো, আমি তোমারই সন্তুষ্টি চেয়েছি।: ইরশাদ করবেন: "আমার বান্দা সত্য বলেছে, **তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে চলো।**"

(আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস নং-৫১০৫, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩০)

(৫) হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত; **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তির নিয়্যত আখিরাত অর্জন করা হবে তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার ঐশ্বর্য তার অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিবেন এবং তার বিভিন্ন কিছু জমা করিয়ে দিবেন আর তার নিকট দুনিয়া অপদস্ত হয়ে আসবে এবং যার নিয়্যত হবে দুনিয়া অর্জন করা তবে **আল্লাহ তায়ালা** দারিদ্রতাকে তার চোখের সামনে করে দিবেন এবং তার জন্য তার কাজগুলো বিশৃঙ্খলিত করে দিবেন আর তার নিকট এতটুকুই আসবে যা তার জন্য লেখা হয়েছে। **(মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুর রিকাক, বাবুর রিয়া ওয়াস সুমআ', হাদীস নং-৫৩২০, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৬৭)**

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসের আলোকে লিখেন: অর্থাৎ একনিষ্ট ব্যক্তিকে **আল্লাহ তায়ালা** অন্তরের ঐশ্বর্যশালীতাও দান করেন এবং তার বিভিন্ন প্রয়োজনাদি একত্রে পূরণও করে দেন যে, ঘরে বসেই তার সকল প্রয়োজনাদি পূরন হতে থাকে। প্রয়োজনাদির নিকট সে যায় না, প্রয়োজনাদি তার নিকটই এসে যায়। যে ব্যক্তি **আল্লাহ**

তায়ালার হয়ে যায় **আল্লাহ তায়ালা** তার হয়ে যায়। যে পশুকে খুঁটির সাথে বেঁধে দেওয়া হয়, তার সব চাওয়া-পাওয়া সেখানেই এসে যায়।

দুনিয়া দ্বারা উদ্দেশ্য দুনিয়াবী নেয়ামতরাজিও এবং দুনিয়ার লোকেরাও অর্থাৎ দুনিয়া ও দুনিয়াদার তার নিকট সেবক হয়ে উপস্থিত হয়, যেমনটি **আল্লাহ**র আউলিয়াদের আস্তানায় দেখা যায়।

ওহ কেহ ইস দর কা হুয়া খলকে খোদা উস কা হোয়ী
ওহ কেহ ইস দর সে ফিরা আল্লাহ উস সে ফির গেয়া

দারিদ্রতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষের অভাব, তাদের মুখাপেক্ষিতা, তাদের দরজায় ধাক্কা খাওয়া, তাদের তোষামোদি করা। অর্থাৎ তার অন্তর দুঃখ ভারাক্রান্ত থাকে, কখনো রুটি-রুজির পেছনে দৌঁড়াবে, কখনো কাপড়ের চিন্তায় এদিক সেদিক দৌঁড়াবে, কখনো অন্যান্য প্রয়োজনাদির জন্য চিন্তিত হয়ে ঘুরবে, **আল্লাহ আল্লাহ** করার সময়ই পাবে না, এটাও অভিজ্ঞতায় প্রমানিত। অর্থাৎ তার এরূপ দৌঁড়ানোতে তার দুনিয়ায় কোন বৃদ্ধি ঘটবে না বরং তার দুঃখ-কষ্টই বাড়তে থাকবে, দুনিয়া ততটুকুই পাবে, যতটুকু তার ভাগ্যে রয়েছে।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩১)

(৬) **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যদি তোমাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি এমন কোন রুদ্ধ কক্ষে কোন আমল করে, যার না তো কোন দরজা আছে আর না আছে কোন প্রদীপ, তবুও তার আমল প্রকাশ হয়ে যাবে এবং যা হওয়ার তা হবেই।"

(আল মুসনাদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ আবু সাঈদ খুদরী, হাদীস নং-১১২২, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৭)

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসের আলোকে লিখেন: এই মহান বাণীর উদ্দেশ্য হলো যে, তোমরা **রিয়া** করে নিজেদের সাওয়াব কোন নষ্ট করছো, তোমরা একনিষ্টভাবে নেকী করো, গোপনে করো, **আল্লাহ তায়ালা** তোমাদের নেকী সমূহ স্বয়ংক্রিয় ভাবে মানুষদের জানিয়ে দিবেন, মানুষের অন্তর তোমাদেরকে নেক হিসাবে মানতে থাকবে। এটি নিতান্তই পরীক্ষিত, অনেকে গোপনে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে থাকে, মানুষেরা অযথা তাদের তাহাজ্জুদগুযার বলতে থাকে, তাহাজ্জুদ বরং

যে কোন নেক আমলের নূর চেহারায় ভেসে উঠে। যা দিন-রাত দেখতে পাচ্ছি, মানুষেরা হুযূর গাউছে পাক, খাজা আজমীরিকে ওলী বলছেন, কেননা **রব তায়ালা** তাদের দিয়ে বলাচ্ছেন। এটাই হলো এই মহান বাণীর উদ্দেশ্য।

(মিরাতুল মানাজীহ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুখলিস মুমিনের উপমা

পবিত্র কোরআনে মুখলিস মুমিনের উপমা এভাবে দেয়া হয়েছে:

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۲۶۵﴾

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৬৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তাদের উপমা, যারা আপন সম্পদ **আল্লাহ**র সন্তুষ্টির প্রত্যাশার মধ্যে ব্যয় করে এবং নিজেদের আত্মা দৃঢ় করণার্থে, সেই বাগানের ন্যায়, যা কোন উচ্চ ভূমির উপর (অবস্থিত), সেটার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হলো, এর ফলে দ্বিগুণ ফলমূল জন্মায়। অতঃপর যদি প্রবল বৃষ্টিপাত না হয় তবুও শিশিরই যথেষ্ট এবং **আল্লাহ** তোমাদের কর্ম প্রত্যক্ষ করেছেন ।

সদরুল আফাযিল হযরত সায়্যিদুনা মাওলানা মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **'খাযায়িনুল ইরফানে'** এ আয়াতের টীকায় লিখেন: এটা নিষ্ঠাবান মুমিনের আমল সমূহের উদাহরণ। অর্থাৎ যেভাবে উচ্চভূমির উত্তম জমির বাগানে সর্বাবস্থায় অধিক ফলমূল জন্মায়, চাই বৃষ্টি কম হোক কিংবা বেশি; অনুরূপভাবে নিষ্ঠাবান মুমিনের দানও **আল্লাহ**র পথে ব্যয়ই, চাই কম হোক কিংবা বেশি, **আল্লাহ তায়ালা** সেটাকে বৃদ্ধি করেন এবং তোমাদের নিয়্যত ও নিষ্ঠা সম্পর্কে অবগত। **(খাযায়িনুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৯৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুখলিস কে?

মানুষ কখন মুখলিস হয়? এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর কিছু উক্তি পযবেক্ষণ করুন:

(১) হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহইয়া বিন মু'য়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, **মানুষ কখন মুখলিস হয়?** তিনি বলেন: "যখন দুগ্ধপায়ী শিশুর ন্যায় তার অভ্যাস হয়। দুগ্ধপায়ী শিশুর কেউ প্রশংসা করলে তা তার ভাল লাগে না এবং নিন্দা করলেও তার খারাপ লাগে না। যেভাবে সে তার প্রশংসা ও নিন্দায় উদাসীন হয়ে থাকে, তদ্রূপ মানুষও যখন প্রশংসা ও নিন্দায় নির্বিকার থাকবে, তখন তাকে মুখলিস বলা যাবে।"

(আখলাখুস সালেহীন, মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত, বাবুল মদীনা করাচী)

(২) হযরত যুন্নুন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে কেউ জিজ্ঞাসা করলো যে, মানুষ কখন বুঝতে পারবে যে, সে মুখলিসগণের অন্তর্ভুক্ত? তখন তিনি বললেন: যখন সে উত্তম আমলে পরিপূর্ণ চেষ্টা শুধু এই কারণেই করে আর একে পছন্দ করে যে, আমাকে যেনো বিশিষ্ট মনে করা না হয়। **(তানবীহুল মুগতিরীন, পৃষ্ঠা ২৩)**

(৩) কোন এক ইমামকে জিজ্ঞাসা করা হলো: "মুখলিস কে?" তখন তিনি বললেন: "মুখলিস ঐ ব্যক্তি, যে নিজের নেকী এমনভাবে গোপন রাখে, যেভাবে নিজের গুনাহ গোপন রাখে।"

(৪) অপর এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট আরয করা হলো: "এক কথায় ইখলাস কী?" তিনি বললেন: "তা হলো তুমি মানুষের নিকট প্রশংসা পাওয়ার বাসনা করো না।"

(আয যাওয়াজিরুল কবীরা আস সানিয়াতুশ শিরকুল আসগর..., খাতিমাতু ফিল ইখলাস, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৯০)

একসাঁ হো মদহে ও যম মুঝ পে কর দো করম
না খুশি হো না গম তাজেদারে হারাম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি সব নেয়ামতের চেয়ে বড় নেয়ামত

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত; **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** জান্নাত বাসীদের ইরশাদ করবেন: "হে জান্নাতীরা!" তখন তারা আরয করবে: "হে আমাদের **রব তায়ালা**! আমরা উপস্থিত এবং সকল কল্যাণ তোমারই কুদরতী হাতে।" **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: "তোমরা কি সন্তুষ্ট?" তখন তারা আরয করবে: "হে আমাদের **রব তায়ালা**! আমরা কেন সন্তুষ্ট হবো না যে, তুমি আমাদের সেসব কিছু দান করেছো, যা তুমি তোমার সৃষ্টি জগতের কাউকে দান করোনি।" অতঃপর **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: "আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম নেয়ামত দান করবো না?" তারা আরয করবে: "এর চেয়েও উত্তম বস্তু কী হতে পারে?" তখন **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: "আমি তোমাদেরকে আমার সন্তুষ্টি সমর্পণ করছি, সুতরাং আজকের পর কখনো তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবো না।" (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৬০, হাদীস নং-৬৫৩৯)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(পঞ্চম প্রতিকার) নিয়্যতের হিফাজত করুন

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় আমল তার নিয়্যতের উপরই নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ততটুকুই, যতটুকু সে নিয়্যত করে। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাবু মা'জাআ মিনাল আমাল, হাদীস নং-৫৪, পৃষ্ঠা ৭)

হযরত সায়্যিদুনা আবু মূসা আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত; **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো: "এক ব্যক্তি বীরত্ব প্রকাশ, অন্য ব্যক্তি গোত্রিয় সম্মান, আরেক ব্যক্তি **রিয়ার** উদ্দেশে লড়াই করছে, এদের মধ্যে কে **আল্লাহর** পথে জিহাদ করছে?" **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যে ব্যক্তি শুদুমাত্র এই উদ্দেশ্যে লড়াই করবে যে, **আল্লাহ তায়ালার** বাণী সমুন্নত হোক, তবে সে **তাঁর** পথে মুজাহিদ।"

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদি ওয়াস সিয়ার/ কিতাবুত তাওহীদ, হাদীস নং-২৮১০/৭৪৫৮, ২য়/৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫৬/৫৬১)

এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হলো, সকল নেকীর সাওয়াব অর্জনের জন্য ইখলাস ও **আল্লাহ**র সন্তুষ্টিই শর্ত। **(ফুয়ূযুল বারী, ১১তম ও ১২তম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৪)**

নিয়্যত কাকে বলে?

নিয়্যত আভিধানিক ভাবে অন্তরের **দৃঢ় ইচ্ছাকে** বলে এবং শরীয়তের পরিভাষায় ইবাদতের ইচ্ছাকেই নিয়্যত বলা হয়।

(নুযহাতুল ক্বারী শরহে সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৩৬)

নিয়্যত যত বেশি, সাওয়াবও তত বেশি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটি আমলে নিয়্যত যত বেশি হবে, তত বেশি নেকীর সাওয়াবও অর্জিত হবে, যেমন; কোন অভাবী প্রতিবেশীকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে যদি নিয়্যত শুধুমাত্র **আল্লাহ তায়ালার** জন্যই দেয়া হয়, তবে একটি নিয়্যতের সাওয়াব পাবে আর যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার নিয়্যতও করে, তবে দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে। **(আশি'আতুল লুম'আত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩২)** অনুরূপভাবে মসজিদে নামাযের জন্য যাওয়াও একটি আমল, এতেও অনেক নিয়্যত করা যেতে পারে, ইমামে আহলে সুন্নাত, আশ শাহ মাওলানা আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফতোয়ায়ে রযবীয়া, **৫ম খন্ড** ৬৭৩ পৃষ্ঠায় এর চল্লিশটি নিয়্যত বর্ণনা করেন এবং বলেন: "নিশ্চয় যে ব্যক্তি নিয়্যতের জ্ঞান রাখে, সে এক একটি কাজকে নিজের জন্য অনেক নেকি অর্জন করতে পারে।" **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৭৩)**

বরং মুবাহ কাজেও ভাল নিয়্যত করাতে সাওয়াব অর্জিত হবে, যেমন; সুগন্ধি ব্যবহারে সুন্নাতের অনুসরন, মসজিদের সম্মান, মস্তিষ্কের পরিশুদ্ধি এবং আপন ইসলামী ভাইদের থেকে অপছন্দনীয় দুর্গন্ধ দূর করার যদি নিয়্যত হয়, তবে প্রতিটি নিয়্যতের জন্য আলাদা আলাদা সাওয়াব অর্জিত হবে।

(আশি'আতুল লুম'আত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সদকা করার পূর্বে নিয়্যত নিয়ে ভাবুন

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: "বুযুর্গারে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الۡمُبِيۡن মধ্যে যখন কেউ সদকা করার ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন তাঁরা চিন্তা-ভাবনা করতেন এবং যদি **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্য হতো, তখন দিয়ে দিতেন।" **(ইহইয়াউল উলূম, কিতাবুল মারাকাবাতি ওয়াল মুহাসাবা, ১৫তম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৩)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রতিটি কাজের পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত করে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে ভাল নিয়্যত করা এমন এক আমল, যা কষ্টের দিক থেকে অতীব সহজ, কিন্তু প্রতিদান ও সাওয়াবের দিক থেকে অতিশয় মহান। তাই আমাদের উচিত যে, প্রতিটি আমল শুরু করার পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত করে নেয়া, এমনকি পানাহার, পোশাক, ঘুম এবং বিয়ে করাতেও ভাল নিয়্যত করে নেয়া। যেমন; পানাহারের সময় **আল্লাহ তায়ালার** ইবাদত করার শক্তি সৃষ্টি অর্জন করার নিয়্যত হবে। পোশাক পরিধানের সময় এরূপ নিয়্যত হবে যে, **আল্লাহ পাক** আমাকে আমার গোপন অঙ্গ সমূহ গোপন করার নির্দেশ দিয়েছেন আর **আল্লাহ তায়ালার** নেয়ামত প্রকাশের নিয়্যত হবে। ঘুমানোতে এই নিয়্যত হবে, যে ইবাদত **আল্লাহ পাক** ফরয করেছেন, তা আদায় করার ক্ষেত্রে সাহায্য অর্জন হবে। বিয়ে করাতে নিষ্কলুষতা অর্জন ও হারাম হতে বাঁচার নিয়্যত হবে।

মদীনা: ভাল ভাল নিয়্যত সম্পর্কে নির্দেশনার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর সুন্নাতে ভরা ক্যাসেট বয়ান "নিয়্যত কা ফল" এবং নিয়্যত সম্পর্কিত তাঁর লিখিত কার্ড বা পাম্ফলেট **মাকতাবাতুল মদীনার** যে কোন শাখা হতে সংগ্রহ করুন ।

ভাল নিয়্যতের ৭টি ফযীলত

১. **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুসলমানের নিয়্যত তার আমলের চেয়ে উত্তম। (আল মু'জামুল কবীর লিত তিবরানী, হাদীস নং-৫৯৪৬, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৫)

২. **শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "বিশুদ্ধ নিয়্যত সবচেয়ে উৎকৃষ্ট আমল।"

(জামিউল আহাদীস, হাদীস নং-৩৫৫৪, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯)

৩. **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ভাল নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়।"

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, বাবুন নিয়্যত, হাদীস নং-৭২৪৫। ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৬৯)

৪. **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"আল্লাহ তায়ালা** আখিরাতের নিয়্যতের কারণে দুনিয়া দান করে দেন, কিন্তু দুনিয়ার নিয়্যতের কারণে আখিরাত দান করেন না।"

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, বাবুয যুহদ, হাদীস নং-৬০৫৩, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৫)

৫. **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ভাল নিয়্যত আরশের সাথে লেগে যায়, ব্যস যখন কোন বান্দা নিজের নিয়্যতকে সত্যে পরিণত করে দেয়, তখন আরশ দুলতে থাকে, অতঃপর সেই বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।" (তারীখে বাগদাদ, আল কাসিম, হাদীস নং-৬৯২৬, ১২তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৪৪)

৬. হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি নেকীর ইচ্ছা পোষণ করলো, অতঃপর সেই আমলটি করতে পারলো না, তবে তার জন্য একটি নেকী লেখা হবে।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৩, পৃষ্ঠা ৭৯)

৭. হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: সর্বোৎকৃষ্ট আমল হলো ফরযসমূহ আদায় করা, **আল্লাহ পাক** কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়াদি পরিহার করা আর **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে নিজের নিয়্যতকে পরিশুদ্ধ করা।

(ইত্তিহাফুস সা'দাতিল মুত্তাকীন, কিতাবুন নিয়্যতি ওয়াল ইখলাস, ১৩তম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যেমন নিয়্যত তেমন ফল

হযরত সায়্যিদুনা আবু কুবশা আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছেন: "মানুষ চার প্রকার; **একঃ** ঐ ব্যক্তি, যাকে **আল্লাহ তায়ালা** সম্পদ ও জ্ঞান দান করেছেন, তবে সে পরহেজগারী করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে আর এই নেয়ামতে **আল্লাহ তায়ালার** হক সম্পর্কে জানে, তবে সে উন্নত ও উচ্চ মর্যাদায় রয়েছে। **দুইঃ** ঐ ব্যক্তি, যাকে **আল্লাহ তায়ালা** জ্ঞান দান করেছেন, তার নিকট সম্পদনাই এবং সে নিয়্যতে পরিশুদ্ধ আর সে বলে যে, যদি আমার নিকট সম্পদ থাকতো, তবে অমুকের মতো আমল করতাম; তবে সে তার নিয়্যতের সহিত রয়েছে। আর তারা উভয় সাওয়াব ও প্রতিদান সমান। **তিনঃ** ঐ ব্যক্তি, যাকে **আল্লাহ তায়ালা** সম্পদ দান করেছেন কিন্তু জ্ঞান দান করেননি এবং সে তার সম্পদ অজান্তেই ব্যয় করে, পরহেজগারী করে না, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে না আর **আল্লাহ তায়ালার** প্রদত্ত নেয়ামতে **আল্লাহর** হক স্বীকার করে না, তবে সে ব্যক্তি সর্ব নিকৃষ্ট স্থানে অবস্থান করছে। **চারঃ** ঐ ব্যক্তি, যাকে **আল্লাহ** সম্পদ ও জ্ঞান কিছুই দান করেননি এবং সে বলে যে, যদি আমার নিকট সম্পদ থাকতো, তবে অমুকের মতো আমল করতাম, তবে সে তার নিয়্যত সহকারেই রয়েছে। এই দু'জনের গুনাহ সমান।"

(জামিউত তিরমিযী, কিতাবুয যুহদ, বাবু মা'জাআ মিছলুদ দুনিয়া, হাদীস নং-২৩৩২, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! এক ব্যক্তি তার বিশুদ্ধ নিয়্যতের কারণে কিছু ব্যয় না করেই ব্যয় করার সাওয়াব অর্জন করে নিলো, অপরদিকে অন্যজন ব্যয় না করেই হারাম কর্ম সম্পাদনকারী সাব্যস্ত হলো। পার্থক্য শুধু নিয়্যতের ভাল ও মন্দেরই কারণে সৃষ্টি হলো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

উত্তম নিয়্যতের চেয়ে মার খাওয়া অধিকতর সহজ

হযরত নাঈম বিন হাম্মাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাদের পিঠে চাবুকের মার খাওয়া উত্তম নিয়্যতের চেয়ে অধিক সহজ। (তানবীহুল মুগতিরীন, পৃষ্ঠা ২৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জিহাদের সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমরা তাবুকের যুদ্ধ হতে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে ফিরে এলাম, তখন **তিনি** عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় আমরা মদীনা মুনাওয়ারায় এমন লোকদের রেখে এসেছি যে, আমরা যেসব পাহাড়ী রাস্তা এবং উপত্যকা দিয়ে অতিবাহিত হয়েছি তাতে তারাও আমাদের সাথে ছিলো আর অপারগতার কারণে রয়ে গিয়েছিলো।" (সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়র, হাদীস নং-২৮৩৯, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৬৫)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসের টীকায় লিখেন: বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের ঐ সকল মুসলমানও ছিলো, যাঁরা সেই যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আন্তরিক বাসনা পোষণ করতো, কিন্তু কোন কঠিন অপারগতার কারণে যেতে পারেনি। (তারা তোমাদের সাথে ছিলো) এমনিভাবে যে, শরীর তাদের মদীনায় ছিলো এবং অন্তর তোমাদের সাথে জিহাদে ছিলো। তাছাড়া তাঁদের নিয়্যত, তাদের বাসনা তোমাদের সাথেই ছিলো কিংবা তারা প্রতিদান ও সাওয়াবে তোমাদের সাথেই ছিলো, কেননা তোমাদের অবর্তমানে তোমাদের ঘর বাড়ি এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনের খেদমতে রত ছিলো। এভাবে তারা সাওয়াব অর্জনে তোমাদের সাথেই ছিলো। যদিও আমলীভাবে জিহাদে তোমরা তাদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছো। তাই গনীমতে তাদের কোন অংশ হবে না। এতে বুঝা গেলো যে, ভাল নিয়্যতের উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। অনুরূপভাবে কোন নেকী ছুটে যাওয়াতে আফসোস করাও সাওয়াব।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪২৯/৪৩০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিশুদ্ধ নিয়্যত

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দামেশকে অবস্থান করছিলেন এবং হযরত সায়্যিদুনা আমীর মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নির্মিত মসজিদে ইতিকাফ করতেন। একবার তাঁর মনে খেয়াল এলো যে, এমন কোন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যেতো যে, আমাকে এই মসজিদের মুতাওয়াল্লী (অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা পরিচালক) বানিয়ে দেওয়া হতো। অতএব তিনি ইতিকাফের সময় আরও বাড়িয়ে দিলেন আর এত বেশি নামায পড়তে শুরু করে দিলেন যে, সর্বদা নামাযেই দেখা যেতো। কিন্তু কেউ তাঁর প্রতি দৃষ্টি দিলো না। এক বছর এভাবে কেটে গেলো। একবার তিনি মসজিদ থেকে বাইরে এলে হঠাৎ অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এলো: **"হে মালিক! এখন তোমার তাওবা করা উচিত।"** তা শুনে তাঁর এক বছর ধরে নিজের উদ্দেশ্যপূর্ন ইবাদতের জন্য দুঃখিত ও লজ্জাবোধ সৃষ্টি হলো এবং তিনি তাঁর অন্তরকে **রিয়া** থেকে পবিত্র করে বিশুদ্ধ নিয়্যত সহকারে সারা রাত ইবাদতে লিপ্ত রইলেন।

সকালে মসজিদের দরজায় লোকজনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছিলো এবং তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলো যে, "মসজিদের পরিচালনা সুচারু হচ্ছে না, তাই এই ব্যক্তিকেই মুতাওয়াল্লী বানিয়ে দেয়া হোক এবং পরিচালনার কর্মকাণ্ড তাঁর উপর ন্যস্ত করে দেওয়া হোক।" সকলেই এই ব্যাপারে একমত হয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো এবং তাঁর নামায থেকে বিরত হওয়ার পর তারা তাঁর তাঁকে আবেদন করলো যে, "আমরা পরস্পর বিবেচনাপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে আপনাকে এই মসজিদের মুতাওয়াল্লী বানাতে চাই।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে আরয করলেন: "হে **আল্লাহ**! আমি এক বছর পর্যন্ত **রিয়া** সমৃদ্ধ ইবাদতে এ কারণেই রত ছিলাম যে, আমি যেনো মসজিদের মুতাওয়াল্লিগিরি অর্জিত হয়ে যায়, কিন্তু তা হলো না, এখন যেই আমি সত্য অন্তরে তোমার ইবাদতে লিপ্ত হলাম, তখন সকল লোক আমাকে মুতাওয়াল্লী বানাতে এসে গেলো এবং আমার উপর এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করতে চায়।

কিন্তু আমি তোমার মহত্বের শপথ করছি যে, না আমি এই মুতাওয়াল্লিগিরি গ্রহন করবো, না মসজিদ হতে বের হবো।" এ কথা বলে পুনরায় ইবাদতে লিপ্ত হয়ে গেলেন। (তাযকিরাতুল আউলিয়া, বাবে চাহারম, যিকরে মালিকে দীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৮/৪৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেক আমলের নিয়্যত করে নিন

বর্ণিত আছে, এক শিক্ষার্থী ওলামায়ে কিরামের নিকট উপস্থিত হয়ে আবেদন করলো: "আমাকে এমন কোন আমল বলুন, যা দ্বারা আমি সর্বদা নেকি অর্জন করতে থাকবো, কেননা এই বিষয়টি আমার পছন্দ নয় যে, আমার রাত এবং দিনে এমন কোন সময় আসুক, যখন আমি কোন নেক আমল করছি না।" তাকে উত্তর দেয়া হলো যে, "যেভাবেই সম্ভব নেকি করতে থাকো, যখন ক্লান্ত হয়ে যাবে তখন নেক আমলের নিয়্যত করো, কেননা নিয়্যতকারী ব্যক্তিও নেক আমলকারী মতই।"

(ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন, কিতাবুন নিয়্যতি ওয়াল ইখলাস, বাবুল আউয়ালে ফিন নিয়্যত, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(ষষ্ঠ প্রতিকার) ইবাদতের সময় শয়তানি কুমন্ত্রণা হতে বাঁচুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একনিষ্ঠতা হলো কবুলিয়্যতের চাবি, তাই যেমনিভাবে নেক আমলের পূর্বে অন্তরে একনিষ্ঠতা থাকা আবশ্যক, তেমনিভাবে ইবাদতের সময় তা বিদ্যমান রাখাও প্রয়োজন, কেননা শয়তান লাগাতার আমাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেওয়ার চেষ্টায় লেগে থাকে। হযরত ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন: যে ব্যক্তি নিজের আমলে যাদুকরের চেয়েও অধিক সতর্ক থাকবে না, সে অবশ্যই **রিয়ায়** জড়িয়ে যাবে। (তানবীহুল মুগতারীন, পৃষ্ঠা ২৩)

ইবাদতের সময় শয়তানি কুমন্ত্রণা হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তিনটি বিষয় আবশ্যক: (১) কুমন্ত্রণাটিকে চিনতে পারা, (২) তা অপছন্দ করা, (৩) তা মেনে নিতে অস্বীকার করা। যেমন; কেউ ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে তাহাজ্জুদের

নামায পড়া শুরু করলো, এখন নামায আদায়ের সময় শয়তান অন্তরে **রিয়ার** কুমন্ত্রণা দিলো যে, মানুষ যখন আমার তাহাজ্জুদ পড়ার কথা জানতে পারবে, তখন তারা আমার প্রতি প্রভাবিত হবে। এখন এই কুমন্ত্রণাকে তাৎক্ষণিকভাবে চিনতে পারা যে, এটি শয়তানের পক্ষ থেকেই হচ্ছে, সে নামাযীর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অতঃপর একে অপছন্দও করবে যে, **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্য করা আমল দ্বারা সৃষ্টিজগতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা **আল্লাহ তায়ালার** গযবকে হাতছানি দেওয়ারই নামান্তর, অতঃপর সেই কুমন্ত্রণা থেকে নিজের মনযোগ সরিয়ে নিবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদিও কাজটি দুরূহ বটে কিন্তু অসম্ভব নয়, শুরুতে কাজটি অত্যন্ত দুরূহ মনে হয়ে থাকে, কিন্তু যখন কষ্ট করে কিছু সময় ধৈর্য ধারন করবে, তখন **আল্লাহ তায়ালার** দয়া ও অনুগ্রহে এবং তৌফিকে কাজটি সহজ হয়ে যায়, তাই আমাদের কাজ হলো চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, সাফল্য দানকারী স্বয়ং **রাব্বে কায়েনাত**। **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۶۹﴾

(পারা ২০, সূরা আনকাবুত, আয়াত ৬৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যারা আমার পথে প্রচেষ্টা চালায় অবশ্য আমি তাদেরকে আপন রাস্তা দেখাবো; এবং নিশ্চয় **আল্লাহ** সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।

চেষ্টা করা সত্ত্বেও কুমন্ত্রণা দূর না হলে

যদি আমরা অপছন্দ করা সত্ত্বেও আমাদের নফস শয়তানের দেখানো পথে চলে, তবে **আল্লাহ তায়ালার** দয়ায় আশা করা যায় যে, **রিয়ার** গুনাহ আমাদের নামে লিখা হবে না। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **'ইহইয়াউল উলূম'** এ লিখেন:

"জেনে রাখুন যে, **আল্লাহ তায়ালা** বান্দাকে তাদের সামর্থ অনুযায়ী দায়িত্ব দিয়ে থাকেন এবং মানুষের ক্ষমতা নাই যে, সে শয়তানের কুমন্ত্রণাকে

রুখবে বা মানসিকতাকে এমন অবস্থায় নিয়ে আসবে যে, সে কুপ্রবৃত্তির প্রতি ঝুঁকবে না। মানুষ তো শুধু এটাই করতে পারে যে, সেই কুপ্রবৃত্তির বিরোধীতা এমন অপছন্দতার সহিত করা, যা আঞ্জাম দেয়া মারিফাত, ইলমে দ্বীন এবং **আল্লাহ তায়ালা** ও আখিরাতের উপর ঈমানের কারণেই তার অর্জিত হয়েছে। যখন সে এরূপ করবে, তবে সে এই আমল আদায় করার ক্ষেত্রে সর্ববিধ প্রচেষ্টা চালালো আর সে এই বিষয়েরই দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলো। এই বিষয়ের পক্ষে অসংখ্য হাদীসে মুবারাকা প্রমাণ বহর করে, যেমন; বর্ণিত আছে যে, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবাগণ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট আবেদন করলেন যে, আমাদের অন্তরে এমন কিছু ভাবের উদয় হয় যে, যদি আমরা আসমান হতে পতিত হই এবং আমাদের পাখিরা এসে ছোঁ মারে বা বাতাস আমাদেরকে এক স্থান হতে উঠিয়ে অন্য স্থানে নিক্ষেপ করে দেয়, তবুও তা আমাদের পক্ষে এসব মনোভাবের কথা মুখে আনা থেকে অধিক পছন্দ। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরা কি সেসব মনোভাব অপছন্দ করো। তাঁরা আরয করলেন: জী হ্যাঁ। তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এটি হলো প্রকাশ্য ঈমান।" (সুনানি আবি দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু ফি রাদ্দিল ওয়াসওয়াসাতি, হাদীস নং-৫১১১, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪২৫) আর যদি তাদের অন্তরের কুমন্ত্রণা ও তাদের ঘৃণাবোধ পাওয়া যেতো, তবে এ কথা বলা যেতো না যে, প্রকাশ্য ঈমান, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কুমন্ত্রণাকেই বুঝিয়েছেন, এখন শুধুমাত্র একটি কথাই রয়ে গেলো অর্থাৎ তা দ্বারা উদ্দেশ্য ছিলো সেসব কুমন্ত্রণার প্রতি ঘৃণাবোধ, যা কুমন্ত্রণার কারণে যার উদ্রেক হতো। **রিয়া** যদিও অনেক বড় গুনাহ কিন্তু **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট কুমন্ত্রণার চেয়ে কম, তো যখন অপছন্দ করার কারণে বড় গুনাহ দূর হয়ে গেলো, সেক্ষেত্রে **রিয়া**র গুনাহ তো আরো আগেই দূর হয়ে যাওয়া উচিৎ। (ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন, কিতাবু যাম্মিল জাহি ওয়ার রিয়া, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(সপ্তম প্রতিকার) একাকীত্বে কিংবা জনসমক্ষে একই রকম আমল করুন

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন; **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বান্দা যখন প্রকাশ্যে নামায পড়ে তাও উত্তম আর গোপনে নামায পড়ে তাও উত্তম, তখন **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: সে আমার সত্যিকার বান্দা।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং-৪২০০, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৬৮)

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে মুবারাকার টীকায় লিখেন: অর্থাৎ এই বান্দার মাঝে **রিয়া** বিদ্যমান নাই, এই বান্দা মুখলিস, সে যদি **রিয়াকার** হতো, তবে প্রকাশ্যে নামায উত্তম রূপে পড়তো আর গোপনে সাধারনভাবে, যখন সে গোপনেও উত্তমরূপে পড়ে, তবে মুখলিসই তো। **(মিরাতুল মানাজীহ, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪০)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা একাকীত্বে থাকি কিংবা ইসলামী ভাইদের মাঝে, আপ্রাণ চেষ্টা করে উভয় জায়গায় আমলকে একই রকমভাবে আদায় করার চেষ্টা করবো। যেমন; যেরূপ বিনয় ও নম্রভাবে মানুষের সামনে নামায পড়ার চেষ্টা করি, সেই একই পদ্ধতি যেনো একাকিত্বেও বলবৎ রাখুন আর যেসব কাজ মানুষের সামনে করতে সংকোচ বোধ করি, একাকীত্বেও সেসব কাজ করবো না। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে কাজ মানুষের সামনে করতে অপছন্দ করো, তা একাকীত্বেও করো না।"

(আল জামিউস সগীর, হাদীস নং-৭৯৭৩, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৮৭)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(অষ্টম প্রতিকার) নেকী গোপন করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিৎ যে, যতদূর সম্ভব নিজের নেকী সমূহ এমনিভাবে গোপন করুন, যেমনিভাবে নিজের গুনাহ সমূহ গোপন করে থাকি আর এতে তৃপ্ত থাকি যে, **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের নেকী সমূহ সম্পর্কে

জানেন। বিশেষ করে গোপনে নেকী করার পর নফসকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করবো, কেননা হতে পারে যে, নফসের এই ইবাদতটি প্রকাশ করার লোভ সৃষ্টি হচ্ছে এবং এভাবে বলে যে, যদি তোমার এই মহৎ আমল সম্বন্ধে লোকেরা জানে, তবে তারাও ইবাদতে লিপ্ত হয়ে যাবে। তুমি নিজের আমল গোপন রাখতে চাও কেন? এভাবে তো লোকজন তোমার স্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে জানবে না, অতএব তারা তোমার সম্মান ও মর্যাদাকে অস্বীকার করবে আর তোমার অনুসরন করা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে, এমন করে তুমি কীভাবে মানুষের ইমাম হবে? নেকীর দাওয়াত কীভাবে প্রসার হবে? ইত্যাদি। এমন অবস্থায় **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট অটল থাকার দোয়া করা উচিত আর নিজের বড় আমলের বিনিময়ে আখিরাতের বড় মালিকানার অর্থাৎ জান্নাতের নেয়ামতের কথা ভাবুন, যা সর্বদা বিদ্যমান থাকবে। যে ব্যক্তি **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদতের বিনিময়ে **তাঁর** বান্দার নিকট প্রতিদান প্রত্যাশা করে, তার উপর **আল্লাহ তায়ালা**র গজব অবতীর্ণ হয়ে থাকে আর এও হতে পারে যে, অন্যদের সামনে আমলকে প্রকাশ করা অবস্থায় সে তাদের নিকট প্রিয়পাত্র তো হয়ে যাবে, কিন্তু **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট তার মর্যাদাহানি হয়ে যাবে! এভাবে আমার আমল নষ্ট হয়ে যাবে। অতঃপর নফসকে এভাবে বুঝান যে, আমি কীভাবে আমার আমলকে মানুষের প্রশংসার বিনিময়ে বিক্রি করে দিবো, তারা তো নিজেরাই অপারগ, না তারা আমাকে রিযিক দিতে পারে, না তারা জীবন ও মৃত্যুর মালিক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সবচেয়ে শক্তিধর সৃষ্টি

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন **আল্লাহ তায়ালা** জমিন সৃষ্টি করলেন, তখন তা কাঁপতে লাগলো। অতঃপর **আল্লাহ তায়ালা** পাহাড়কে সৃষ্টি করে তা জমিনের জন্য পেরেক বানিয়ে দিলেন। ফিরিশতারা পরস্পর বলতে লাগলো: হয়ত **আল্লাহ তায়ালা** পাহাড়ের চাইতে বেশি শক্ত কোন বস্তু সৃষ্টি

করেননি। অতঃপর **আল্লাহ তায়ালা** লোহা সৃষ্টি করলেন, তা পাহাড়কে কেটে ফেললো। অতঃপর আগুন সৃষ্টি করলেন, তা লোহাকে গলিয়ে দিলো। অতঃপর **আল্লাহ তায়ালা** পানিকে আদেশ দিলেন, তা আগুনকে নিভিয়ে দিলো। অতঃপর বাতাসকে আদেশ দিলেন, তা পানিকে বাষ্পে পরিণত করে দিলো। এবার ফিরিশতাদের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়ে গেলো যে, সব চাইতে শক্তিশালী বস্তু কোনটি? অতএব এ ব্যাপারে **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো; **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করলেন: আমি মানুষের অন্তরের চেয়ে অধিক শক্তিশালী কোন বস্তু সৃষ্টি করিনি। যখন সে ডান হাতে সদকা করে বাম হাত থেকেও তা গোপন করে, অতএব তা আমার সৃষ্টির মাঝে সব চেয়ে অধিক শক্তিশালী।"

(জামিউত তিরমিযী, কিতাবুত তাফসীর, হাদীস নং-৩৩৮০, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৪২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গোপন আমলই উত্তম

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: প্রকাশ্য আমলের বিপরীতে গোপন আমল সত্তর গুণ উত্তম।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, হাদীস নং-১৯৬৫। ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২২৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর বাণী

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام বলেন: "যখন তোমাদের মধ্য হতে কেউ একজন রোযা রাখে, সে যেনো তার মাথা ও দাড়িতে তেল লাগায় আর ঠোঁটেও যেনো হাত বুলিয়ে দেয়, যাতে মানুষ বুঝতে না পারে যে, সে রোযাদার এবং যখন ডান হাতে দান করবে, তখন বাম হাত যেনো তা জানতে না পারে। যখন নামায পড়বে দরজায় পর্দা লাগিয়ে দিবে। **আল্লাহ তায়ালা** প্রশংসাকেও এভাবেই পরিবর্তন করেন, যেভাবে রিযিক পরিবর্তন করেন।

(ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন, কিতাবু যাম্মিল জাহি ওয়ার রিয়া, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পূর্বসূরী মনীষীদের বাণী

(১) হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি যতটুকু আমল নিজেকে প্রকাশ করে করেছি, সেগুলোকে আমি না হওয়ার মতোই মনে করি, কেননা যখন মানুষ দেখছিলো, তখন একনিষ্টতা বজায় রাখা আমার মতো লোকের ক্ষমতার বাইরে। (তানবীহুল মুগতারীন, পৃষ্ঠা ২৬)

(২) হযরত বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাদের ন্যায় লোকদের জন্য এটাও সমীচিন নয় যে, নিজের ইখলাস সমৃদ্ধ আমল থেকেও কিছু প্রকাশ করা। তবে সেসব আমলের কী অবস্থা হবে, যেগুলোতে স্পষ্টভাবে **রিয়া** প্রবেশ করে বসেছে, অতএব আমাদের ন্যায় লোকদের জন্য তো আমল সমূহ গোপন রাখাই সমীচিন। (তানবীহুল মুগতারীন, পৃষ্ঠা ২৯)

(৩) হযরত ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমল ও ইলম তাই উত্তম, যা লোকজন হতে গোপন থাকে। (তানবীহুল মুগতারীন, পৃষ্ঠা ২৯)

(৪) হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি কিছু লোকের সহচর্য অবলম্বন করলাম, যাঁদের অন্তরে প্রজ্ঞার এমন বিষয় অতিবাহিত হতো যে, যদি তাঁরা তা প্রকাশ করতেন, তবে তাঁদেরকেও এবং তাঁদের সাথীদেরও উপৃকত করতো, কিন্তু তাঁরা প্রসিদ্ধির ভয়ে এই বিষয়গুলো প্রকাশ করেননি এবং তাঁদের মধ্যে কেউ রাস্তায় কষ্টদায়ক বস্তু দেখলে তবে তাঁরা তা শুধুমাত্র এ কারণেই সরাতেন না যে, সুনাম হয়ে যাবে।

(ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন, কিতাবু যাম্মিল জাহি ওয়ার রিয়া, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘটনা

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: কোন এক যুগে বসরার অলি গলিতে **আল্লাহ**র যিকির ও কোরআন তিলাওয়াতের আওয়াজে মুখরিত ছিলো আর এভাবেই লোকেরা **আল্লাহ**র যিকির ও কোরআন তিলাওয়াতের প্রতি উদ্বুদ্ধ হতো। ঘটনাক্রমে সেই যুগে কোন এক

আলিম সাহেব **রিয়ার** সূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্বলিত একটি পুস্তিকা লিখেন (পুস্তিকাটি যখন প্রকাশিত হলো) তখন সবাই **আল্লাহর** যিকির ও উচ্চস্বরে কোরআন তিলাওয়াত করা ছেড়ে দিলো, কিছু লোকেরা বললো: আহ! এই আলিম সাহেব যদি পুস্তিকাটি না লিখতেন। (কীমিয়ায়ে সা'আদাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৯৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রোযার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করো না

হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নিজের ভাইকে তার রোযার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করো না, কেননা যদি সে বলে যে, আমি রোযাদার তবে তার নফস খুশি হবে আর যদি বলে যে, আমি রোযা রাখিনি তবে তার নফস কষ্ট পাবে এবং এই দু'টি **রিয়ার** নিদর্শন। (তানবীহুল মুগতারীন, পৃষ্ঠা ২৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জিজ্ঞাসা করা হলে রোযাদার নিজের রোযার কথা বলে দিন

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন কেউ কাউকে খাওয়ার দাওয়াত দিবে, তখন তার উচিৎ যে, দাওয়াত গ্রহন করে নেয়া আর যদি রোযাদার হয়ে থাকে, তবে তাকে দোয়া করবে।"

(জামিউত তিরমিযী, কিতাবুস সওম, বাবু মা জাআ ফি ইজাবাতিস সায়িম, হাদীস নং-৭৮০, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২০৩)

মুসলিম শরীফের একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, "যখন কাউকে দাওয়াত দেওয়া হয় এবং সে যদি রোযাদার হয়, তবে তার উচিৎ যে, সে যেন বলে দেয়, আমি রোযাদার।" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, হাদীস নং-১১৫০, পৃষ্ঠা ৫৭৯)

মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের টীকায় লিখেন: অথবা এভাবে যে, দাওয়াত কবুলই করবে না কিংবা এভাবে যে, কবুল করবে এবং যাবেও কিন্তু সেখানে খাবে না, এ কারণ বলে দেবে। মনে রাখবেন যে, নফল রোযা গোপন রাখা উত্তম কিন্তু এ ক্ষেত্রে যেহেতু গোপন করাতে

দাওয়াতকারীর অন্তরে বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে বা দুঃখ পাবে, মুসলমানদের মন খুশি করাও ইবাদত, তাই রোযার কথা প্রকাশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নিকৃষ্ট রিয়াকার

হযরত ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন যে, আমি পূর্বে তো মানুষকে এ অবস্থাতেই পেতাম যে, তারা সেসব আমলে **রিয়া** করতো, যা তারা করতো আর এখন মানুষের এমন অবস্থা যে, তারা সেসব বিষয়ে **রিয়া** করে, যা তারা করে না। **(তানবীহুল মুগতারীন, পৃষ্ঠা ২৫)**

অর্থাৎ পূর্বে লোকেরা মানুষকে খুশি করার জন্য নেক কাজ করতো আর এখন নেক কাজই করে না বরং নেককারের আকৃতি ধারন করে বিশ্বাস সৃষ্টি করাতে চায় যে, তারা নেক কাজ করে, অতএব তারা পূর্বের **রিয়াকার**দের চেয়েও নিকৃষ্ট।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(নবম প্রতিকার) সৎসঙ্গ অবলম্বন করুন

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গের উদাহরণ, আতর উৎপাদনকারী ও চুল্লি প্রজ্জলনকারীর ন্যায়, কস্তুরী উৎপাদনকারী তোমাকে উপহার দিক বা তুমি কিনে নাও, তুমি এর উৎকৃষ্ট সুগন্ধি পাবেই, অপরদিকে চুল্লি প্রজ্জলনকারী হয়তো তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দিবে, নয়তো তোমার তার থেকে অসহনীয় দুর্গন্ধ আসবে।"

(সহীহ মুসলিম, পৃষ্ঠা ১১১৬, হাদীস নং-২৬২৮)

চাঙ্গে বান্দে দেয় সুহবত ইয়ারো জিওইঁ দোকান আত্তারাঁ
সওদা বা'ওয়েঁ মুল না লিয়ে চুল্লে আ'ন হাজারাঁ
বুড়ে বান্দে দিই সুহবত ইয়ারো জিওইঁ দোকার লোহারাঁ
কাপড়ে বা'ওয়েঁ গুঞ্জ গুঞ্জ বায়ে চিঙ্গাঁ পেন হাজারাঁ

(অর্থাৎ ভাল মানুষের সঙ্গ আতরের দোকানের ন্যায় যে, যেখান থেকে মানুষ কিছু না-ই বা কিনুক, তবু সে সুগন্ধি পেয়েই যায় এবং মন্দ মানুষের সঙ্গ কামারের দোকানের ন্যায়, যেখানে নিজের কাপড়কে যতই সামলিয়ে রাখুক না কেন, আগুনের স্ফূলিঙ্গ তার নিকট এসেই যায়)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই প্রতিটি সঙ্গ তার নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করে, যেমন; যদি আপনার সাক্ষাৎ এমন কোন ইসলামী ভাইয়ের সাথে হয়, যার চোখ থেকে কোন আপনজনের মৃত্যুর কারণে অশ্রু গড়াচ্ছে, তার চেহারায় দুঃখের মেঘ ছেয়ে আছে এবং তার কণ্ঠে উদাসিনতা ঝলক দিচ্ছে, তবে তার এই অবস্থা দেখে কিছুক্ষণের জন্য আপনিও দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে যাবেন। অপরদিকে যদি আপনি এমন কোন ইসলামী ভাইয়ের সাথে বসার সুযোগ হয়, যার চেহারায় কোন সফলতার কারণে আনন্দ প্রতিফলিত হচ্ছে, তার ঠোঁটে মুচকি হাসির ঝিলিক মারছে এবং তার কথায় আনন্দ প্রকাশ পাচ্ছে, তবে আপনিও অবলীলায় কিছুক্ষণের জন্য তার আনন্দে মেতে উঠবেন।

ঠিক এভাবেই যদি কেউ এমন লোকের সহচর্য অবলম্বন করে, যে আখিরাতের ভাবনায় একেবারেই উদাসীন এবং গুনাহের ব্যাপারে কোনরূপ সংকোচ বোধ করে না, তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সেও অতি শীঘ্রই তার মতোই হয়ে যাবে এবং যদি এমন কোন মানুষের সহচর্য অবলম্বন করে, যার অন্তর মদীনার চিন্তায় বিভোর, সে দিন-রাত পারলৌকিক সাফল্য অর্জনে নিজের সংশোধনের চেষ্টায় রত, তার চোখ **আল্লাহ তায়ালার** ভয়ে অশ্রুসিক্ত, তবে নিশ্চিতভাবে এই অবস্থা সেই লোকটির মনেও প্রভাবিত করবে, اِنْ شَآءَ الله।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই মাদানী সহচর্য পাওয়ার জন্য আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বরকতে উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী অদৃশ্যরূপে

তাদের কর্মকাণ্ডের অংশ হতে থাকবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাইয়ের উচিৎ যে, তারা যেনো নিজ নিজ শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করে এবং **আল্লাহ**র পথে সফরকারী আশিকানে রাসূলের কাফেলায় সফর করে। এই কাফেলার সাথে সফর করার বরকতে اِنْ شَآءَ الله নিজের বিগত জীবনাচারের উপর চিন্তা-ভাবনা করবার সুযোগ হবে আর অন্তর সুন্দর পরিনতির জন্য অস্থির হয়ে যাবে, যার ফলে গুনাহের আধিক্যের প্রতি লজ্জা অনুভুত হবে এবং তাওবার তৌফিক অর্জিত হবে। আশিকানে রাসুলের কাফেলায় লাগাতার সফর করার ফলে অশ্লীল বাক্য ও অযথা কথা-বার্তার স্থলে দরূদ শরীফ অব্যাহত হয়ে যাবে, তা কোরআন তিলাওয়াত, হামদে ইলাহী ও নাতে রাসুল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ অভ্যস্ত হয়ে যাবে, রাগের অভ্যাস দূর হয়ে যাবে এবং তদস্থলে নম্রতা সৃষ্টি হবে, ধৈর্যহীনতার অভ্যাস পরিহার করে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ থাকার অভ্যাস নসীব হবে, অহঙ্কার দূরীভূত হয়ে যাবে আর মুসলিমদের সম্মান করার প্রেরণা অর্জিত হবে, দুনিয়াবী সম্পদের লালসা দূর হয়ে যাবে এবং নেকীর লোভ অর্জিত হবে, মোটকথা বার বার **আল্লাহ**র পথে সফরকারীর জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়ে যাবে اِنْ شَآءَ الله। ইসলামী বোনদেরও উচিৎ যে, নিজের এলাকায় অুনষ্ঠিত ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহন করা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি বদলে গেছি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শালিমার টাউন মারকাযুল আউলিয়া লাহোরের এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরূপ: আমি একজন সুস্থ মস্তিস্ক কিন্তু বিকৃত চিন্তার মানুষ ছিলাম, সিনেমা-নাটকে অভ্যস্ত ছিলাম, পাশাপাশি যুবতী মেয়েদের সাথে রসিকতা ও বদমাইশী এবং যুবকদের সাথে বন্ধুত্ব (সারারাত পর্যন্ত তাদের সাথে বেপরওয়া চলাফেরা) আমার অভ্যাস ছিলো। আমার খারাপ চলাফেরার জন্য আমার বংশের লোকেরা আমার থেকে সর্বদা দূরে থাকতো, আমি ঘরে আসলে তারা ভয় পেতো। এমনকি তাদের সন্তানকে আমার

থেকে দূরে রাখত, আমার পাপে ভরা অন্ধকার রাত শেষ হয়ে বসন্তের প্রভাত এইভাবে উদিত হলো, একজন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আশিকে রাসূলের শুভ দৃষ্টি আমার উপর পড়লো, তিনি অত্যন্ত ভালবাসার মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বুঝিয়ে কাফেলায় সফর করার জন্য অনুরোধ করেন, তার কথাগুলো আমার মনের মধ্যে গেঁথে গেলো এবং আমার কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন হল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সহচর্য আমি পাপীর অন্তরে মাদানী পরিবর্তন এনে দিলো, গুনাহ থেকে তাওবার উপহার এবং সুন্নাতে ভরা মাদানী পোশাকের প্রেরণা পেলাম, মাথায় সবুজ পাগড়ী পরিধান করেছি এবং আমার মতো গুনাহগার লোক সুন্নাতের মাদানী ফুল সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। যে সমস্ত প্রিয়জন ও আত্মীয় স্বজনরা আমাকে দেখে দূরে সরে যেতো اَلْحَمْدُ لِلّٰه তারা এখন আমার সাথে আলিঙ্গন করে। পূর্বে আমি বংশে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক ছিলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র কাফেলার বরকতে এখন সকলের প্রিয় পাত্রে পরিণত হয়েছি।

জব তক বিকে না থে কোয়ি পুছতা না থা, তুনে খরীদ কর মুঝে আনমৌল কর দিয়াএ

(ফয়যানে সুন্নাত, ফয়যানে রমযান অধ্যায়, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৮৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেককার হওয়ার উপায়

اَلْحَمْدُ لِلّٰه শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে আখিরাতের চিন্তার মানসিকতা বানানো, নেককাজ করার এবং গুনাহ থেকে বাঁচার পদ্ধতি সম্বলিত **মাদানী ইনআমাত** প্রশ্নাবলী আকারে প্রদান করেছেন। ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি, ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি, স্কুল, কলেজ ও জামেয়াতুল মদীনার ছাত্রদের জন্য ৯২টি, ছাত্রীদের জন্য ৮৩টি এবং মাদরাসাতুল মদীনার মাদানী মুন্নাদের জন্য ৪০টি মাদানী ইনআমাত, এমনিভাবে বিশেষ অর্থাৎ বোবা-বধির এবং অন্ধ ইসলামী ভাইদের জন্য ২৭টি মাদানী ইনআমাত রয়েছে। অসংখ্য ইসলামী ভাই,

ইসলামী বোন এবং শিক্ষার্থী মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী আমল করে প্রত্যেহ ঘুমানোর পূর্বে 'ফিকরে মদীনা' অর্থাৎ নিজের আমলের নিরীক্ষণ করে মাদানী ইনআমাতের পকেট সাইজ রিসালায় প্রদত্ত ছক পূরন করে থাকে। এই মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী আমল করার পর নেককার হওয়া এবং গুনাহ থেকে বাঁচার পথে প্রতিবন্ধকতা সমূহ **আল্লাহ তায়ালার** দয়া ও অনুগ্রহে ধীরে ধীরে দূর হতে থাকে আর এর বরকতে সুন্নাতের অনুসরন, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমানের হিফাজতের মানসিকতাও সৃষ্টি হয়। আমাদের উচিৎ যে, সৎচরিত্রবান মুসলমান হওয়ার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার যে কোন শাখা থেকে মাদানী ইনআমাতের রিসালা সংগ্রহ করা এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনা (অর্থাৎ নিজের আমলের পরিসংখ্যান) করে এতে দেয়া ছক পূরণ করা এবং প্রত্যেক মাদানী অর্থাৎ চান্দ্র মাসের প্রথম তারিখেই আপনার এলাকার মাদানী ইনআমাতের যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস করুন।

মাদানী ইনআমাতের আমলকারীদের জন্য মহান সুসংবাদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাদানী ইনআমাতের রিসালা পুরণকারীরা কিরূপ সৌভাগ্যবান, তা এই মাদানী বাহার থেকে অনুমান করুন। যেমনটি হায়দারাবাদ, বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশের এক ইসলামী ভাইয়ের শপথমূলক বর্ণনা কিছুটা এরূপ যে, ১৪২৬ হিজরীর রজবুল মুরাজ্জব মাসের এক রাতে আমার স্বপ্নযোগে **প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারতের মহান সৌভাগ্য অর্জিত হলো। ঠোঁট মোবারক নড়ে উঠলো এবং রহমতের ফুল ঝড়তে লাগলো, শব্দগুলো কিছুটা এরূপ সজ্জিত ছিলো: **"যে ব্যক্তি এই মাসে নিয়মিত মাদানী ইনআমাত সম্পর্কিত ফিকরে মদীনা করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিবেন।"**

মাদানী ইনআমাত কি ভী মারহাবা কিয়া বাত হে,
কুরবে হক কে তালিবু কে ওয়াস্তে সাওগাত হে।

(ফয়যানে সুন্নাত, ফয়যানে রমযান অধ্যায়, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮১৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(দশম প্রতিকার) বিভিন্ন ওযীফার অভ্যাস গড়ে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রিয়া থেকে বাঁচার জন্য উল্লিখিত কাজ সমূহের পাশাপাশি রূহানী চিকিৎসাও করুন। যেমন;

১. যখনই অন্তরে **রিয়ার** খেয়াল আসবে, তখন "اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ" একবার পাঠ করে বাম কাঁধের দিকে তিনবার থু থু করুন।

২. দৈনিক দশবার "اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ" পাঠকারীর উপর শয়তান থেকে হিফাজতে করার জন্য **আল্লাহ তায়ালা** একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দেন। **(মুসনাদে আবি ইয়ালা, মুসনাদে আনাস বিন মালিক, হাদীস নং-৪১০০, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪০০)**

৩. সূরা ইখলাস এগারোবার সকালে (মধ্যরাতের পর হতে সূর্যের প্রথম কিরণ পর্যন্ত সকাল) পাঠকারীকে শয়তান তার দলবলসহ প্রাণান্তকর চেষ্টা করেও কোন গুনাহ করাতে পারবে না, যতক্ষণ সে নিজ থেকেই গুনাহ করবে না।

(আল ওয়াযীফাতুল কারীমা, আল আযকারুস সাবাহিয়া, পৃষ্ঠা ১৮)

৪. সূরা নাস পাঠ করাতেও কুমন্ত্রণা দূর হয়ে যায়।

৫. যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা একুশবার করে "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ" পড়ে পানিতে দম করে পান করে নেয়, তবে اِنْ شَآءَ الله শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে অনেকাংশে নিরাপদ থাকবে। **(মিরআতুল মানাজীহ, বাবুল ওয়াসওয়সা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৭)**

৬. "هُوَالْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ" পাঠ করাতে তৎক্ষণাৎ কুমন্ত্রণা দূর হয়ে যায়।

৭. "سُبْحٰنَ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ ط اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ط وَمَاذٰلِكَ عَلَى الله بِعَزِيْزٍ 0" অধিকহারে পাঠ করাতে কুমন্ত্রণাকে মূলৎপাটন করে দেয়।

(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চিকিৎসা করার পরও আরোগ্য না হলে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি পরিপূর্ণভাবে চিকিৎসা করার পরও আরোগ্য লাভ না হয়, তবে চিন্তিত হবেন না বরং চিকিৎসা অব্যাহত রাখুন যে, **"মনও প্রশান্তি লাভ করবেই।"** কেননা যদি আমরা চিকিৎসা বন্ধ করে দিই, তবে যেনো নিজেকে শয়তানের নিকট পরিপূর্ণভাবে সমর্পন করে দিলাম, যে আমাদের কোন ভাবেই ছাড়বে না। সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, **রিয়া** থেকে নিজেকে বিরত রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখা। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ (ওফাত ৫০৫ হিজরী) আমাদেরকে বুঝাতে গিয়ে লিখেন: "যদি তোমরা অনুভব করো যে, **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা সত্ত্বেও শয়তান তোমাদের পিছু ছাড়ছে না বরং প্রাধান্য বিস্তার করার চেষ্টা করছে, তবে এর মর্ম হলো যে, এতে **আল্লাহ তায়ালা**র উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের প্রচেষ্টা, আমাদের শক্তি ও ধৈর্যের পরীক্ষা নেয়া, অর্থাৎ **আল্লাহ** পরীক্ষা নেন যে, তোমরা কি শয়তানের বিরোধীতা ও যুদ্ধ করছো, না কি তার নিকট পরাজিত হচ্ছো।" **(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা ৪৬)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সারমর্ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতটুকু অধ্যয়নের পর আমরা বুঝলাম যে,

- **রিয়া** নিঃসন্দেহে একটি মন্দ অভ্যাস এবং নিকৃষ্ট বাতেনী রোগ।
- এটি হারাম এবং এটি জাহান্নামের নিয়ে যাওয়ার কাজ।
- কোরআনে পাক ও হাদীসে মুবারাকায় এর কঠোর নিন্দা করা হয়েছে।
- **রিয়াকারী**কে জাহান্নামের ঐ স্তরে নিক্ষেপ করা হবে, যা থেকে জাহান্নামও আশ্রয় প্রার্থনা করে।
- **রিয়া** ও এর প্রতিকার শিখা ফরয ইলমের পর্যায়ভূক্ত।
- **রিয়া** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, "বান্দা **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টির স্থলে অন্য কোন নিয়্যত বা বাসনা নিয়ে ইবাদত করা।"
- কাউকে **রিয়াকার** বলা জায়িয নাই, কেননা তা হলো অন্তরের বিষয়।

- **রিয়া** কখনো কথার মাধ্যমে হয় এবং কখনো কর্মের মাধ্যমে।
- সাধারণত তিনটি বিষয়ে **রিয়া** হতে পারে: (১) ঈমানে (২) দুনিয়াবী কার্যকলাপে (৩) ইবাদতে।
- ইবাদতে দুই ধরনের **রিয়া** হতে পারে: (১) আদায় করাতে **রিয়া** এবং (২) আনুষাঙ্গিকতায় **রিয়া**। আবার ইবাদতের মাঝে বিদ্যমান **রিয়া** কখনো বিশুদ্ধ হয়ে থাকে, কখনো মিশ্রিত।
- আমাদের উচিৎ যে, ইবাদতের পূর্বে, ইবাদতের সময় এবং পরে নিজেদের নিয়্যতের হিফাজত করা।
- নেকী সমূহ প্রকাশ করা কিছু অবস্থায় জায়িয, কিন্তু গোপন রাখাই শ্রেয়।
- **রিয়া**র একটি প্রকার **রিয়া**য়ে খফী বা গোপন **রিয়া**ও রয়েছে, যা থেকে বেঁচে থাকা খুবই দুরূহ, কিন্তু **আল্লাহ তায়ালা** যাকে তৌফিক দেন।
- যদি নেক আমলের কারণে তার প্রশংসা করা হয় তবে তার আনন্দিত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু মনে রাখবেন! নিজের প্রশংসায় আনন্দিত হওয়ারও কিছু অবস্থা রয়েছে, অতএব এ আনন্দ কখনো উত্তম, আর কখনো নিন্দনীয়।
- গুনাহ থেকে বাঁচার ক্ষেত্রেও **রিয়া** হতে পারে, কেননা গুনাহ থেকে বাঁচাও নেক আমল।
- **রিয়া**র ভয়ে নেক আমল ছেড়ে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়, কেননা এভাবে আমরা একনিষ্টতা এবং নেকী উভয় সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবো।
- অন্তরে শুধু **রিয়া**র ভাব আসা আর মন সেদিকে আকৃষ্ট হওয়া ক্ষতিকর নয়, কেননা শয়তান তো প্রত্যেক মানুষের সাথেই আছে, এটা মানুষের ক্ষমতার অতীত যে, শয়তানি কুমন্ত্রণাকে মনের মাঝে স্থানই না দেয়া।
- **রিয়াকারে**র তিনটি নিদর্শন রয়েছে: (১) একাকীত্বে হলে তবে আমলে অলসতা করে এবং মানুষের সামনে আগ্রহ দেখায়, (২) তার প্রশংসা করা হলে তবে আমল বাড়িয়ে দেয় এবং (৩) যদি নিন্দা করা হয় তবে আমল কমিয়ে দেয়।

- যদি এসব নিদর্শন আমাদের মাঝে পাওয়া যায় তবে সর্বপ্রথম দ্রুত তওবা করে নেয়া উচিৎ এবং একনিষ্টতা অর্জনের চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে যেতে হবে, যেনো তওবা করার পূর্বেই মৃত্যু এসে না যায় আর আমাদের **রিয়ার** পারলৌকিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে না হয়।
- **রিয়া** থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা অবশ্যই কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়।
- **রিয়ার** রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য নিম্নবর্ণিত দশটি চিকিৎসা খুবই উপকারী।

(প্রথম প্রতিকার) **আল্লাহ তায়ালার** নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন। (দ্বিতীয় প্রতিকার) **রিয়ার** ক্ষতির প্রতি দৃষ্টি রাখুন। (তৃতীয় প্রতিকার) কারণ সমূহ নির্মূল করুন। (চতুর্থ প্রতিকার) একনিষ্টতা অবলম্বন করে নিন। (পঞ্চম প্রতিকার) নিয়্যতের হিফাজত করুন। (ষষ্ট প্রতিকার) ইবাদতের সময় শয়তানি কুমন্ত্রণা হতে বাঁচুন। (সপ্তম প্রতিকার) একাকীত্বে কিংবা জনসমক্ষে একই রকম আমল করুন। (অষ্টম প্রতিকার) নেকী গোপন করুন। (নবম প্রতিকার) সৎসঙ্গ অভলম্বন করুন। (দশম প্রতিকার) বিভিন্ন ওযীফার অভ্যাস গড়ে নিন।

- বিস্তারিত মনে রাখার জন্য এই কিতাবটি পুনরায় পাঠ করে নিন।

একুশটি ঘটনা

১. একনিষ্টতার পুরস্কার

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "পূর্ববর্তী যুগে তিনজন মানুষ কোথাও যাচ্ছিলো, রাত্রি যাপনের জন্য তাদের একটি গুহার আশ্রয় নিতে হলো। তারা গুহায় প্রবেশ করলে পাহাড় থেকে একটি বড় পাথর গড়িয়ে গুহার মুখে এসে পরলো, যার কারণে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেলো। তারা পরস্পর সিদ্ধান্ত নিলো যে, এই পাথরখন্ড থেকে মুক্তির একটিই উপায় রয়েছে, তা হলো, আমরা নিজ নিজ নেক আমলের ওসীলা **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে উপস্থাপন করবো আর দোয়া প্রার্থনা করবো।

তাদের মধ্যে একজন আরয করলো: "**ইয়া ইলাহী**! আমার মাতা-পিতা বুড়ো হয়ে গিয়েছিলো আর আমি তাঁদের পূর্বে নিজের সন্তানদের ও সেবকদের দুধ পান করতে দিতাম না। একদা আমি কাঠ খুঁজতে খুঁজতে অনেক দূরে চলে যাই। যখন ফিরে আসি তখন দেখলাম যে, মা-বাবা ঘুমিয়ে পরেছেন, আমি তাঁদের জন্য দুধ নিয়ে এলাম, কিন্তু ঘুম থেকে জাগানো উচিৎ মনে করলাম না, আর তাঁদের পূর্বে পরিবার পরিজনকে দুধ পান করানো পছন্দ হলো না। বাচ্চারা আমার পা ধরে অনুরোধ করতে লাগলো, কিন্তু আমি সারা রাত দুধের পাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এক পর্যায়ে সকাল হয়ে গেলো। অতঃপর আমার মা-বাবা দুধ পান করলেন। হে **আল্লাহ**! যদি আমি এই আমলটি তোমার সন্তুষ্টির জন্যই করে থাকি, তবে তুমি এই পাথর খন্ডের বিপদ দূর করে দাও।" পাথর খন্ডটি সামান্য সরে গেলো কিন্তু তারা বের হবার পথ হলো না।

দ্বিতীয়জন আরয করলো: "**ইয়া ইলাহী**! আমি আমার চাচাত বোনকে ভালবাসতাম, আমি তাকে কুপ্রস্তাব দিলাম কিন্তু সে অস্বীকার করলো। এক পর্যায়ে সে দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে আমার নিকট এলো, আমি তাকে ১০০ দীনার এই শর্তে দিলাম যে, সে আমার সাথে একাকীত্বে যাবে, সে রাজি হয়ে গেলো, যখন আমরা একাকীত্বে পৌঁছলাম, তখন সে বললো: "**আল্লাহ তায়ালা**কে ভয় করো এবং এই গুনাহ করো না।" এ কথা শুনে আমি সেই গুনাহ থেকে ফিরে এলাম এবং সেই দীনারও তাকে দিয়ে দিলাম। হে **আল্লাহ তায়ালা**! যদি আমার এই আমলটি শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্যই হয়ে থাকে, তবে আমাদের থেকে এই আপদ দূর করে দাও।" পাথর খন্ডটি আরো কিছু সরে গেলো তবে তখনও বের হওয়া সম্ভব ছিলো না।

তৃতীয়জন আরয করলো: "**ইয়া ইলাহী**! আমি কিছু লোককে শ্রমিক হিসেবে খাটিয়েছি, অতঃপর একজন ব্যতীত সবাই তাদের নিজ নিজ পারিশ্রমিক নিয়ে গেলো, আমি তার পারিশ্রমিক ব্যবসায় লাগিয়ে নিলাম, এক পর্যায়ে তার সম্পদ অনেক বেশি হয়ে গেলো। কিছুদিন পর সে আমার নিকট এলো এবং নিজের পারিশ্রমিক চাইলো। আমি বললাম যে, "এখানে যতগুলো উট, গরু,

ছাগল এবং গোলাম দেখছো, এ সব তোমারই।" সে বললো: "আপনি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন?" আমি বললাম: "না, আমি ঠাট্টা করছি না। (এটাই বাস্তব)।" এ কথা শুনে সে সব সম্পদ নিয়ে চলে গেলো এবং কিছুই রাখলো না। হে **আল্লাহ তায়ালা**! যদি আমার এ আমল শুধুই তোমার সন্তুষ্টির জন্যই হয়ে থাকে, তবে আমাদেরকে এই দুঃখ থেকে মুক্তি দাও।" তার দোয়ার সাথে সাথে পাথর খন্ডটি সরে গেলো এবং তারা নিজ নিজ গন্তব্যের দিকে চলে গেলো।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যিকরি ওয়াদ দোয়া.., বাবু কিচ্ছাতি আসহাবিল গারি.., হাদীস নং-২৭৪৩, পৃষ্ঠা ১৪৬৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা গুহায় বন্দী হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের একনিষ্ঠতা সহকারে করা আমলের কীরূপ বরকত নসীব হলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

২. আমি আমার নিয়্যতকে উপস্থিত পাই না

হযরত সায়্যিদুনা আলী বিন হাসান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান এক ব্যক্তিকে শাসক হিসেবে মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا প্রেরণ করে, যাতে সে বাইয়াত ইত্যাদি গ্রহন করে এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে।" অতএব আমি হযরত সায়্যিদুনা সালেম বিন আব্দুল্লাহ, হযরত সায়্যিদুনা কাসেম বিন মুহাম্মদ এবং হযরত সায়্যিদুনা আবু সালেমা বিন আব্দুর রহমান رَحِمَهُمُ اللهُ اَجْمَعِيْن এর নিকট গেলাম আর তাদেরকে বললাম: "চলুন! আমরা সবাই আমাদের শহরের নবনিযুক্ত শাসকের নিকট যাই, যাতে তার সাথে সাক্ষাৎ এবং তাকে আমাদের নির্ভরশীলতা জানাই।" অতএব আমরা সেই শাসকের নিকট গেলাম এবং তাকে সালাম করলাম, তিনি আমাদেরকে নিজের নিকট ডাকলেন আর বললেন: "আপনাদের মধ্যে সাঈদ বিন মুসাইয়িব (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) কে?" হযরত সায়্যিদুনা কাসেম বিন মুহাম্মদ (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) উত্তর দিলেন: "সাঈদ বিন মুসাইয়িব (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) শাসকদের সাথে সম্পর্ক রাখেন না, তিনি মসজিদে অবস্থান করাকেই আবশ্যক করে নিয়েছেন, তিনি সর্বদা **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে ইবাদতে লিপ্ত থাকেন, দুনিয়াদারদের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক নাই, তিনি শাসকের দরবারে যাওয়া পছন্দ করেন না।"

সেই শাসক বললো: "আপনারা তাঁকে আমার নিকট আসাতে উৎসাহিত করুন আর তাঁকে অবশ্যই আমার নিকট নিয়ে আসবেন, **আল্লাহ তায়ালার** শপথ! যদি তিনি না আসেন, তবে আমি অবশ্যই তাঁকে হত্যা করবো।" সেই শাসক তিনবার শপথ করে উক্ত বাক্য দ্বারা হত্যার হুমকি দিলো। হযরত সায়্যিদুনা কাসেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন যে, এই অত্যাচারী শাসকের হুমকি শুনে আমরা খুবই চিন্তায় পরে গেলাম এবং সেখান থেকে ফিরে এলাম। আমি সোজা মসজিদে গেলাম এবং সায়্যিদুনা হযারত সাঈদ বিন মুসাইয়িব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট পৌঁছলাম, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। আমি তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম এবং আমি আবেদন করলাম: "হুযূর! আমার মতামত হলো যে, আপনি ওমরা করাতে চলে যান এবং কিছুদিন মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করুন, যাতে আপনি এই অত্যাচারী শাসকের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য থাকেন এবং অবস্থা নিস্পত্তি হয়ে যাক।"

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তদুত্তরে বললেন: "আমি এই কাজে আমার নিয়্যতের সাড়া পাচ্ছি না এবং আমার নিকট সবচেয়ে পছন্দের আমল হচ্ছে তাই, যা বিশুদ্ধ নিয়্যত সহকারে হয় আর শুধুমাত্র **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্য হয়।"

(উয়ূনুল হিকায়াত, পৃষ্ঠা ২৫৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

৩. লাগাতার চল্লিশ বছর রোযা

হযরত সায়্যিদুনা দাউদ তাঈ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লাগাতার ৪০ বছর যাবত রোযা পালন করে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর নিষ্ঠার অবস্থা এমন ছিলো যে, সে কথা নিজের পরিবার-পরিজনকেও জানতে দেননি, কাজে যাবার সময় দুপুরের খাবার সাথে নিয়ে যেতেন আর পথে কাউকে দিয়ে দিতেন, মাগরিবের পর ঘরে এসে খাবার খেয়ে নিতেন। **(ফয়য়ানে সুন্নাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১০৩০। মাদানে আখলাক, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

৪. নেকী গোপনকারী গোলাম

এক ব্যক্তি একটি গোলাম ক্রয় করলো। সেই গোলামটি বললো যে, হে আমার মুনিব! আমার তিনটি শর্ত রয়েছে:

(১) আপনি আমাকে ফরয নামাযে নিষেধ করবেন না, যখন এর সময় হবে।

(২) আপনি আমাকে দিনের বেলা যা ইচ্ছা আদেশ করতে পারবেন, রাতে আদেশ করবেন না।

(৩) আপনার ঘরে আমার জন্য আলাদা একটি কক্ষ করে দেবেন, যে কক্ষে আমি ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করবে না।

সেই লোকটি বললো: আমি তোমার এসব শর্ত মেনে নিলাম। অতঃপর লোকটি বললো: তুমি তোমার কক্ষ পছন্দ করে নাও। অতএব গোলামটি একটি যেনতেন ভাঙ্গা কক্ষ পছন্দ করে নিলো। এতে লোকটি বললো: হে গোলাম! তুমি এমন খারাপ কক্ষ কেনো পছন্দ করলে? গোলাম উত্তরে বললো: হে আমার মুনিব! আপনি কি জানেন না যে, ভাঙ্গা কক্ষও **আল্লাহ তায়ালা**র স্মরণ ও **তাঁর** যিকিরের বরকতে বাগানে পরিণত হয়ে যায়? অতএব সেই গোলামটি দিনের বেলা আপন মুনিবের খেদমত করতো আর রাতে **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদত করতো।

কিছুদিন পর এক রাতে তার মুনিব পায়চারি করতে করতে গোলামটির কক্ষের নিকট পৌঁছে গেলো, তখন দেখলো যে, কক্ষটি আলোকিত এবং গোলামটি **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে সিজদায় রত আর তার মাথার উপর আসমান ও জমিনের মাঝখানে এক আলোকিত ফানুস ঝুলে আছে, সে **আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে**র দরবারে অত্যন্ত অনুনয়-বিনয় সহকারে মুনাজাত করছে যে, হে **আল্লাহ তায়ালা**! তুমি আমার উপর আমার মুনিবের হক এবং দিনের বেলা তার খেদমত করা আবশ্যক করে দিয়েছো, যদি এই ব্যস্ততা না থাকতো, তবে আমি দিন-রাত তোমার ইবাদতেই লিপ্ত থাকতাম, তাই হে আমার **প্রতিপালক**! আমার এই অপারগতা কবুল করে নাও। মুনিব তাকে দেখতে রইলো,

একপর্যায়ে সকাল হলো এবং উজ্জল ফানুসটি ফিরে গেলো আর কক্ষের ছাদ পুনরায় লেগে গেলো।

এই দৃশ্য দেখে মুনিব ফিরে এলো এবং সব কথা তার স্ত্রীকে বললো। পরের রাতে সে তার স্ত্রীকেও সাথে নিয়ে গোলামের দরজায় এলো, তখন দেখলো যে, গোলামটি সিজদায় অবনত এবং ফানুস তার মাথা উপর, তারা উভয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিলো আর কান্না করছিলো। অবশেষে সকাল হলো, তখন তারা গোলামকে ডেকে বললো: "তুমি **আল্লাহ তায়ালা**র উদ্দেশ্যে মুক্ত, যাতে তুমি যে অপারগতা উপস্থাপন করছো, তা যেনো দূর হয়ে যায় এবং তুমি একাগ্রতার সহিত **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদত করতে পারো। গোলামটি এ কথা শুনে আসমানের দিকে মুখ তুলে বললো: **"হে রহস্য-ভাণ্ডারের মালিক!** রহস্য তো উন্মোচন হয়ে গেলো, এখন এই রহস্য উন্মোচন হওয়ার পর আমি আর এ জীবন চাই না।" ব্যস ঐ মুহুর্তেই গোলামটি পরে গেলো এবং তার রূহ দেহ পিঞ্জর থেকে উড়ে গেলো। **(মুকাশাফাতুল কুলূব, আল বাবুল হাদী আশর, পৃষ্ঠা ৩৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

৫. আল্লাহ তায়ালার জন্য ক্ষমা করলাম

হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারূক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এক ব্যক্তিকে নিজের চাবুক দ্বারা মারলেন অতঃপর বললেন: আমার থেকে এর প্রতিশোধ নাও। সে আরয করলো: আমি **আল্লাহ তায়ালা**র উদ্দেশ্যে এবং আপনার জন্য ক্ষমা করে দিলাম। হযরত ওমর ফারূক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: এ তো কিছুই হলো না; হয় তুমি আমার জন্য ক্ষমা করে দাও, যাতে আমার প্রতি দয়া হয়, নয় তো শুধু **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য ছেড়ে দাও। সে আরয করলো: আমি শুধু **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য ক্ষমা করলাম। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: হ্যাঁ, এবার ঠিক বলেছো।

(আল হাদীকাতুন নাদীয়া, পৃষ্ঠা ৫২৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনাটি হতে আমরা এই শিক্ষা পেলাম যে, প্রত্যেক নেক আমলই যেনো একমাত্র **"আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টির" জন্যই

হয়, নিয়্যত "অন্য" কিছুর মিশ্রণ থেকে পবিত্র হোক, যাতে তা **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে কবুলিয়্যতের পেয়ে যায় এবং আমাদের জন্য আখিরাতের পাথেয় হয়।

যার আমল হয় নিঃস্বার্থ, তার প্রতিদান অন্য কিছু

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

৬. মায়ের আদেশ নফসের কেনো কষ্ট অনুভুত হলো?

হযরত সায়্যিদুনা আবু মুহাম্মদ মুরতায়িশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমি অনেকবার হজ্ব করেছি, এতে অধিকাংশ সফরই কোন প্রকার পাথেয় ছাড়াই করেছি। অতঃপর আমার নিকট প্রকাশ হলো যে, এসব হজ্ব তো আমার নফসের প্রবৃত্তি দ্বারা কলুষিত ছিলো, কেননা একদা আমার মা আমাকে কলসিতে পানি ভরে আনার আদেশ দিয়েছিলেন, তখন আমার নফসের তাঁর আদেশ কষ্টকর মনে হয়েছিলো, অতএব আমি বুঝে গেলাম যে, হজ্বের সফরে আমার নফস আনুকুল্য শুধু নিজের আনন্দের জন্য করেছিলো আর আমাকে ধোকায় রেখেছিলো, কেননা যদি আমার নফস ফানা পর্যায়ে উপনীত হয়ে যেতো, তবে আজ একটি শরীয়তের হক পূরণ করা তার নিকট এতো কষ্ট কেন অনুভব হতো?"

(আর রিসালাতুল আশারিয়া, পৃষ্ঠা ১৩৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে বুঝা গেলো যে, অনেক সময় নফস নেকীর আড়ালেও আপন কাজ করে দেখায়, তা এভাবে যে, যেসব নেক কাজে সে আনন্দ অনুভব করে এবং নিজের ইচ্ছা পূরণ হতে দেখে, তা করার জন্য সানন্দে প্রস্তুত হয়ে যায় আর যেসব নেক কাজে তার কোন আকর্ষণ নেই, এতে অসম্মতি প্রদর্শন করে।

আও শেহেদ নুমায়ে যেহের দর জাম
গুম জাও কিধার তেরী বদী সে (হাদায়িকে বখশীশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

৭. প্রথম সারি না পাওয়াতে দুঃখ কেন?

সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'কীমিয়ায়ে সা'আদাত' কিতাবে উদ্ধৃত করেন যে, একজন বুযুর্গ বলেন: আমি ত্রিশ বছরের নামায কাযা আদায় করেছি, যা আমি সর্বদা প্রথম সারিতে দাঁড়িয়েই আদায় করেছিলাম। এর কারণ এই ছিলো যে, একদিন আমার কোন কারণে দেরী হয়ে গেলো, এতে পেছনের সারিতে জায়গা পেলাম। আমি মনে মনে এই ভেবে লজ্জা অনুভব করলাম যে, "লোকেরা কি বলবে যে, তিনি আজ এতো দেরিতে এসেছেন?" তখনই আমি বুঝে গেলাম যে, "এ সবই মানুষকে দেখানোর জন্যই ছিলো যে, তারা যেনো আমাকে প্রথম সারিতে দেখে।" (অতএব এই সকল নামাযই বৃথা গেছে এবং আমি এসবের কাযা আদায় করেছি)। (কীমিয়ায়ে সা'আদাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৭২)

اَللهُ اَكْبَرُ আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের رَحِمَهُمُ اللهُ একনিষ্ঠতার প্রেরণাকে মারহাবা! শুধুমাত্র একটি 'মানসিক শঙ্কার' পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিশ বছরের নামাযকে বৃথা মনে করে তার কাযা আদায় করেন এবং অপরদিকে আমরা, তাঁদেরই গোলামীর দাবিদার অথচ অবস্থা এমন যে, একে তো "কলবের ক্ষেত" "ইবাদতের আগ্রহ" এর "বীজ" থেকে শূণ্য আর যেনতেনভাবে ইবাদত করে নিলেও তাতে পরে না "একনিষ্ঠতার পানি"র সেচ বরং "খ্যাতির মন্দ আপদ" দ্বারা "ইবাদতের ফসল" বিনষ্ট করেই চলেছি।

খেয়ে নিলো সব নেকী মোদের, খ্যাতি ও সুনামের বাসনায়

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

৮. ইখলাস বিক্রেতা

হযরত সায়্যিদুনা মুবারক বিন ফুযালা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হযরত সায়্যিদুনা হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণনা করেন: "এক জায়গায় এক বড় বৃক্ষ ছিলো, সবাই বৃক্ষটিকে পূজা করতো, এভাবে এলাকাটিতে শিরক ও কুফরের মহামারী দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে লাগলো। সেই পথ দিয়ে কোন এক মুসলমানের গমন হলো, এসব দেখে সে খুবই রাগান্বিত হলো, কেননা সেখানে **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতীত অন্য

কারো পূজা চলছিলো। অতএব **আল্লাহ তায়ালা**র একত্ববাদে বিশ্বাসের প্রেরণায় মুসলমানটি খুবই রাগান্বিত হয়ে একটি কুঠার হাতে নিয়ে বৃক্ষটি কেটে ফেলার জন্য রওয়ানা হলো। **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতীত অন্য কাউকে পূজা করা তাঁর ঈমান সহ্য করতে পারলো না, সেই প্রেরণায় সে বৃক্ষটি কেটে ফেলতে যাচ্ছিলো, পথিমধ্যে শয়তান মানুষের রূপ ধরে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলো, শয়তান বলল: আপনি এতো ক্ষুব্ধ হয়ে কোথায় যাচ্ছেন? মুসলমানটি বললো: সবাই যেই বৃক্ষটির পূজা করছে, আমি সেই বৃক্ষটি কাটতে যাচ্ছি। শয়তান বললো: আপনি তো সেটির পূজা করেন না, অন্যদের পূজা করাতে আপনার ক্ষতি কী? অযথা একটি বৃক্ষ কাটতে যাবেন না, আপনি চলে যান। মুসলমানটি বললেন: আমি কখনো ফিরে যাবো না। শয়তান বললো: আমি আপনাকে এই বৃক্ষ কাটতে দেবো না, ঘটনা চরমে উঠলো।

অতএব দুইজনের মধ্যে লড়াই শুরু হলো, মুমিন ব্যক্তিটি শয়তানকে আছাড় দিয়ে মাটিয়ে ফেলে দিলো, শয়তান তাঁকে প্রলোভন দেখিয়ে বললো: আপনি যদি বৃক্ষটি কেটেই দেন, তাতে আপনার লাভটা কি হবে? আমার পরামর্শ হচ্ছে, আপনি বৃক্ষটি কাটবেন না। আপনি যদি আমার কথা রাখেন, তবে আপনি আপনার বালিশের নিচে দৈনিক দু'টি করে দীনার পেতে থাকবেন। মুমিন ব্যক্তিটি বললো: আমার জন্য সেই দু'টি করে দীনার কে রেখে যাবে? শয়তান বললো: আমি আপনাকে ওয়াদা করছি, প্রতিদিন আপনি বালিশের নিচে দু'টি করে দীনার পাবেন। সে শয়তানের প্রলোভনে ফেঁসে গেলো, দিনারের লোভে বৃক্ষটি কাটার মনোভাব ত্যাগ করে সে ঘরে চলে গেলো। পরদিন যখন সকাল হলো, দেখলো বালিশের নিচে দু'টি দীনার!

পরদিন সকালে বালিশের নিচে দীনার ছিলো না, তখন সে খুবই রাগান্বিত হয়ে কুঠার হাতে আবারো বৃক্ষটি কাটার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো, শয়তান আজও মানুষের রূপ ধরে তাঁর পথরোধ করলো এবং বললো: কোথায় যাওয়া হচ্ছে? সে বললো: মানুষ যেটির পূজা করে, আমি সেই বৃক্ষটি কাটতে যাচ্ছি, মানুষ **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতীত অন্য কিছুর পূজা করবে, সেটি

আমি সহ্য করতে পারি না, সুতরাং বৃক্ষটি কেটেই তবে দম নেবো। শয়তান বললো: বৃথা বকবক করে লাভ নেই, আপনি বৃক্ষটি কখনোই কাটতে পারবেন না। এভাবে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে শয়তান ও মুসলমান ব্যক্তিটির মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেলো, এবার শয়তান মুসলমান ব্যক্তিটিকে চরমভাবে আছাড় দিলো এবং তার গলা টিপতে লাগলো, এমনকি তার মৃত্যুর উপক্রম হলো। সে শয়তানকে জিজ্ঞাসা করলো: একবার বলো তো তুমি কে? শয়তান উত্তর দিলো: আমি হলাম ইবলিস, প্রথমবার আপনি যখন বৃক্ষটি কাটতে বেরিয়েছিলেন, তখনো আমিই আপনাকে বাঁধা দিয়েছিলাম, সেবার আপনি আমাকে আছাড় দিয়েছিলেন, এর কারণ ছিলো যে, আপনি তখন একমাত্র **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্যই রাগান্বিত হয়ে বৃক্ষটি কাটতে এসেছিলেন। এবার কিন্তু আমি জয়ী হয়েছি, আপনি পরাস্ত হয়েছেন, কেননা এবার আপনার রাগ একান্ত **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য ছিলো না বরং দীনার না পাওয়ার কারণেই ছিলো, সুতরাং এবার আপনি কখনো আমার সাথে মোকাবেলায় পারবেন না। **(উয়ুনুল হিকায়াত, পৃষ্ঠা ১২৯)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই মানুষ বিরাট পরীক্ষায় পড়ে যায়, কেননা দ্বীনের কাজে একনিষ্ঠতা অর্জন হওয়া অত্যন্ত দুরূহ কাজ। শয়তান এমনভাবে প্রতারণার সাথে মানুষের নিয়্যত নিয়ে খেলা করে যে, সে বুঝতেও পারে না এবং সে বেচারা শয়তানের হাতে ঘায়েল হয়ে যায়। তাছাড়া এই ঘটনা থেকে জানা গেলো যে, মাদানী কাজ শুধুমাত্র **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টির নিয়্যতে সম্পাদনকারীর মুক্তির নিশ্চয়তা অর্জিত হয়, যা থেকে সৃষ্টিকুলকে সন্তুষ্টকারী বঞ্চিত থাকে। হযরত ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সৎ কাজের আদেশ (অর্থাৎ নেকীর দাওয়াত) দাতাদের উচিৎ যে, এই আমল দ্বারা **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি ও দ্বীনের উন্নয়নের উদ্দেশ্য হওয়া, তবেই এই আমলের তৌফিক এবং **আল্লাহ তায়ালা**র বিশেষ সাহায্য অর্জিত হবে, যদি কোন নফসানি উদ্দেশ্য থেকে থাকে, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তাকে লাঞ্ছিত (ব্যর্থ ও নিষ্ফল) করে দিবেন। **(তানবীহুল গাফেলিন, বাবুল আমরি বিল মারূফি ওয়ান নাহী আনিল মুনকার, পৃষ্ঠা ৫০)**

মুবাল্লিগদের নষ্টকারী কতিপয় শয়তানি আক্রমন

শয়তানের কতিপয় সফল আক্রমন উল্লেখ করা হচ্ছে। যা পাঠ করে বা শুরে কারো খারাপও লাগতে পারে বরং ক্রোধেরও সৃষ্টি হতে পারে আর যখন কেউ নিজের মাঝে এমন অবস্থা অনুভব করবে, তবে দ্রুত "اَعُوْذُ بِاللّٰهِ" পাঠ করে **আল্লাহ তায়ালার** নিকট শয়তানের শয়তানি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিৎ।

(১) মুবাল্লিগের অনেক সময় এমন মনে হয় যে, আমি তো অনেক ভাল বয়ান করি। মানুষ আমার প্রশংসা করে না কেন? আমাকে বাহাবা দেয় না কেন? (২) তার মনে এমন ইচ্ছা সৃষ্টি হতে থাকে যে, যেহেতু আমি মুবাল্লিগ, মানুষের উচিৎ যে, যখন আমি তাদের সামনে আসবো তখন আমার সম্মানে দাঁড়িয়ে যাওয়া। (৩) আমাকে উন্নত ও চৌকষ স্থানে বসাবে। (৪) ঘোষক আমার নাম উপাধী সহকারে সুন্দরভাবে বলবে। (৫) আমার আগমনে শ্লোগান দেয়া উচিৎ। (৬) শ্রোতারা سُبْحٰنَ اللّٰه! سُبْحٰنَ اللّٰه! বলে আমার বয়ানের গুরুত্ব দিবে। (৭) আমার গলায় ফুলের মালা পরাবে। (৮) আমার আগমনে ভীড় হোক। (৯) আমাকে খাবার ইত্যাদি উপস্থাপন করুক। (১০) যদি শিরনী ইত্যাদি বিতরণ করা হয় তবে সাথে সাথে মনে হয় যে, আমি যেনো সকলের চেয়ে বেশি পাই। (১১) আমাকে অন্তত পক্ষে চা তো দেয়া উচিৎ। (১২) আমার যথাযোগ্য সেবা হওয়া উচিৎ ইত্যাদি।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা পরে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা পরে গেছে, কিন্তু আপনারাই বিচার করুন যে, এসব বাসনা কি এ কারণেই সৃষ্টি হয়নি যে, আপনার "মুবাল্লিগ" হওয়া সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে বলে। শ্রোতাদের মনে এসব বাসনা কেনো সৃষ্টি হয় না? আচ্ছা এই মহান কর্মের বিনিময় ও প্রতিদান সাধারণ মানুষের নিকট কেনো চাওয়া হচ্ছে? যদি আপনার সম্মানে কেউ না দাঁড়ায়, বাহন পাঠানো না হয়, উন্নত ও চৌকষ স্থানে না বসায়, চা-পানি, খাবার ইত্যাদি উপস্থাপন না করা হয়, তখন আপনি কেন অসন্তুষ্ট হয়ে যান? আর এধরনের

অভিযোগ দ্বারা আপনি কী বুঝাতে চান? যেমন; অনেক মুবাল্লিগ বলেই দেন যে, আমি কী করবো, আমাকে তো কেউ গুরুত্বই দেয় না অথবা কেউ তো পানিও সাধলো না, আমার তো আসা-যাওয়ার ভাড়াও নিজের পকেট থেকেই দিতে হলো ইত্যাদি।

মনের চোর ধরা খেলো

ইসলামী ভাইয়েরা! এসব অনুযোগ কি আপনার মনের মাঝে লুকিয়ে থাকা চোরটিকে প্রকাশ করে দিচ্ছে না যে, আপনি বয়ান **আল্লাহ তায়ালা**কে সন্তুষ্ট করার জন্য করেননি, নিজের বাহবার জন্য করেছেন, চা-পানির জন্য এবং অভিনন্দন পাওয়ার জন্য করেছিলেন। একটু অতীতের দিকে তাকিয়ে পূর্বসূরীদের কর্ম অবলোকন করুন যে, নেকীর দাওয়াতের পথে কিরূপ কষ্ট সহ্য করতেন এবং তা সত্ত্বেও কিরূপ বিনয় প্রদর্শন করতেন আর সম্মানের বাসনা হতে কিভাবে বেঁচে থাকতেন।

এখনই মুবাল্লিগদের মনে সৃষ্টি হওয়া যেসব বাসনার উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের হিফাজত করুন এবং একনিষ্ঠতা দান করুন। অবশ্য যদি এসব কিছু আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা পেয়ে যাই, তবে এতে আমাদের কোন দোষ নাই। যেমন; আমাদের না চাওয়া সত্ত্বেও কেউ স্বেচ্ছায় বাহন পাঠিয়ে দেয়, তবে তা গ্রহণ করা যাবে। অনুরূপভাবে সম্মান ও মর্যাদা ইত্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রেও। এসব বিষয়ে নিজের মনকে **আল্লাহ তায়ালার** ভয়ে ভীত রাখতে হবে যে, যেনো **রিয়া** সৃষ্টি হয়ে না যায়।

আপাদমস্তক বিনয়ের প্রতীকে পরিণত হোন

প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত সমূহকে প্রসার করার প্রেরণায় উদগ্রীবরা! যতদূর সম্ভব নিজেদের চাল-চলন, কথা-বার্তা ও সমুদয় কর্মকান্ডে বিনয়ভাব সৃষ্টি করার চেষ্টা করুন। আপনারা **আল্লাহ তায়ালা**র জন্যই বিনয়ী সৃষ্টি করুন। اِنْ شَآءَ الله মর্যাদা, মহত্ব ও নেতৃত্ব স্বয়ং

আপনাদের পদচুম্বন করবে। যখনই কেউ আপনাদেরকে বয়ানের জন্য দাওয়াত দিবে তখন কুণ্ঠাহীনভাবে তা গ্রহণ করে নিন। হ্যাঁ, যদি কোন অপারগতা থাকে তবে তা ভিন্ন কথা। এমন কোন বাসনাকে নিজের মনে কখনোই স্থান দিবেন না যে, আপনার জন্য বাহনের ব্যবস্থা করে দেয়া হোক এবং আপনাকে সসম্মানে নিয়ে যাওয়া হোক বরং **আল্লাহ তায়ালা**র বিধি-বিধান ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত শিখতে ও শিখাতে নিজ থেকেই পৌঁছে যান।

যার আমল হয় নিঃস্বার্থ, তার প্রতিদান অন্য কিছু

কেউ দাওয়াত দিলে বুযুর্গানে দ্বীনেরা বিনা দ্বিধায় বয়ানের জন্য পৌঁছে যেতেন

বুযুর্গানে দ্বীনের খেদমতে যখন বয়ান ইত্যাদির আবেদন করা হতো, তখন তাঁরা বিনা দ্বিধায় সেখানে তশরীফ নিয়ে যেতেন। যেমনটি; হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন রামলায় এলেন, তখন হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর নিকট বার্তা পাঠালেন যে, আমাদের এখানে আসুন এবং আমাদেরকে হাদীসের দরস শুনিয়ে যান। হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে কেউ বললো: আপনি সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ন্যায় মুহাদ্দিস ও জবরদস্ত আলিম এবং বুযুর্গকে বলছেন যে, আপনার নিকট চলে আসতে। তিনি বললেন: হ্যাঁ, আমি তোমাদেরকে হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চরম বিনয় দেখাতে চাই। অতঃপর হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এলেন এবং তাদেরকে হাদীসে পাক শুনালেন। (তানবীহুল মুগতিরীন, পৃষ্ঠা ২২৮)

হে আমাদের প্রিয় **আল্লাহ তায়ালা**! আমাদেরকে সকল আমলে একনিষ্ঠতা দান করুন এবং **রিয়া**র ঘৃণ্য রোগ হতে আমাদের হিফাজত করে আমাদেরকে সকল আমল শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করার তৌফিক দান করুন এবং আমাদেরকে আপনার মুখলিস বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মেরা হার আমল ব্যস তেরা ওয়াস্তে হো,
কর ইখলাস এ্যয়সা আতা ইয়া ইলাহী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

৯. পোষাক আল্লাহ তায়ালার জন্যই পরেছি

হযরত দাউদ তাঈ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার পোষাক উল্টো পরলে লোকেরা বললো যে, আপনি একে এই অবস্থা থেকে পরিবর্তন করছেন না কেন? এতে তিনি বললেন: আমি একে **আল্লাহ তায়ালার** জন্য পরেছি, তাই আমি এটি পরিবর্তন করবো না। **(তানবীহুল মুগতারীন, পৃষ্ঠা ২৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১০. নেকীর প্রতিদান

এক ব্যক্তি হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট কিছু উপহার নিয়ে এলো। তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বললেন: আমি তোমার এ উপহার নিতে পারবো না, কেননা হতে পারে তুমি কখনো আমার নিকট ইলমের কোন বিষয় শিখেছো এবং এই উপহার সেই নেকীর প্রতিদান হয়ে যাবে, ফলে আমি সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবো। সে আরয করলো: হুযুর! আমি কখনোই আপনার নিকট ইলমে দ্বীন শিখিনি। তিনি বললেন: "হ্যাঁ, মনে পরেছে তোমার ভাই আমার নিকট ইলমে দ্বীন শিখেছিলো।" এ কথা বলেই তাকে তা ফিরিয়ে দিলেন। **(কীমিয়ায়ে সা'আদাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৭০০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১১. সাওয়াবই যথেষ্ট

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন ওমর আওযায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একদিন খলিফা আবু জাফর মনসুরকে তাঁরই আহ্বানে কিছু নসীহত করেন। যখন হযরত ইমাম আওযায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেখান থেকে চলে যাচ্ছিলেন, তখন খলিফা মনসুর উপহার সামগ্রী ও মুদ্রা ইত্যাদি তাঁর খেদমতে উপস্থাপন করতে চাইলেন,

কিন্তু তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন এবং বললেন: "আমার এসবের কোন প্রয়োজন নেই, কেননা আমি আমার দ্বীনি নসীহতকে দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদের বিনিময়ে বিক্রি করতে চাই না (অর্থাৎ আমার **আল্লাহ তায়ালার** পক্ষ থেকে পাওয়া প্রতিদানই আমার জন্য যথেষ্ট)। (উয়ুনুল হিকায়াত, পৃষ্ঠা ৪৫)

মেরা হার আমল ব্যস তেরে ওয়াস্তে হো
কর ইখলাস এ্যয়সা আতা ইয়া ইলাহী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, তাবলীগ ও দ্বীনের প্রচারে একান্ত **আল্লাহ তায়ালার** ওয়াস্তে নিবেদিত হওয়ার ব্যাপারে কিরূপ অনুভূতিপ্রবণ ছিলেন যে, শুধু এই কারণেই কারো কোন উপহার গ্রহণ করা অস্বীকার করে দিতেন যে, যেনো তা এর বিনিময় হয়ে না যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২. গুনাহের ভয়াবহতা

হযরত সায়্যিদুনা মনসুর বিন আম্মার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার এক ইসলামী ভাই ছিলো, যে আমার খুবই বিশ্বস্ত ছিলো। সে যেকোন সুখ দুঃখে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতো। আমি তাঁকে অত্যন্ত ইবাদতগুযার, তাহাজ্জুদগুযার এবং **আল্লাহর** দরবারে কান্নাকাটি করতো বলে মনে করতাম। আমি কিছুদিন তাঁকে দেখলাম না এবং আমাকে জানানো হলো যে, সে খুবই দুর্বল হয়ে গেছে। আমি তার বাড়ি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তার দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লাম, তখন তার মেয়ে এলো এবং জিজ্ঞাসা করলো: "কার সাথে দেখা করতে চান?" আমি বললাম: "অমুকের সাথে।" সে আমার আসার অনুমতির জন্য ভেতরে গেলো, অতঃপর ফিরে এসে বললো: "আপনি ভেতরে আসুন।" ঘরে ঢুকে আমি দেখতে পেলাম, সে ঘরের মাঝখানে একটি বিছানায় শুয়ে আছে। চেহারা কালো, চোখ নীল ও ঠোঁট মোটা হয়ে গেছে। আমি তাকে ভয়ে ভয়ে বললাম: "হে আমার ভাই! "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ" অধিকহারে পড়ো।" সে তার চোখ খুললো এবং অনেক কষ্ট

আমার দিকে তাকালো, অতঃপর বেহুশ হয়ে গেলো। আমি পুনরায় একই কথা বললাম তখন সে আমাকে অনেক কষ্টে চোখ খুলে দেখলো কিন্তু এবারও বেহুশ হয়ে গেলো।

আমি যখন তৃতীয়বার কালেমা পড়ার জন্য বললাম, তখন সে নিজের চোখ খুললো আর বলতে লাগলো: "হে আমার ভাই! হে মনসুর! এই কালেমা ও আমার মাঝখানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে।" আমি বললাম: "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم" কোথায় গেলো সেই নামায, সেই রোযা, তাহাজ্জুদ এবং রাতের নামায?" তখন সে আমাকে আফসোস করে বললো: "হে আমার ভাই! এসব **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্য ছিলো না, বরং আমি এসব ইবাদত এজন্যই করতাম যে, লোকেরা আমাকে নামাযী, রোযাদার এবং তাহাজ্জুদগুযার বলুক আর আমি মানুষকে দেখানোর জন্যই **আল্লাহ**র যিকির করতাম। যখন আমি একাকী হতাম, তখন দরজা বন্ধ করে দিতাম, উলঙ্গ হয়ে মদ পান করতাম এবং অবাধ্যতার মাধ্যমে **আল্লাহ তায়ালা**র বিরোধিতা করতাম। অনেক দিন যাবৎ আমি এরূপ করতে থাকি অতঃপর এমন অসুখ হলো যে, বাঁচার আশা ছিলো না, আমি আমার এই কন্যাকে বললাম যে, কোরআন পাক নিয়ে আসো, সে তা-ই করলো, আমি কোরআন পাকের এক একটি হরফ পড়তে রইলাম, এক পর্যায়ে যখন সূরা ইয়াসীন পর্যন্ত পৌঁছলাম, তখন কোরআন শরীফকে উঁচু করে **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে আরয করলাম: "হে **আল্লাহ তায়ালা**! এই পবিত্র কোরআনের সদকায় আমাকে আরোগ্য দান করো, আমি ভবিষ্যতে গুনাহ করবো না।" **আল্লাহ তায়ালা** আমার রোগ দূর করে দিলেন। আমি যখন আরোগ্য লাভ করলাম তখন পুনরায় খেল-তামাশা, প্রমত্ততা আর খেয়াল-খুশিতে জড়িয়ে গেলাম। অভিশপ্ত শয়তান আমাকে **আল্লাহ তায়ালা**র সাথে করা ওয়াদার কথা ভুলিয়ে দিলো, অনেক দিন যাবৎ গুনাহ করতে থাকলাম, অতঃপর হঠাৎ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে গেলাম, যাতে আমি আমার মৃত্যুর ছায়া দেখতে পেয়ে পরিবার-পরিজনকে বললাম: আমাকে আমার অভ্যাস অনুযায়ী ঘরের মাঝখানে বের করে দাও। আমি কোরআন শরীফ আনিয়ে পড়েছি

এবং উপরে তুলে আরয করি: "হে **আল্লাহ তায়ালা**! এর মহত্বের ওসীলা, যা এই কোরআন শরীফে রয়েছে, আমাকে এই রোগ থেকে মুক্তি দান করো।"

আল্লাহ তায়ালা আমার দোয়া কবুল করলেন এবং আবারো এই রোগ থেকে আমাকে আরোগ্য দান করলেন। কিন্তু আমি পুনরায় নফসানি প্রবৃত্তি ও অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে যাই, এমনকি এখন এই রোগে আক্রান্ত হয়ে এখানে পড়ে আছি, আমি পরিবার-পরিজনদের আদেশ দিই যে, এবারও আমাকে ঘরের মাঝখানে বের করে দাও, যা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। অতঃপর যখন আমি কোরআন শরীফ চেয়ে নিয়ে পড়তে আরম্ভ করি, একটি হরফও পড়তে পারলাম না। আমি বুঝে গেলাম যে, **আল্লাহ তায়ালা** আমার উপর খুবই অসন্তুষ্ট, আমি আমার মাথা আসমানের দিকে উঠিয়ে আরয করলাম: "হে **আল্লাহ তায়ালা**! এই কোরআন শরীফের মহত্বের সদকা! আমার এই রোগ দূর করে দাও।" তখন আমি অদৃশ্য আওয়াজ শুনতে পাই, কিন্তু তাকে দেখতে পাইনি। এই আওয়াজ ছিলো কবিতার ন্যায়, যার সারমর্ম হলো:

"যখন তুমি রোগে আক্রান্ত হও, তখন তোমার গুনাহ হতে তওবা করে নাও আর যখন সুস্থ্য হও তখন আবার গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাও। তুমি যতক্ষন কষ্টে থাকো, কান্না করতে থাকো এবং যখন সামর্থ লাভ করো, তখন মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে যাও। অনেক মুসিবত ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছো, কিন্তু **আল্লাহ তায়ালা** তোমাকে সে সব থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। **তাঁর** নিষেধ সত্ত্বেও তুমি গুনাহের মধ্যে ডুবে রয়েছো এবং অনেকদিন যাবৎ **তাঁকে** ভুলে আছো। তোমার কি মৃত্যুর ভয় ছিলো না? তুমি জ্ঞান ও বৃদ্ধি থাকা সত্ত্বেও গুনাহের কাজে অটল রয়েছো আর তোমার উপর **আল্লাহ তায়ালা**র যে দয়া ও অনুগ্রহ ছিলো, তা তুমি নষ্ট করে দিয়েছো আর কখনো তোমার ভয় এলো না, কখনো তোমার কাঁপুনি এলো না। কতবার তুমি **আল্লাহ তায়ালার** সাথে ওয়াদা করেছো কিন্তু আবার ওয়াদা ভঙ্গ করেছো বরং প্রত্যেক ভাল ও উত্তম কাজ ভুলে গেছো। এই নশ্বর পৃথিবী হতে বিদায় নেওয়ার পূর্বে জেনে নাও যে, তোমার ঠিকানা হবে কবর, যা সর্বদা তোমাকে মৃত্যুর আগমন বার্তা দিচ্ছে।"

হযরত সায়্যিদুনা মনসুর বিন আম্মার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "**আল্লাহ তায়ালা**র শপথ! আমি তার থেকে এমন অবস্থায় বিদায় নিয়েছি যে, আমার চোখে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিলো এবং তখনও ঘরের দরজা পর্যন্তও আসিনি, আমাকে বলা হলো যে, সেই ব্যক্তি মারা গেছে। আমরা **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট সুন্দর পরিসমাপ্তির জন্য দোয়া করছি, কেননা অনেক রোযাদার এবং রাতে নামায আদায়কারী মন্দ মৃত্যু শিকার হয়েছে। (রওযুল ফায়িক, আল মজলিসুস সানী, পৃষ্ঠা ১৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১৩. ভাল নিয়্যতের সুফল, মন্দ নিয়্যতের শাস্তি

কথিত আছে যে, দুই ভাই ছিলো, তাদের মধ্যে একজন আবিদ এবং অপরজন গুনাহগার ছিলো। আবিদের ইচ্ছা ছিলো যে, সে যেনো শয়তানকে তার মেহরাবে দেখতে পায়, একদিন মানুষের বেশে ইবলিশ তার নিকট এলো এবং বললো: "আফসোস হয় তোমার জন্য! তুমি তোমার জীবনের চল্লিশটি বছর নফসকে বন্দী করে এবং শরীরকে কষ্ট দিয়ে নষ্ট করে দিলে। তোমার যতটুকু বয়স অতিবাহিত হয়েছে, ততটুকু এখনো অবশিষ্ট রয়েছে, নিজের নফসের চাহিদা পূরণ করে স্বাদ নিয়ে নাও, এরপর আবার তওবা করে নিও এবং আবারও ইবাদতের প্রতি ফিরে এসো, নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** অতিশয় ক্ষমাশীল দয়ালূ।" এ কথা শুনে আবিদ মনে মনে বললো: "আমি নিচে গিয়ে আমার ভাইয়ের সাথে বিশ বছর দুনিয়ার স্বাদ নেবো এবং প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করবো অতঃপর তওবা করে নেবো আর নিজের জীবনের অবশিষ্ট বিশ বছর ইবাদত করে কাটাবো।" এখন সে নিচে নামতে লাগলো। এদিকে তার গুনাহগার ভাই নিজের নফসকে বললো: "তুমি তোমার জীবনকে অবাধ্যতায় নষ্ট করে দিলে আর তোমার ভাই যাবে জান্নাতে, এদিকে তুমি যাবে জাহান্নামে। **আল্লাহ তায়ালা**র শপথ! আমি অবশ্যই তওবা করবো আর আমার ভাইয়ের সাথে উপরের কক্ষে গিয়ে নিজের অবশিষ্ট জীবন ইবাদত করে কাটাবো, হয়তো! **আল্লাহ তায়ালা** আমাকে ক্ষমা করে দিবেন।" এদিকে সে তওবার নিয়্যতে

উপরের দিকে যাচ্ছিলো এবং তার আবিদ ভাই অবাধ্যতার নিয়্যতে নিচে নামছিলো, এমতাবস্থায় হঠাৎ তার পা পিছলে গেলো, সে তার ভাইয়ের উপর গিয়ে পড়লো এবং দু'জনেই একত্রে সিঁড়ির উপর একত্রে মারা গেলো। এখন আবিদের হাশর অবাধ্যতার নিয়্যতের উপর হবে আর গুনাহগারের হাশর হবে তাওবার নিয়্যতের উপর।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দিবারাত্রি ঘটিত ঘটনাগুলো থেকে শিক্ষাগ্রহণের জন্য আপনার মনকে খালি করে নিন, কতযে লোক, যারা **আল্লাহ তায়ালা** থেকে দূরে ছিলো, নৈকট্য পেয়ে গেছে, আবার নৈকট্যে ছিলো, দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীরা তাদের সাথে নিষ্ঠুরতা করেছে। নৈকট্য অর্জনকারীদের জন্য রয়েছে জান্নাত আর দূরত্ব অবলম্বনকারীদের জন্য জাহান্নাম, অতএব হে জ্ঞানীরা! শিক্ষা গ্রহণ করো। নিঃসন্দেহে আবিদ যখন হোঁচট খেয়ে পরলো তখন নিজের নিয়্যত পরিবর্তনের এবং ইবাদতের পর সীমালঙ্ঘন করার ও গুনাহ করার কারণে কান্না করলো, সে **আল্লাহ তায়ালা**কে ভাল তো বাসতো, কিন্তু যদি তার ভালবাসা নিষ্কলুষ হতো, তবে সে অবশ্যই বিশ্বাসভাজনতার দিকে ফিরে আসতো আর অচিরেই জানতে পারবে যে, সে নড়বড়ে মাটিতেই ভিত্তি গেড়েছে। অতএব হে জ্ঞানীরা! উপদেশ গ্রহণ করো।

(রওযুল ফায়িক, পৃষ্ঠা ১৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১৪. বাক্যালাপের নিরীক্ষণ

'মিনহাজুল আবেদীন' কিতাবে রয়েছে, একদা হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়াজ ও হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সাওরী رَحِمَهُمُ اللهُ এর পরস্পর সাক্ষাত হলো। দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা বলার পর হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আমি আজকের এই সান্নিধ্যকে শ্রেষ্ঠ সান্নিধ্য বলে মনে করি। হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "আমি তো একে বিপজ্জনক সান্নিধ্য মনে করছি।" হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা

করলেন: "কেন?" হযরত ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উত্তর দিলেন: "আমরা উভয়েই কি নিজেদের কথাবার্তা সুন্দর ও পরিপাটি করছিলাম না? আমরা কি সরল ও **রিয়ায়** লিপ্ত ছিলাম না?" হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ কথা শুনে কাঁদতে লাগলেন। **(মিনহাজুল আবেদীন, পৃষ্ঠা ৫৩)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবনার বিষয় যে, **আল্লাহ তায়ালার** এই নেক বান্দার সাক্ষাত একনিষ্ঠতাপূর্ণ এবং তাঁদের কথাবার্তা বিশুদ্ধ ইসলামীই ছিলো, কিন্তু **আল্লাহ তায়ালার** ভয়ে ভীত হয়ে এই জন্যই কান্না করছিলেন যে, আমাদের কথাবার্তায় **আল্লাহ তায়ালার** অবাধ্যতা হয়ে যায়নি তো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১৫. আমার ঋণ কে আদায় করেছে?

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রোমীদের বিরুদ্ধে জিহাদের উদ্দেশ্যে তারসূস যাওয়ার পথে রিকক্বা শহরের একটি মুসাফিরখানায় অবস্থান করতেন, তখন এক তরুণ আসেতো, তাঁর প্রয়োজনাদি পূরণ করতো এবং কিছু হাদীস শিখে নিতো। একদা তিনি যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছালেন, তখন সে তরুন সাক্ষাত করতে এলো না। তিনি তাড়াহুড়ায় ছিলেন, তাই সৈন্যদের সাথে চলে গেলেন, যখন যুদ্ধ শেষে ফিরার পথে রিকক্বায় পৌঁছলেন, তখন মানুষের নিকট তার কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানতে পারলেন যে, সে কারো কাছে ঋণগ্রস্ত ছিলো, ঋণদাতা তাকে জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন: "তার কত ঋণ রয়েছে?" লোকেরা বললো: "দশ হাজার দিরহাম।" তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রাতেই ঋণদাতাকে তাঁর নিকট ডেকে আনলেন এবং তার হাতে দশ হাজার দিরহাম তুলে দিয়ে শপথ দিলেন যে, যতক্ষণ **আল্লাহর** এই বান্দা জীবিত থাকবে, তুমি এ বিষয়ে কাউকে বলবে না আর বললেন যে, সকালেই তুমি তরুণটিকে জেল হতে মুক্ত করে নেবে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এরপর সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তরুণটি জেল থেকে মুক্তি পেয়ে যখন শহরে এলো, তখন তাঁর আগমন সম্পর্কে অবগত হলো এবং জানতে পারলো যে,

কালই এখান থেকে চলে গেছেন। সেই তরুণটি তখনই রওয়ানা হয়ে গেলো এবং কিছুদুর গিয়ে সাক্ষাত পেলো, বললেন: "কোথায় ছিলে? আমি তোমাকে মুসাফিরখানায় দেখলাম না?" আরয করলো: "হুযুর! ঋণের কারণে জেলে ছিলাম।" তিনি বললেন: "তো তুমি ছাড়া পেলে কীভাবে?" আরয করলো: "আমি জানি না, কেউ যেনো আমার ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছে, যে কারণে আমি রেহাই পেয়েছি।" তিনি বললেন: "হে তরুণ! **আল্লাহ তায়ালার** কৃতজ্ঞতা আদায় করো, **আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত** কাউকে তোমার ঋণ পরিশোধ করার তৌফিক দান করেছেন হয়তো। সেই তরুন এই সদাচরণ সম্পর্কে তখনই জানতে পারলো, যখন তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছিলো। (তারীখে বাগদাদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৮)

১৬. আমার নাম প্রকাশ করবেন না

হযরত সায়্যিদুনা আবু ইসমাঈল বিন নুজাইদ নিশাপুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "ইলমে হাদীসে" "মুহাদ্দিসে কবীর" (অর্থাৎ অনেক বড় মুহাদ্দীস) ছিলেন এবং "তাসাউফ" "ইবাদত" ও "আচার-আচরণে" স্বীয় যুগের "শায়খে কবীর", "তাকওয়া ও পরহেজগারি"তে "যুগশ্রেষ্ঠ" এবং যুগের "ওলীয়ে কামিল" ছিলেন। সুতরাং তাঁর অবস্থা ও কারামাত দেখে সাধারনত লোকেরা বলতো যে, ইনি হলেন নিজের যুগের "আবদাল"। হযরত সায়্যিদুনা ইবনে নুজাইদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পিতা অনেক বড় সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। পৈত্রিক সূত্রে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রচুর সম্পদ অর্জন করেন। কিন্তু ইলম-আমলের ধনে ধনবান এই মনীষী দিরহাম-দীনারের সমস্ত ধন ওলামা, মাশায়েখ ও শিক্ষার্থীদের মাঝে উৎসর্গ করে দেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত সব সম্পদ **আল্লাহর** পথে ব্যয় করে দেন। একদা তাঁর শায়খ আবু ওসমান হিরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুজাহিদদের প্রয়োজনে কিছু টাকার দরকার হলো। কোথাও কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন না, অবশেষে শায়খ হযরত সায়্যিদুনা আবু নুজাইদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট এই প্রয়োজনের কথা বললেন। তৎক্ষণাৎ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সাথেসাথেই দুই হাজার দিরহামের থলে এনে শায়খের কদমে উৎসর্গ করলেন। শায়খ অত্যন্ত আনন্দিত

হলেন এবং খরা মজলিশে তা ঘোষণা করে দিলেন আর লোকেরাও অনেক বাহবা দিলো। কিন্তু ইবনে নুজাইদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই মর্মাহত হলেন যে, আফসোস! আমার এই ভাল আমলটি মানুষের মাঝে প্রকাশ হয়ে গেলো। আনমনা হয়ে মজলিস থেকে উঠে যান এবং কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে আসেন, এসেই ভরা মজলিশে শায়খের নিকট আবেদন করলেন: হুযূর! আমাকে আমার দিরহামগুলো ফিরিয়ে দিন, আমি এই মূহুর্তে তা **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করতে চাই না। শায়খ সাথেসাথেই দিরহামভর্তি থলে ইবনে নুজাইদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মুখে ঢেলে দিলেন এবং সায়্যিদুনা আবু নুজাইদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থলেগুলো তুলে নিয়ে ঘরে চলে গেলেন। অতঃপর মজলিসে উপস্থিত লোকজনের মাঝে চাপা গুঞ্জণ শুরু হলো। কিন্তু যখন রাত হলো এবং শায়খ একা হয়ে গেলো তখন সায়্যিদুনা ইবনে নুজাইদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পুনরায় দুই হাজার দিরহামভর্তি থলেগুলো হাতে নিয়ে শায়খের খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন: হে আমার শায়খ! আপনি এ দিরহামগুলো গোপনে খরচ করবেন আর আমার নাম কখনো কাউকে প্রকাশ করবেন না। এ কথা শুনে শায়খ আবু ওসমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কাঁদতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন: ইবনে নুজাইদ (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ)! তোমার সাহসের জন্য শত শত ধন্যবাদ! **(বুসতানুল মুহাদ্দিসীন, জুয ইবনে নুজাইদ, পৃষ্ঠা ২৫২)**

১৭. ইন্তেকালের পরেই দানশীলতা সম্পর্কে জানা গেলো

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যাইনুল আবেদীন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জীবনে দুইবার নিজের সমস্ত সম্পদ **আল্লাহ তায়ালা**র পথে খয়রাত করেন এবং তাঁর দানশীলতার অবস্থা এমন ছিলো যে, তিনি মদীনাবাসী অসংখ্য গরীবের ঘরে এতোই গোপনীয়ভাবে টাকা পাঠাতেন যে, সেই গরীবরাও জানতো না, এই টাকাগুলো কোত্থেকে আসছে? কিন্তু যখন তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেলো, তখন সেই গরীবরা জানতে পারলো যে, তা হযরত ইমাম যাইনুল আবেদীন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এরই দান ছিলো। **(সিয়রে আলামুন নিবলা, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৬, ৩৩৭)**

১৮. আমি কার জন্য দেখানোর আমল করবো?

জলীলুল কদর মুহাদ্দিস হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একদা কারো সাথে সাক্ষাতে গেলেন। কথাবার্তার ফাঁকে লোকটি তাঁকে বলে দিলেন: আমার মনে হয় যে, আপনার আমলে কিছু **রিয়া** ও দেখানোর গন্ধ আসে, তিনি তৎক্ষণাৎ জমিন হতে একটি জীর্ণ তৃণ উঠিয়ে নিলেন এবং বললেন যে, আমি কাকে দেখানোর জন্য আমল করবো? **আল্লাহ তায়ালার** শপথ! সমগ্র পৃথিবীর দুনিয়াদার মানুষ আমার দৃষ্টিতে এই জীর্ণ তৃণ হতেও অধিক নিকৃষ্ট। (সিয়রে আলামুন নিবলা, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১১)

১৯. এখানে তাবিয বিক্রি হয় না

জনাব সৈয়্যদ আইয়ুব আলী সাহেব বলেন: এক ভদ্রলোক বাদায়ূনী মিঠাইয়ের একটি হাঁড়ি পেশ করলেন। হুযুর (অর্থাৎ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) বললেন: "এত কষ্ট করলেন কেন?" সে বললো: "হুযুরকে সালাম করার জন্য উপস্থিত হয়েছি।" হুযুর সালামের উত্তর দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন: "কোন কাজ আছে?" সে আরয করলো: "কিছু না, হুযুর! শুধু কেমন আছেন জানতে এসেছিলাম।" বললেন: "**আল্লাহ তায়ালার** দয়া ও অনুগ্রহ।" আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর হুযুর আবারো তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: "কিছু বলবেন?" সে তখনও না সূচক উত্তর দিলো। এরপর হুযুর সেই মিঠাই বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন।

এবার সেই ব্যক্তি কিছুক্ষণ পর তাবীযের আবেদন করলো। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "আমি তো আপনাকে তিনবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু আপনি কিছু বলেননি, আচ্ছা বসুন।" এবং তাঁর ভাতিজা আলী আহমদ খান সাহেবের নিকট থেকে তাবীয আনিয়ে (এই কাজ তিনিই করতেন) সেই লোককে দিলেন আর সাথে হাজী কিফায়াত উল্লাহ সাহেব হুযুরের ইঙ্গিত পেয়েই বাড়ি থেকে মিঠাইয়ের সেই হাঁড়ি আনিয়ে সামনে রেখে দিলেন, যা হুযুর এই বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, **"এই হাঁড়িটি সাথে নিয়ে যান, আমার এখানে তাবীয**

বিক্রি হয় না।" সে অনেক অনুনয় বিনয় করলো, কিন্তু গ্রহন করেননি, অবশেষে বেচারা নিজের মিঠাই ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। (হায়াতে আলা হযরত, ৯৬ পৃষ্ঠা)

سُبْحٰنَ اللهِ! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর তাকওয়ার শানের প্রতি উৎসর্গিত! যদিও সেই উপহার প্রকৃতপক্ষে তাবীযের বিনিময় স্বরূপ ছিলো না এবং হলেও তো এর বিনিময় নেয়া জায়িয, কিন্তু তাঁর একনিষ্টতা একটি দ্বীনি কাজের জন্য ব্যক্তিগত লাভ গ্রহন করাকে পছন্দ করলেন না এবং তিনি সেই উপহার ফিরিয়ে দিলেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

২০. আমি ইলম বিক্রি করি না

জনাব সৈয়দ আয়ূব আলী সাহেব বলেন: একদা হুযূর জাহাঙ্গীর খান কাদেরী রযবী সাহেব সাং ছিপিটোলা কিল্লা মহল্লাকে বললেন: "আমার এক বোতল কেরসিন তেল প্রয়োজন।" কেননা তিনি তেল বিক্রি করতেন। অতএব তিনি এক বোতল তেল নিয়ে উপস্থিত হলেন, হুযূর দাম জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি দামের কথা এভাবে বললেন: এমনিতে তো এর দাম এতো, কিন্তু হুযূর কিছু কম করে এতো দিন।" এতে হুযূর বললেন: "আমার থেকে সেই দামই নিন, যা সবার থেকে নেন।" তিনি আরয বললেন: "না! হুযূর আপনি আমার শ্রদ্ধেয়, আলিম, আপনার নিকট থেকে সাধারণ দাম কীভাবে নিতে পারি?" হুযূর বললেন: "আমি ইলম বিক্রি করি না।" অতঃপর সেই সাধারন দামই খান সাহেবকে দিলেন। (হায়াতে আ'লা হযরত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

২১. ভক্তি বিক্রি করা যায় না

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র শুরুর দিকে যেখানে সুন্নাতে ভরা বয়ান করার জন্য তশরীফ নিয়ে যেতেন, তখন কিছু ইসলামী ভাই সুগন্ধি দ্রব্যাদির স্টল খুলে বসতেন, যা আমীরে আহলে সুন্নাত

دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মালিকানাভূক্ত ছিলো, কিন্তু তা সবাই জানতো না। মসজিদের ইমাম কোনভাবে তা জেনে গেলো যে, ইনি হালাল উপার্জনের চেষ্টা করেন, কারো থেকে ভিক্ষা করে পরিবার চালান না। আবেগাপ্লুত হয়ে মাইকে ঘোষণা করে দিলেন, বাইরে যে সুগন্ধি দ্রব্যাদির স্টল খোলা হয়েছে তা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এরই মালিকানাভূক্ত। তিনি হালাল উপার্জনের চেষ্টা করেন, কারো নিকট হাত পাতেন না। তাঁর মেজাজ মুবারকে এই বিষয়টি খুবই কষ্টদায়ক হলো যে, লোকেরা এ কথা কেনো জানতে পারলো, এখন হয়তো লোকেরা আমার প্রতি ভক্তি দেখিয়ে পণ্য কিনবে। তিনি স্টলে হওয়া সেই দিনের লভ্যাংশ নিজের জন্য নিলেন না বরং **আল্লাহ**র পথে দান করে দিলেন আর বললেন যে, **"আমি আমার ভক্তি বিক্রি করতে পারি না।"**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দোয়া

হে **আল্লাহ তায়ালা! তোমার মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসীলায় আমাদের শূন্য থলেগুলো একনিষ্ঠতার দৌলত দ্বারা পূর্ণ করে দাও।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তথ্যসূত্র

কিতাব	লেখক	প্রকাশনা
কোরআন মজীদ	আল্লাহ তায়ালার বাণী	মাকাতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী
কোরআনের অনুবাদ কানযুল ঈমান	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান (ওফাত ১৩৪০ হিঃ)	গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম
রুহুল বয়ান	আল্লামা ইসমাঈল হক্কী (ওফাত ১১৩৭ হিঃ)	কোয়েটা
খাযায়িনুল ইরফান	মুফতী মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী	গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম
নুরুল ইরফান	মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী	গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম
সহীহ বুখারী	ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী (ওফাত ২৫৬ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
সহীহ মুসলিম	ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ নিশাপুরী (ওফাত ২৬১ হিঃ)	দারু ইবনে হাযম, বৈরুত
সুনানে তিরমিযী	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ তিরমিযী (ওফাত ২৭৯ হিঃ)	দারুল ফিকির, বৈরুত
সুনানে ইবনে মাজাহ	ইমাম মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ আল কাযবীনি ইবনে মাজাহ (ওফাত ২৭৩ হিঃ)	দারুল ফিকির, বৈরুত
সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান বিন আশাআশ (ওফাত ২৭৫ হিঃ)	দারু ইহইয়াউত তুরাস, বৈরুত
সুনানে দারু কুতনী	ইমাম আলী বিন ওমর দারু কুতনী (ওফাত ৩৫৭ হিঃ)	মাকতাকবায়ে নশরুস সুন্নাত, পাকিস্তান
মু'জামুল কবীর	হাফিয সুলাইমান বিন আহমদ তাবারানী (ওফাত ৩৬০ হিঃ)	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী
মু'জামুল আওসাত	হাফিয সুলাইমান বিন আহমদ তাবারানী (ওফাত ৩৬০ হিঃ)	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী
জামেউস সগীর	ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (ওফাত ৯১১ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
শুয়াবুল ঈমান	ইমাম আহমদ বিন হুসাইন বায়হাকী (ওফাত ৪৫৮ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
মিশকাতুল মাসাবিহ	শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ খতীব তিবরীযি (ওফাত ৭৪১ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
কানযুল উম্মাল	আলাউদ্দিন আলী মুত্তাকী আল হিন্দী (ওফাত ৯৭৫ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
ফিরদাউসুল আখবার	হাফিয শিরওইয়া বিন শহরদার দালাইমী (ওফাত ৫০৯ হিঃ)	দারুল ফিকির, বৈরুত
মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (ওফাত ৪৩০ হিঃ)	দারুল ফিকির, বৈরুত

মুসনাদে আবী ইয়ালা আল মাসুলী	আবু ইয়ালা আহমদ মাসূলী (ওফাত ৩০৭ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
আল মুস্তাদরিক আলাল হাসনাঈন	ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ হাকেম (ওফাত ৪০৫ হিঃ)	দারুল মারেফা, বৈরুত
মু'জামুয যাওয়ায়িদ	হাফিয নুরুদ্দীন আলী বিন আবু বকর হায়তামী (ওফাত ৭০৮ হিঃ)	দারুল ফিকির, বৈরুত
আত তারগীব ওয়াত তারহীব	ইমাম যকীউদ্দীন আব্দুল আযীম মুসযারী (ওফাত ৬৫৬ হিঃ)	দারুর ফিকির, বৈরুত
জামেউল আহাদীস	ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী শাফেয়ী (ওফাত ৯১১ হিঃ)	দারুল ফিকির, বৈরুত
ফয়যুল কদীর	আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাভী (ওফাত ১০৩১ হিঃ)	দারুল কুতবুল ইলমিয়া, বৈরুত
শরহুস সুন্নাহ	মুহাম্মদ বিন হুসাইন বিন মাসউদ বাগভী (ওফাত ৫১৬ হিঃ)	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
নুজহাতুল কারী	আল্লামা মুফতী শরীফুল হক আমজাদী	ফরীদ বুক স্টল, লাহোর
আশিয়াতুল লুমআত	শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী	কোয়েটা
মিরাতুল মানাজিহ	হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী	যিয়াউল কোরআন পাবলিক্যাশন্স, লাহোর
দুররে মুখতার	আল্লামা আলাউদ্দিন হাসকাফী (ওফাত ১০৮৮ হিঃ)	দারুল মারেফা, বৈরুত
রদ্দুল মুহতার	সৈয়দ মুহাম্মদ আমিন বিন আবেদীন শামী (ওফাত ১২৫২ হিঃ)	দারুল মারেফা, বৈরুত
ফতোয়ায়ে রযবীয়া	ইমাম আহমদ রযা খান (ওফাত ১৩৪০ হিঃ)	রযা ফাউন্ডেশন, লাহোর
বাহারে শরীয়ত	মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী (ওফাত ১৩৬৭ হিঃ)	মাকতাবাতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচী
তাম্বিহুল গাফিলিন	ফকীহ আবুল লাইস নদর বিন মুহাম্মদ সমরকন্দী (ওফাত ৩৭৩ হিঃ)	পেশাওয়ার
হিলইয়াতুল আউলিয়া	ইমাম হাফিয আবু নাঈম আসফাহানী (ওফাত ৪৩০ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
রিসালাতুল কুশাইরিয়া	আব্দুল করীম বিন হোয়াযিন কুশাইরী (ওফাত ৪৬৫ হিঃ)	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ শাফেয়ী গাযালী (ওফাত ৫০৫ হিঃ)	দারু সাদের, বৈরুত
কিমিয়ায়ে সাআদাত	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ শাফেয়ী গাযালী (ওফাত ৫০৫ হিঃ)	দারু সাদের, বৈরুত
মুকাশাফাতুল কুলুব	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ শাফেয়ী গাযালী (ওফাত ৫০৫ হিঃ)	দারু সাদের, বৈরুত

মিনহাজুল আবেদীন	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ শাফেয়ী গাযালী (ওফাত ৫০৫ হিঃ)	দারু সাদের, বৈরুত
তাযকিরাতুল আউলিয়া	শায়খ ফরীদুদ্দীন আত্তার (ওফাত ৬৩৭ হিঃ)	ইন্তিশারাতে গঞ্জিনা, তেহরান
রওযুর ফায়িক	শায়েখ শুয়াইব আল হারিফিশ (ওফাত ৮১০ হিঃ)	কোয়েটা
তাম্বিহুল মুগতারীন	আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ বিন আলী আনসারী (ওফাত ৯৭৩ হিঃ)	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাইর	আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ হায়শামী (ওফাত ৯৭৪ হিঃ)	দারুল ফিকির, বৈরুত
আল হাদীকাতুন নাদীয়া	আল্লামা আব্দুল গনী নাবলূসী (ওফাত ১১৪৩ হিঃ)	পেশাওয়ার
আল ইত্তিহাফুস সাদাতিল মুত্তাফিকিন	আল্লামা মুরতাদা আয যারবীদি (ওফাত ১২০৫ হিঃ)	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
ইত্তিহাফুস সালেহীন	আল্লামা আবু ইউসুফ মুহাম্মদ শরীফ কোটলভী	মদীনাতুল ইলমিয়া, করাচী
তারিখে বাগদাদ	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন আলী আল খতিব বাগদাদী (ওফাত ৪৬৩ হিঃ)	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
আল ইওয়াকিইতুল কারীমা	ইমাম আহমদ বিন আলী শারানী (ওফাত ৯৭৩ হিঃ)	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
আল ওযীফাতুল করীমা	ইমাম আহমদ রযা খান (ওফাত ১৩৪০ হিঃ)	ইদারায়ে তাহকীকাত, করাচী
উয়ুনুল হিকায়াত	আবুল ফরজ আব্দুর রহমান বিন আলী আল জাওযী (ওফাত ৫৯৭ হিঃ)	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
মলফুযাত	ইমাম আহমদ রযা খান (ওফাত ১৩৪০ হিঃ)	ফরীদ বুক স্টল, লাহোর
হায়াতে আলা হযরত	মাওলানা জাফরুদ্দীন (ওফাত ১৩৮২ হিঃ)	মাকতাবায়ে রযবীয়া, লাহোর
হাদায়িকে বখশীশ	ইমাম আহমদ রযা খান (ওফাত ১৪৪০ হিঃ)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
শয়তানের চার গাধা	আমীরে আহলে সুন্নাত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
ফয়যানে সুন্নাত	আমীরে আহলে সুন্নাত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইলো। আশিকানে রাসূলের সাথে সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য কাফেলায় সফর এবং প্রতিদিন পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মানসিকতা তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

মাদানী

দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৩৪৩৬২

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net